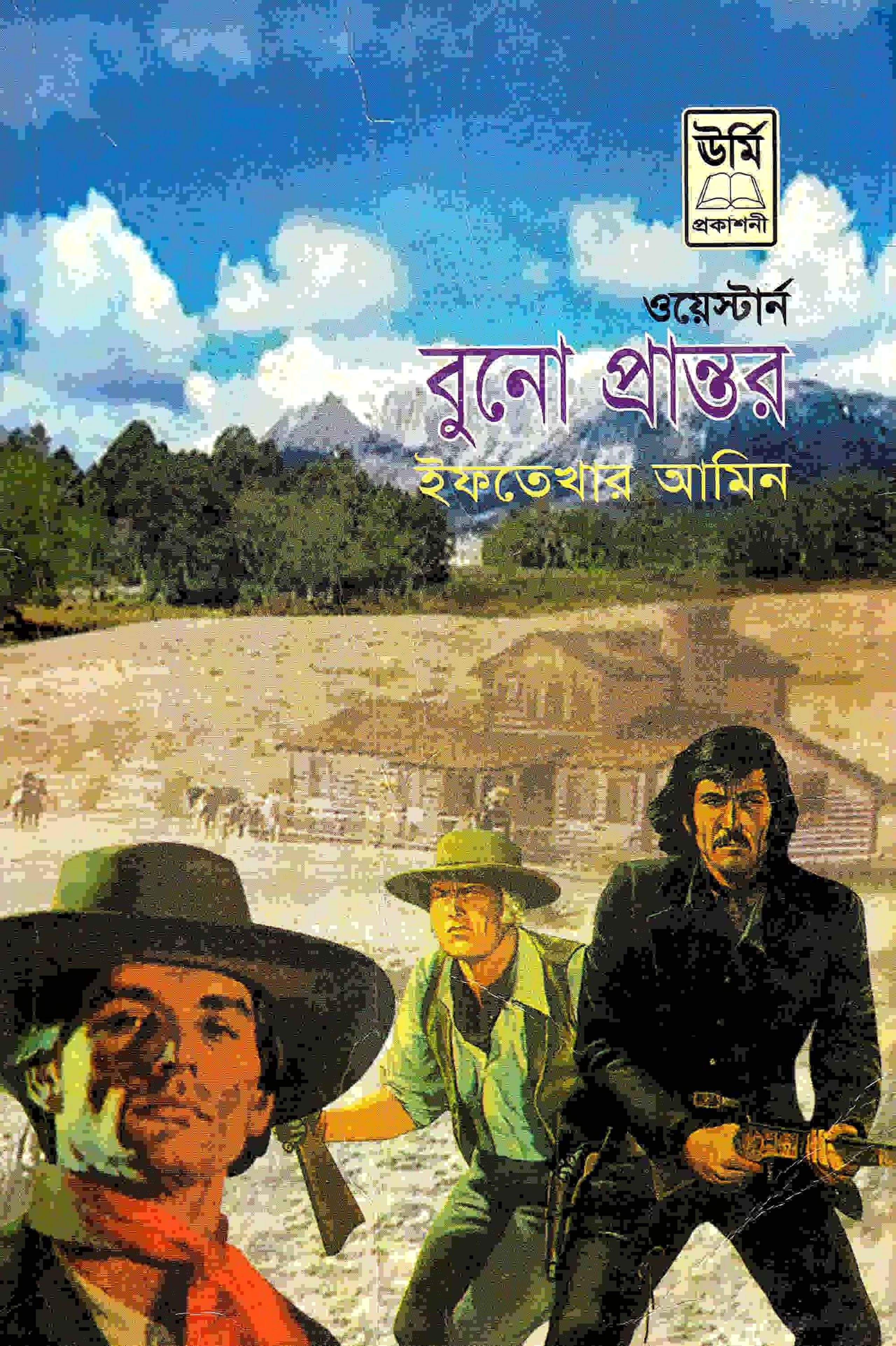

ঊর্মি
প্রকাশনী
ওয়েস্টার্ন
বুনো প্রান্তর
ইফতেখার আমিন

এক

চওড়া গুঁড়িওয়ালা একটা গাছের আড়াল থেকে বের হয়েই ঘোড়া দাঁড় করিয়ে ফেলল ওয়েন, বিস্ময়ে চোখ কোঁচকাল সামনের দৃশ্য দেখে। একটা ওয়াগন উল্টে পড়ে আছে—বাঁদিক থেকে প্রায় খাড়া নেমে আসা এক ঢালের গোড়ায়। চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ উঁচুতে ঢালটার শুরু, পুরানো রোডের কয়েক ফুট এপাশ থেকে।

ঠিক রোড বলা যাবে না সেটাকে, হুইল ট্র্যাক আসলে।

দুর্ঘটনাও বলতে গেলে কেবল ঘটেছে, কারণ এখনও অল্প অল্প ধুলো উড়তে দেখা যাচ্ছে ওয়াগনটাকে ঘিরে। পিছনের হুইল একটু একটু ঘুরছে। মুহূর্তখানেক থমকে থেকে দ্রুত সেদিকে ছুটে গেল ওয়েন। কাছে গিয়ে দেখল সামনের দুটো হুইলই গেছে, ঝাঁকিতে টাং পর্যন্ত ছিঁড়ে আলাদা হয়ে এসেছে। ও পৌঁছতে পৌঁছতে ধুলো উড়ে গেল, হুইলের চক্করও প্রায় থেমে গেছে।

টীমের দিকে নজর দিল ও। টাঙের একটু দূরে দাঁড়িয়ে সশব্দে হাঁপাচ্ছে কালচে খয়েরী ও বাদামি রঙের দুটো সোরেল। গা ভর্তি ফেনা, তার মধ্যে চাবুকের মারের বেশ কিছু তাজা ছাপ। এক ঝটকায় স্যাডল থেকে নেমে পড়ল ও, মাটিতে পা রাখতেই চোখের কোণে আরেকটা কিছু ধরা পড়তে আবার থমকে গেল। একজন মানুষ, ওয়াগনটার ওপাশে বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে আছে। ওর প্রায় সমবয়সী লোকটা। সুদর্শন, কিন্তু চেহারার মধ্যে নিষ্ঠুরতার ছাপই বেশি। অদ্ভুত ভঙ্গিতে শোয়া—দেহ ডানদিকে কাত হয়ে আছে, মাথা চিত। ঘাড় মটকে গেছে। বিস্ফারিত, ঘষা কাঁচের মত নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে রাজ্যের

বিস্ময় স্থায়ী হয়ে গেছে। মুখ হাঁ। কপালে, ঠোঁটে প্রচুর রক্ত—এখনও গড়াচ্ছে একটু একটু।

মরে গেছে সন্দেহ নেই, তবু পালস্ পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নিল ওয়েন। চিন্তিত মনে তাকিয়ে থাকল মৃতের দিকে। ত্রিশের কাছাকাছি বয়স হবে তার। পাঁচ ফুট সাত-আট ইঞ্চির মত লম্বা। সুবেশী। পরনে কালো রঙের দামী কাপড়ের স্যুট—ধুলোয়, ঘামে একাকার হয়ে গেছে। কয়েক জায়গায় ছেঁড়া।

এদিক-ওদিক তাকাল ও। ওয়াগনটা যে রেখা ধরে এসেছে, তার ওপর সতর্ক নজর বোলাল—কয়েকটা ডিগবাজি আর আছাড় খেয়ে পাথুরে মাটির অনেক জায়গায় গভীর গর্ত আর আঁচড় কেটে ঝোপঝাড় ডলেপিষে দিয়ে চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ নেমে এসেছে। সম্ভবত খুব জোরে ছোটার সময় হুইল গর্তে পড়ে যাওয়ায় ব্যাপারটা ঘটেছে, নইলে আর কি কারণ থাকতে পারে?

গ্রীজউডের তীব্র গন্ধে নাক কুঁচকে উঠল ওয়েন চ্যানট্রির। থুতনি চুলকে এদিক-ওদিক তাকাল। চিন্তিত। ছয় ফুট দু' ইঞ্চি দীর্ঘ সে। স্লিম, নিরেট স্বাস্থ্য। শীতল চাউনি। বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ হবে। গায়ের রং অ্যারিজোনার নির্দয়, কড়া রোদে পুড়ে গাঢ় হয়ে গেছে। ফ্ল্যাট ক্রাউনড্ সোমব্রেরোর তলা দিয়ে সামনের কয়েক গাছি কালো, কোঁকড়া চুল বেরিয়ে আছে। তার চোখের রং হালকা নীল। নাকটা খাড়া; তবে একটু খাট। সরু কোমর, প্রশস্ত কাঁধ।

সার্কেল-এ হার্ডের আগে আগে স্কাউটিঙে ছিল, গরুর পাল রয়েছে এক মাইল পিছনে, এমন সময় এই ঘটনা। চাপা, অস্ফুট একটা শব্দে সচকিত হয়ে ঘুরল সে। ওয়াগনের সামান্য দূরের এক ঝোপের আড়াল থেকে এসেছে শব্দটা—কান্নার সম্ভবত। ডান হাত দ্রুত ঝাঁকি খেল ওর, লাফ দিয়ে মুঠোয় চলে এল একটা .৪৪। চারদিকে আকাশছোঁয়া পাহাড়-পর্বতের মাঝে জনমানবহীন বুনো প্রান্তর, এরকম জায়গায় কোন ঝুঁকি নিতে চায় না।

'কে ওখানে?' কড়া গলায় বলল ও। 'সামনে এসে দাঁড়াও!'

ঝোপ নড়ে উঠল। ওপাশ থেকে পায়ে পায়ে বেরিয়ে এল ছোটখাট এক মেয়ে। পরনে নীল ড্রেস, কয়েক জায়গায় ছেঁড়া। চেহারায় তীব্র আতঙ্কের ছাপ। গাঢ় ধুসর রঙের ঘন, সিল্‌কি চুলের ওপর একটা স্ট্র বনেট লেপ্টে আছে। এক চোখ লাল, ফোলা। চারদিকে হালকা কালসিটের দাগও আছে।

কিন্তু আঘাতটা তাজা মনে হলো না, অন্তত দু'চার দিনের পুরানো তো হবেই। গরমে ড্রেসের আস্তিন কনুইয়ের কাছে গোটানো ছিল বলে ওর নরম, মসৃণ দুই হাতে অনেকগুলো চাবুকের দাগ দেখতে পেল ওয়েন। তাজা। ওকে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে শুকনো মুখে আস্তিন নামিয়ে দিল যুবতী।

'এসব কার কাজ?' অনির্দিষ্ট ভঙ্গিতে দাগগুলো এবং তার ফোলা চোখ ইঙ্গিত করল ওয়েন।

ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ড্রেসের ধুলো ঝাড়ল মেয়েটা। কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল, 'ওর।'

'কারণ কি?'

সোজা হয়ে হাত ঝেড়ে মাথা নাড়ল ধীরে ধীরে। 'কোন কারণ নেই। এমনিই।'

'লোকটা কে হয় তোমার? মানে, হতো?'

'আমার কি ...' ঢোঁক গিলল যুবতী। 'আমি ... আমি ওর মেয়েমানুষ,' আবার ঢোঁক গিলল। 'ও.... ওই লোক গ্যাম্বলার। আমি ওকে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছি, কিন্তু লোকটা জুয়ো খেলে আমার সব টাকা ...' থেমে আরেক দিকে তাকাল। 'জুয়ো খেলে আমার টাকা-পয়সা সব শেষ করে ফেলেছে। আমি টাকা চাইতে গেলেই মারধর করত।'

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছল সে। আস্তিনের ওপর দিয়ে চাবুকের আঘাতে ফুলে থাকা জায়গাগুলোর ছোঁয়া লাগতে চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল, বেদনাময় স্মৃতি মনে পড়ে গেছে। ওয়েনের মনে হলো এখনই শব্দ করে কেঁদে উঠবে মেয়েটা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামলে

নিল। ওয়েন তাকিয়ে থাকল তার দিকে। সব কথা বিশ্বাস হয়নি, তবু বলল, 'আমি দুঃখিত।'

সমবেদনার সুর শুনে চোখ ভিজে উঠল যুবতীর, গাল বেয়ে পানি গড়াতে শুরু করল। মেয়েটা চেহারা-সুরতে বেশ আকর্ষণীয়। আঠারো-উনিশের বেশি হবে না বয়স। খাড়া নাক। ফ্যাকাসে নীল, বড় বড় চোখ। আঘাত লাগা চোখটা এ মুহূর্তে লাল। উচ্চতা পাঁচ ফুট পাঁচ বা ছয়। ভরাট স্বাস্থ্য। নাকের নিচে ছোট্ট একটা তিল ওর সৌন্দর্য অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

'যাচ্ছিলে কোথায় তোমরা?' .৪৪ হোলস্টারে রেখে স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন করল ও।

'জানি না,' মাথা নাড়ল ও। 'আমাকে কিছু বলেনি। খুব জোরে ওয়াগন ছোটাচ্ছিল বলে ভয় পেয়ে আমি আস্তে চালাতে বলেছিলাম, তাই রেগে গিয়ে ...' শ্রাগ করে পিছন ফিরে ওপরের একটা বাঁক বোঝাতে চাইল। 'ওখানে লতাপাতায় ঢাকা পুরনো ট্র্যাকের রাটে হঠাৎ বাঁ দিকের হুইল পড়ে যেতে ওয়াগন উল্টে গেল ...' থেমে শিউরে উঠল মেয়েটা।

'হুঁম!' হাঁটু গেড়ে বসে মৃতের সবক'টা পকেট হাতড়ে দেখল ওয়েন। কয়েকটা চিঠি, কিছু খুচরো এবং নয়টা সিলভার ডলার পাওয়া গেল। মেয়েটির হাতে সবকিছু গুঁজে দিতে চাইল, কিন্তু ডলার কয়টা নিলেও চিঠিগুলোর ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখাল না যুবতী। ঝোপ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল সেগুলো। 'চাই না ওসব।'

'তোমরা এই পথ দিয়ে এলে কি মনে করে বুঝতে পারছি না। এটা পরিত্যক্ত রাস্তা, আজকাল এ পথ দিয়ে কেউ আসা-যাওয়া করে না, তোমরা জানতে না?'

'না। পিটি ভেবেছিল এদিক দিয়ে শর্টকাট হবে।' লাল চোখটা ডলল যুবতী। 'কিন্তু ...।'

'ওর নাম পিটি?'

'হ্যাঁ, পিটি শ্যামরক।'

'চোখের এই অবস্থা ক'দিন থেকে?'

'চার-পাঁচদিন।'

'ওটাও পিটির কাজ?'

আরেকদিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল সে। মৃদু গলায় বলল, 'ওর মৃত্যুতে আমার দুঃখ পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ...' লম্বা করে দম নিল। 'আমাকে তোমার সাথে নিয়ে যাবে?'

'কোথায়?'

'যেখানে হোক। কোথাও আশ্রয় না পেলে ...'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল ও। 'আমাদের হবু র‍্যাঞ্চে কিছুদিনের আতিথ্য গ্রহন করতে পারো তুমি।'

'কিসে?'

হাসল ওয়েন। 'আমরা দুই বন্ধু নতুন র‍্যাঞ্চ করার জন্যে নর্দার্ন অ্যারিজোনায় জায়গা কিনেছি। ডায়াবলো রেঞ্জে। এখন গরু নিয়ে নিউ মেক্সিকো থেকে আসছি সেখানে যাব বলে। তুমি ইচ্ছে করলে আমাদের সাথে আসতে পারো।'

ডানে তাকিয়ে চোখ কোঁচকাল মেয়েটা। 'ওই শব্দটা কিসের? মনে হচ্ছে ...'

'গরুর পালের হেঁটে আসার শব্দ। আমাদের গরুর পাল আসছে ওদিক থেকে।'

পালটা বেশ বড় বোঝা যাচ্ছে, এখনও চোখের আড়ালে রয়েছে। উপত্যকার খাড়া পাথুরে মাটির ঢাল বেয়ে উঠে আসছে। লীডারদের হাম্বা-ঘোঁত্ঘোঁত্ এবং রাইডারদের চড়া কণ্ঠের হাঁক-ডাক শোনা যাচ্ছে। উপত্যকার প্যাসেজের ওপরে ভেসে বেড়াচ্ছে ধুলোর পুরু মেঘ। আওয়াজটা বাড়তে বাড়তে ক্রমে বিরক্তিকর হয়ে উঠল, গোটা আকাশ ধুলোয় ছেয়ে গেল।

'আমাদের সাথে আসতে পারো তুমি,' একটু পর আওয়াজ কমতে আবার বলল ওয়েন। 'তাহলে ওয়েফিল্ডে পৌঁছে নিজের একটা ব্যবস্থা নিজেই করে নিতে পারবে। পারবে না?'

মাথা দোলাল ও। 'পারব!'

'তোমার নাম কি?'

'রুথি অরল্যান্ড।'

'আমি ওয়েন চ্যানট্রি। ঠিক আছে, আগে পিটিকে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করি, তারপর যাব আমরা।'

'কিন্তু তোমার লোকজন? তারা আপত্তি করবে না তো?'

'একজন বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করার মধ্যে আপত্তির কি আছে?' বলল ওয়েন, গান বেল্ট দু'হাতে ধরে খানিকটা ওপরে টেনে তুলল। 'সেসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার বন্ধু ...' গাছপালার আড়াল থেকে একটা ঘোড়ার ছুটে আসার শব্দে মেয়েটা আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে দেখে ঘুরে তাকাল। 'ভয় পেয়ো না। ও নিশ্চই আমার পার্টনার ফ্র্যাঙ্ক ডেভলিন।'

'আমার ... আমার আসল পরিচয় কাউকে জানিয়ো না, প্লিজ!' চাপা গলায় আবেদন জানাল যুবতী। 'আর কেউ...'

দীর্ঘদেহী এক রাইডার বেরিয়ে এল আড়াল থেকে। ওয়েনের সামনে অচেনা এক মেয়েকে দাঁড়ানো দেখে গতি কমে গেল তার, পরমুহূর্তে একটা মৃতদেহ এবং উল্টে থাকা ওয়াগনটা দেখতে পেয়ে আরও দ্রুত ছুটে এল। বিশালদেহী মানুষ সে, ছয় ফুট চার ইঞ্চি দীর্ঘ। ওজন কম করেও আড়াইশো পাউন্ড। 'কি হয়েছে এখানে?'

শ্রাগ করল ওয়েন। ইঙ্গিতে ওপরের হুইল ট্র্যাক দেখিয়ে বলল, 'এই পথ দিয়ে যাচ্ছিল এরা, স্বামী-স্ত্রী। বেশি জোরে ওয়াগন ছোটাতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসেছে।' লাশ দেখিয়ে শ্রাগ করল। 'হুইল রাটে পড়ে ...' আরেক রাইডার সীনে উদয় হতে থেমে গেল।

তার নাম এডি ডেভলিন-ফ্র্যাঙ্ক ডেভলিনের চাচাত ভাই। এর বয়সও আঠারো-উনিশের মত। পাঁচ ফুট নয় কি দশ ইঞ্চি দীর্ঘ, মুখটা চাঁদের মত গোল। নাকের কাছাকাছি বসানো গাঢ় নীল রঙের কুঁতকুঁতে দু'চোখের চাউনি বুনো। যুবকের ঠোঁটের কোণে সারাক্ষণ বাঁকা, সবজান্তা গোছের হাসি ফুটে থাকে। ওয়েনকে পাত্তা দিতে চায় না,

কিন্তু বড় ভাই তার সমস্ত সিদ্ধান্ত নীরবে মেনে নেয় দেখে না দিয়েও পারে না। অসহায় রাগে সারাক্ষণ জ্বলে।

'ওই মড়াটাকে তুমি এর স্বামী দাবী করছ?' ভাইয়ের সামনে ওয়েনকে মিথ্যুক প্রমাণ করার মোক্ষম একটা সুযোগ পাওয়া গেছে ভেবে খোঁচা লাগানোর লোভ সামলাতে পারল না এডি। মুখের সার্বক্ষণিক বাঁকা হাসি আরও চওড়া হলো তার। 'তাহলে ওর হাতে বিয়ের আংটি নেই কেন?'

'আমি কিছু দাবী করছি না!' ওয়েন বলল শান্ত গলায়। দৃষ্টি ছেলেটার ওপর থেকে পার্টনারের দিকে ঘুরে গেল। 'বিয়ের আংটি ছিল ওর, কিন্তু টাকা ফুরিয়ে যাওয়ায় নিরুপায় হয়ে বিক্রি করে দিয়েছে। ওর নাম রুথি অরল্যান্ড।'

'বাই গড্! এর মধ্যে ওর এত খবর জানা হয়ে গেছে তোমার!' শব্দ করে হেসে উঠতে গিয়েও ওয়েনের চাউনি দেখে চট্ করে মুখ বুজে ফেলল ছেলেটা। শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো গায়ের মধ্যে। ফ্র্যাঙ্ক বিরক্ত চোখে ভাইয়ের দিকে তাকাল, অন্যদিকে রুথির চাউনিতে কৃতজ্ঞতা আর স্বস্তি ফুটল।

চারজন ক্রুর নেতৃত্বে সার্কেল-এর বিরাট গরুর পালটা ওদের পাশ চলে কাটিয়ে গেলেও আওয়াজ কমতে এবং ধুলোর মেঘের আঁধার কাটতে বেশ কিছু সময় লাগল। সবশেষে এল একটা ওয়াগন, হেলেদুলে এসে ওদের পাশে দাঁড়াল। সার্কেল-এর বয়স্ক কুক টম হেফটার চালাচ্ছে। পড়ে থাকা ভাঙাচোরা ওয়াগন আর মেয়েটিকে দেখল সে অবাক হয়ে, তারপর প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে ওয়েনের দিকে ফিরল। চাপদাড়ির মধ্যে তর্জনি ভরে গাল চুলকাচ্ছে।

'টম, এর নাম রুথি অরল্যান্ড। ওর স্বামী কিছুক্ষণ আগে রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে,' ইশারায় লাশটা দেখাল। 'উপায় নেই বলে আপাতত কিছুদিনের জন্যে আমাদের সাথে থাকবে মেয়েটা। রাতে ওয়াগনে ঘুমাবে। তোমার দায়িত্ব হচ্ছে সবাই যাতে এর কাছ থেকে দূরে থাকে, তা নিশ্চিত করা। বুঝতে পেরেছ?'

এডি রিড়বিড় করে কি বলল বোঝা গেল না, তবে খুশি যে হয়নি, তা বুঝতে কারও কোন সমস্যা হলো না। ফ্র্যাঙ্ক মাথা দুলিয়ে আশ্বস্ত করল বৃদ্ধকে। 'ওয়েন যা বলছে তাই করো।'

ওয়াগন থেকে শাবল এনে কবর খোঁড়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওয়েন, ব্যাপারটা এত সহজে মেটানো গেছে দেখে মনে মনে সন্তুষ্ট। নিউ মেক্সিকো থেকে এ পর্যন্ত পৌঁছতে অনেক লম্বা সময় লেগেছে ওদের, তারমধ্যে একবার স্ট্যাম্পেডের ধকল সইতে হয়েছে বলে কম করেও চারদিন পিছিয়ে পড়েছে দল।

তার চেয়েও বড় কথা, নতুন র‍্যাঞ্চে পৌঁছার তাড়া থাকায় পথে ক্রুদের পিছনে বাড়তি সময় নষ্ট করার উপায় ছিল না ওদের। বিনোদন বলতে রোজ সাপারের আগে কিছুক্ষণের জন্য গলা ভেজানোর বিরতি, ক্রুদের জন্যে শুধু এই সুযোগটুকুই ছিল। কেউ মেয়েমানুষের ছায়া পর্যন্ত দেখার সুযোগ পায়নি। এমন সময়ে রুথির মত সুন্দরীর উপস্থিতি দলের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করতেই পারে। তাই মেয়েটার পরিচয়ের ব্যাপারে মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়েছে ওকে, এছাড়া ঝামেলা এড়ানোর আর কোন সহজ উপায় মাথায় আসেনি।

সন্ধের একটু আগে রাতের মত ক্যাম্প গেড়ে সাপার তৈরির কাজে লাগল হেফটার। রুথি তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। প্রথমে মৃদু আপত্তি জানালেও ওর মত সুন্দরী সহকারী পেয়ে খুশিই হলো বুড়ো। ধুলোর হাত থেকে বাঁচাতে ঘন, সিল্কি চুল ব্যানডানা দিয়ে বেঁধে নেয়ায় মেয়েটার রূপ যেন কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। আগের চেয়ে আরও স্নিগ্ধ, আরও কমনীয় লাগছে।

ওয়েন, ফ্র্যাঙ্ক আর এডি হাত-পা ছড়িয়ে একটু দূরে দূরে মাটিতে খেতে বসে গেল। রুথি কফির পট হাতে ঘুরছে, যার পাত্র খালি দেখছে তারটায় ঢেলে দিচ্ছে। প্রথমবার এডির নাগালের মধ্যে এসেও নিরাপদেই সরে যেতে পারল মেয়েটা, পরেরবারও। কিন্তু তৃতীয়বার স্পর্শ করার লোভ সামলাতে না পেরে ওর পায়ের মসৃণ, সুগঠিত গোছা ধরে ফেলল এডি। ভয়ে চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল মেয়েটা, কিন্তু

ওয়েন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এদিকেই তাকিয়ে আছে দেখে শেষ মুহূর্তে হপ্ করে মুখ বুজে ফেলল। এডিও হাত সরিয়ে নিল তাড়াতাড়ি, লজ্জায় নাকমুখ লাল হয়ে উঠেছে। ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসি ফুটিয়ে ওর সামনে থেকে সরে গেল রুথি। 'গায়ে একটু হাত লাগলে কি হয়?' রাগে গা জ্বলে উঠল এডির। 'কিছু হয় না।'

'হয় কি না তার বিচারের ভার তোমাকে দেয়া হয়নি,' ওয়েন শান্ত কণ্ঠে বলল। 'এ ব্যাপারে আগেই সবাইকে সাবধান করা হয়েছে।'

'ফ্র্যাঙ্ক!' ঝট্ করে ভাইয়ের দিকে ফিরল সে। 'সবকিছু ওর ইচ্ছেমতো চলবে নাকি?'

নির্বিকার চেহারায় কফিতে চুমুক দিল সে। 'শুধু ওর ইচ্ছায় না, 'আমাদের দু'জনের ইচ্ছায়,' মৃদু গলায় বলল। 'এখানকার সবকিছু আমাদের দু'জনের ইচ্ছায় চলে।'

মুখ ভার করে বসে থাকল এডি। একটু পর টমকে রুথির দিকে নজর রাখতে বলে পার্টনারকে নিয়ে সামনে এগোল ওয়েন। যদিও জানে তার বিশেষ প্রয়োজন হবে না এখন। পিটির মৃত্যু শোক ছুঁতে পারেনি বলে এর মধ্যে অনেক সহজ-স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পেরেছে ও। আগের চেয়ে অনেক আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। কাজেই ওকে নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই।

কাস্তের মত আধখানা চাঁদ ও তারার আবছা আলোয় খোলা প্রান্তরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বিশ্রামরত গরুর পালের দিকে তাকাল যুবক। আজ ও একটা র‍্যাঞ্চের অর্ধেকটার মালিক, কথাটা ভাবতে এখনও কেমন কেমন যেন লাগে। ঠিকমত বিশ্বাস হতে চায় না।

তা না হওয়ারই কথা। কারণ ক'দিন আগে পর্যন্ত একজন খাঁটি ড্রিফটার ছিল সে, এক জায়গায় বেশিদিন টিকতে পারত না। আজ এখানে তো কাল সেখানে, এই করে দিন কাটাত। ছকটা হঠাৎ বদলে দিল ওর নিউ মেক্সিকোর র‍্যাঞ্চার বন্ধু, ফ্র্যাঙ্ক ডেভলিন। দু'মাস আগে বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ একদিন ওর অ্যারিজোনার ডেরায় এসে হাজির সে—ওর জন্যে তার পার্টনার হওয়ার প্রস্তাব নিয়ে। ওয়েনকে

নিয়ে ডায়াবলো রেঞ্জে নতুন র‍্যাঞ্চ করতে চায় সে। আগের বছর এখানে পুরানো একটা র‍্যাঞ্চ কিনে রেখে গেছে—এখন নিউ মেক্সিকো থেকে গরু নিয়ে আসতে হবে।

ওকে শুধু সেগুলো নিয়ে আসা এবং র‍্যাঞ্চ স্থানান্তরের ছোটখাট খরচ বহন করতে হবে। ব্যস্, তাহলেই সার্কেল-এর অর্ধেক ওর হবে। ওয়েনের র‍্যাঞ্চার হওয়ার স্বপ্ন অনেকদিনের। কিন্তু সে জন্য যে পরিমাণ টাকা দরকার, তা ওর ছিল না। যা ছিল, তাতে গরু আর জমি, একসঙ্গে দু'টো হত না।

বন্ধুর প্রস্তাবে খুশি মনে রাজি হয়ে গেল সে। কিন্তু শুধু পার্টনারই করল না, বরং নতুন র‍্যাঞ্চের সমস্ত দায়িত্বই ওর কাঁধে চাপিয়ে দিল ফ্র্যাঙ্ক। বন্ধুর ওপর অনেক আস্থা তার। জানে, সঙ্গী হিসেবে ওয়েন যতটা ভাল, বন্ধু হিসেবে ঠিক ততটাই বিশ্বস্ত।

কিন্তু গরু নিয়ে যাত্রার ক'দিন আগে বন্ধু সম্পর্কে দু'টো চিন্তায় ফেলার মত নতুন তথ্য পেল ওয়েন। একটা হলো এলোইস হার্টনি নামে সেইন্ট লুই-র এক মেয়েকে ওর মনে ধরেছে, তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে সে। অথচ মেয়েটিকে সামনাসামনি কখনও দেখেনি, ক্যাটালগে ছবি দেখেছে কেবল। পিকচার ব্রাইড! দু'জনের মধ্যে চিঠিপত্র বিনিময় হয়েছে। ওয়েফিল্ডের পথে রওয়ানা হয়ে গেছে মেয়েটা, যে কোনদিন পৌঁছে যাবে। দ্বিতীয় ...

ভাবতে ভাবতে বিশ্রামরত পালের কাছে এসে পড়ল দু'বন্ধু। দেখল ঝোপের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া এক দল পূর্ণবয়স্ক লংহর্নকে সামাল দিতে গিয়ে এডির রীতিমত গলদঘর্ম অবস্থা। সেগুলোকে খোলা জায়গায় নিয়ে আসার জন্য ঘোড়া নিয়ে চারদিকে চক্কর মারছে আর সমানে মুখ খিস্তি করছে সে।

'এসব এখন বন্ধ করতে হবে, এডি,' ওর দুরবস্থা দেখে হেসে বলল ফ্র্যাঙ্ক। 'তুমি জানো ক'দিন পর আরও একজন লেডি আসছে আমাদের বাড়িতে, তাই না? কাজেই চেষ্টা করো মুখ খারাপ করার বদ অভ্যেসটা কত তাড়াতাড়ি পাল্টে ফেলা যায়, বুঝতে পেরেছ?'

'কি যে বলো না! এলোইসের সামনে কে মুখ খারাপ করতে যাচ্ছে?' একটু বিরতি। 'কবে আসছে ও?'

অন্যমনস্ক হয়ে উঠল ফ্র্যাঙ্ক। 'কি জানি! আমার তো ধারণা ছিল এতদিনে এসে পড়েছে, কিন্তু ...'

এবার এডি হেসে উঠল। 'তাই নাকি? তাহলে মনে হয় তুমি যে টাকা পাঠিয়েছ তাতে কুলোয়নি বলে পথে আটকে গেছে বেচারী। আরও টাকা পাঠাতে হবে তোমাকে।'

'গড্‌ড্যামিট! টাকা কম পাঠিয়েছি কে বলল?'

'এবার কে মুখ খারাপ করছে?' আবার হাসল সে, পরক্ষণে ভাই বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে ভেবে দ্রুত কেটে পড়ল।

ফ্র্যাঙ্কের একমাত্র চাচা স্পেনসার ডেভলিনের দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে এই এডি হচ্ছে দু'নম্বর তথ্য। মিজৌরিতে থাকত চাচা, জীবনে তাকে একবারই দেখেছে ফ্র্যাঙ্ক, অনেক ছোট বেলায়।

তাদের একমাত্র ছেলে নিউমোনিয়ায় মারা গেলে চাচী আধা-পাগল হয়ে আত্মহত্যা করে। এর দু'বছর পর চাচার দ্বিতীয় বিয়ে করার খবর পেয়েছে ফ্র্যাঙ্ক। নতুন চাচীর এক ছেলে জন্মেই মারা গেছে, সে খবরও পেয়েছে। তারপর নিউ মেক্সিকোয় চলে আসার জন্যে তাদের আর কোন খবর রাখা হয়ে ওঠেনি। সেই ঘটনার প্রায় উনিশ-বিশ বছর পর, এই সেদিন তার নামে মিজৌরি থেকে একটা চিঠি এসে হাজির।

জনৈকা আনা রোজালিন লিখেছে—এডির 'মেইড আন্ট'। চিঠির বক্তব্য ছিল এরকম: তার চাচা স্পেনসার কিছুদিন আগে পাহাড় ধসে সস্ত্রীক মারা গেছে। তাদের একমাত্র ছেলে এডি বর্তমানে তার জিম্মায় রয়েছে। মারা যাওয়ার আগে এডির বাবা তার অভিভাবকত্বের দায়িত্ব ফ্র্যাঙ্ক ডেভলিনকে দিয়ে গেছে, কাজেই সে যেন ছেলেটাকে নিজের কাছে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে।

চিঠি পেয়ে আত্মীয়-স্বজনহীন ফ্র্যাঙ্ক ডেভলিন খুশি মনে মিজৌরি যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলো। কিন্তু যার জন্যে যাওয়া, একদিন কথা নেই বার্তা নেই সে নিজেই হঠাৎ এসে হাজির। তাকে দেখে বিস্ময়ে

ফ্র্যাঙ্কের চোখ কপালে উঠেছিল। কারণ 'ছোট' বলতে সে মনে মনে ধরে নিয়েছিল ওর বয়স দশ-বারো হবে হয়তো। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল আঠারো-উনিশের কম না।

বড় ভাইয়ের সাথে প্রথম সাক্ষাতের সময়ে সাঙ্ঘাতিক ভীত-সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিল তাকে। হঠাৎ হাজির হওয়ার কারণ সম্পর্কে সে যা বলেছে তা এরকমঃ মেইড আন্ট মারা গেছে। তাকে কবর দিয়ে ফেরার সময় মিজৌরি স্ট্রীটে এক যুবকের সাথে শো-ডাউন হয় তার। যুবক এডির হাতে মারা যায়। তার বড় দু'ভাই ভয়ঙ্কর মানুষ। পারে না বা করে না, এমন কাজ নেই। তারা ছোট ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ অবশ্যই নেবে, তাই ভয়ে পালিয়ে এসেছে সে।

খবর শুনে হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাওয়ার অবস্থা হলো ফ্র্যাঙ্কের। এতই ভয় পেয়ে গেল যে ঘটনার সূত্রপাত কি নিয়ে, সেই কথাটাই এডিকে জিজ্ঞেস করতে মনে ছিল না। তখনই টম হেফটারের সাহায্যে ভাইকে পরিত্যক্ত এক খনিতে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে অ্যারিজোনার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে সে—ঘনিষ্ট বন্ধু ওয়েন চ্যানট্রির খোঁজে। তারপর ...।

র‍্যাঞ্চ স্থানান্তরের জন্যে ফ্র্যাঙ্ক ভীষণ ব্যস্ত ছিল। কেন, তা নিউ মেক্সিকো ছাড়ার মাত্র তিনদিন আগে জেনেছে ওয়েন। কিন্তু যার জন্যে এতকিছু, প্রথম দর্শনেই তাকে ওয়েনের পছন্দ হয়নি। তার 'ইতিহাস' সম্পর্কে ফ্র্যাঙ্ক যা বলেছে, তা-ও বিশ্বাস হয়নি। ওর ধারণা, এসবের মধ্যে আরও কিছু আছে। ছেলেটা একদিন বড় কোন বিপদ হয়ে দেখা দেবে, ওর মনে এই ভয় রয়েই গেল।

পরদিন ভোরে গরু নিয়ে যাত্রা করল ওরা। আজ ফ্র্যাঙ্ক পালের আগে স্কাউটিং করছে. রুথির ওপর নজর রাখার জন্যে ওয়েন রয়েছে মাঝামাঝি জায়গায়। টমের সঙ্গে ওয়াগনে আছে রুথি। বেলা সাড়ে দশটার দিকে দূর থেকে পাঁচজন রাইডারকে দেখতে পেয়ে চোখ কুঁচকে উঠল ওয়েনের। কারা? ঘন অ্যাসপেন বনের আড়াল থেকে বেরিয়ে ফ্র্যাঙ্ক ডেভলিনের মুখোমুখি হলো লোকগুলো। তাকে স্যাডলে

ঝুঁকে বসতে দেখল ও, রাইডারদের মধ্যে দীর্ঘদেহী, সুদর্শন এক লোকের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে দেখল হ্যান্ডশেক করার জন্য। তার মুখটা বড়, প্রায় গোল। চেহারা ভারি সুন্দর। কিন্তু ওয়েনের চোয়াল কঠিন হয়ে উঠল।

'চলে এসো!' ওর দিকে ফিরে হাত ইশারায় ডাকল ফ্র্যাঙ্ক। 'এ আমাদের প্রতিবেশী, জো রুড।'

ঘোড়া নিয়ে ধীরগতিতে, প্রায় হাঁটার মত করে এগোল ওয়েন। কাছে এসে আগন্তুকদের সবাইকে একে একে দেখে নিয়ে দীর্ঘদেহীর দিকে ফিরল। 'জো রুড আমাদের প্রতিবেশী?' ঠাণ্ডা গলায় বলল। 'কথাটা এই প্রথম জানলাম।'

'শুধু প্রতিবেশী না, আমরা দু'জন বেশ পুরনো বন্ধু। ঘনিষ্ঠ। কি বলো, ওয়েন চ্যানট্রি?' চওড়া হাসি ফুটল জো রুডের মুখে।

দুই

ওয়েন জবাব দিচ্ছে না. দেখে চিন্তায় পড়ে গেল ফ্র্যাঙ্ক, নার্ভাস কণ্ঠে বলল, 'সত্যি নাকি?'

'ওই আর কি!' জো-র সঙ্গীদের দিকে তাকাল। ব্যাটাদের চেহারা-সুরত আর দশজন ক্রু-র মতই, রোদে পোড়া তামাটে, কঠিন। অভিব্যক্তিহীন কড়া চাউনি। তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটখাট মানুষটাকে বিশেষ করে খেয়াল করল ও। গায়ের রং গাঢ় বাদামী। লম্বাটে মুখ, ছুঁচোর মত। ছোট ছোট হাত-পা তার। দৈর্ঘ্যে রুডের বুক সমান। বুটজোড়া এত ছোট, দেখলে হাসি পায়। মুখের ওপর রোদ পড়ায় চেহারা ত্যাড়া করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। ঠাণ্ডা, সাপের

মত পলকহীন চাউনি। চোখের বাইরের প্রান্তের চামড়ায় হাজারো ভাঁজ, গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করে।

'হ্যালো, কেমন আছ?' খুশি খুশি গলায় বলল জো রুড। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি স্মার্ট আর হ্যান্ডসাম সে। মাথাভর্তি বাদামী রঙের কোঁকড়া চুল, বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। গায়ে গাঢ় লাল রঙের ভেস্ট, সেটার দুই অংশ পেটের কাছে ভারী ওয়াচ-চেইন দিয়ে আটকানো। তার নিচে সাদা সুতীর শার্ট। পরনে ফনস্কিন প্যান্ট। হোলস্টার থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা আইভরি বাঁটের .৪৫। 'অনেকদিন পর দেখা হলো আবার, তাই না?' মিটিমিটি হাসছে।

চার বছর আগে মেক্সিকোর এক কোর্টে শেষ দেখা হয় দু'জনের। সেদিনও এভাবে হেসে হেসে ঘোড়া রাসলিঙের অভিযোগ মিটিমিটি হেসে অস্বীকার করেছিল লোকটা। সেদিন জুরিদেরকে সে বোঝাবার চেষ্টা করছিল তার মত 'একজন মর্যাদাবান মানুষকে' সাধারণ ঘোড়াচোর ভাবা কতখানি 'বিস্ময়কর'। অথচ ব্যাপারটা ছিল সত্যি। ওয়েনের এক বন্ধুর চারশো ঘোড়া তাড়িয়ে টেক্সাসের এক র‍্যাঞ্চে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল ।

'মনে মনে তোমাকেই খুঁজছিলাম,' মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'আমার ফোরম্যান দূর থেকে তোমাকে দেখতে পেয়ে আমাকে খবর দিয়েছে।' কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল। 'খবর পেয়েছি তোমরা ডায়াবলো রেঞ্জে স্থায়ী হতে আসছ, তাই ভাবলাম বিষয়টা খোলাসা করে বলা দরকার তোমাদেরকে।'

'কি ব্যাপার?' ওয়েন বলল।

'আমার হেফর্কের চার প্রতিবেশীকে নিয়ে আমরা একটা পূল গঠন করেছি। আমি পূলের পরিচালক।'

'পূল গঠনের কারণ?'

'ক্যারিংটনদের সাথে লড়াই করা।'

'মনে পড়েছে,' ফ্র্যাঙ্ক বলে উঠল, 'গত বছর র‍্যাঞ্চ কিনতে এসে বুড়ো চার্লির মুখে ক্যারিংটনদের কথা শুনেছি আমি।'

'তোমরা পূলে যোগ দিলে আমি খুব খুশি হব,' বলে একটু বিরতি দিল জো। 'ওয়েল, কি ঠিক করলে?'

তর্জনি দিয়ে থুতনি ডলল ফ্র্যাঙ্ক, আড়চোখে পার্টনারের দিকে তাকাল। 'কি ভাবছ?'

'লড়াই করতে হবে কেন? ওরা অন্যদের জন্যে হুমকি নাকি?' জিজ্ঞেস করল ওয়েন।

মাথা দোলাল সে। 'হুমকি মানে? ভীষণ! পুরুষ ক্যারিংটন অবশ্য একজনই আছে এখন, তা-ও আবার পঙ্গু। স্প্রেড চালায় এক মেয়ে ক্যারিংটন, অ্যালি। একরোখা, বজ্জাত মেয়ে। মহা স্বার্থপর।'

গরুর পালটা ওদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলেও ওয়াগন যেতে পারল না। একটা শুকনো ক্রীক বেড়ে হুইল আটকে গিয়ে কাত হয়ে গেল। টীমের লাগাম রুথির হাতে দিয়ে টম হেফটারকে সীট থেকে নেমে পড়তে দেখল ওয়েন, একাই সেটাকে টেনে তোলার চেষ্টা করতে লাগল সে। তাকে সাহায্য করার ছুতোয় সেখান থেকে সরে পড়তে চাইল ওয়েন। কিন্তু জো রুডও এল সাথে। ওয়াগন তুলতে সাহায্য করল ওদেরকে।

'সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ, রুড,' কাজ শেষে ব্যানডানায় মুখ মুছে বলল ফ্র্যাঙ্ক।

কিন্তু রুড শুনতে পেল না, সে তখন অন্য জগতে বিচরণ করছে—বিস্ময়ে চোখ গোল করে রুথির দিকে তাকিয়ে আছে। ওদিকে রুথি লোকটাকে নির্লজ্জের মত হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বিব্রত বোধ করছে।

'বেশ, বেশ,' খানিক পর মাথা ঝাঁকাল সে। 'তোমরা দেখছি নিজেদের ক্যাম্প উইম্যান সাথে করে নিয়ে এসেছ। ভালই করেছ। ক্রুদের সন্তুষ্ট রাখতে না পারলে ...'

'তুমি ভুল করছ,' ঠাণ্ডা গলায় বাধা দিল ওয়েন। 'ও ক্যাম্প উইম্যান না, বিধবা। ক'দিন আগে বেচারীর স্বামী মারা গেছে। আমরা ওকে ওয়েফিল্ডে পৌঁছে দেয়ার জন্যে সাথে করে নিয়ে যাচ্ছি।'

'তাই নাকি? দুঃখিত, ভুল হয়ে গেছে,' মুখে বললেও চেহারা দেখে এক ফোঁটাও দুঃখিত মনে হলো না তাকে, বরং ভীষণ কৌতূহলী মনে হলো। 'ওর পেইন্ট করা আর পাউডার বোলানো মুখ দেখে আমি ধরে নিয়েছিলাম ...'

এই সাধারণ ব্যাপারটা আরও আগে খেয়াল করেনি বলে নিজের ওপর খুব রাগ হলো ওয়েনের। এই জন্যেই ও কড়াভাবে নিষেধ করার পরও রুথির দিকে হাত বাড়াবার সাহস দেখিয়েছে এডি। ওকে সাজগোজের ব্যাপারে সতর্ক করতে হবে, ভাবল ওয়েন। এডির দিকে আরও কড়া নজর রাখতে হবে।

'সে যা হোক,' রুড বলল। 'ক্যারিংটনদের বিপক্ষে জোট বেঁধেছি আমরা। কথাটা আমাদেরকে সব সময় মনে রাখতে হবে,' ছুঁচোর মত লোকটার দিকে ফিরল সে। তার ফোরম্যান লোকটা–সিড স্যালোন। 'তুমি কি বলো, সিড, ঠিক কি না?'

'ঠিক, বস্,' ছোট ছোট পায়ে রুস্টারের মত তিড়িং বিড়িং করে দৌড়ে গিয়ে স্যাডলে উঠে বসল সে।

'এখন তোমরা ভেবে দেখো কি করবে। আমার ধারণা আমাদের একজোট থাকাই ভালো।'

ওরা চলে যেতে ফ্র্যাঙ্ক বলল, 'লোকটার সাথে কোন সমস্যা আছে নাকি তোমার?'

ওয়েন উত্তর দিল না। চিন্তিত।

'ব্যাপার কি, বলো আমাকে!'

'ঘোড়া রাসলিং করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল ব্যাটা,' চিন্তিত চেহারায় বলল ও। 'চার বছর আগে। আমি বিপক্ষের সাক্ষী ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও জুরিদেরকে ভয়-টয় দেখিয়ে নির্দোষী হিসেবে নিজেকে খালাসের ব্যবস্থা করে ফসকে বেরিয়ে যায়।'

মাংসল হাত দিয়ে চিবুক ডলল ফ্র্যাঙ্ক ডেভলিন। 'ব্যাটা নতুন কোন সমস্যা বাধাতে পারে মনে হয়?'

জবাব দিল না ওয়েন। ভাবছে।

***

ওয়েফিল্ড। ফোরম্যান সিড স্যালোনকে নিয়ে নাইটিঙ্গেল সেলুনে এসে ঢুকল জো রুড, নিচু কণ্ঠে জরুরি কোন প্রসঙ্গে কথা বলছে। ব্যস্ত ভঙ্গি। নাইটিঙ্গেল বেশ বড় সেলুন, সুসজ্জিত। এটা ছাড়া টাউনে আরও একটা সেলুন আছে–একই রাস্তা, কমার্স স্ট্রীটের আরেক মাথায়। সেটা ছোট, জৌলুসবিহীন। নাম ম্যাট'স।

দুপুর হয়ে এসেছে, তাই খদ্দের বলতে গেলে নেই নাইটিঙ্গেলে। লম্বা বারের এক মাথায় রুডের তিন রাইডার পান করছে শুধু। আরেক মাথায় সেলুন মালিক এড ক্যাভেনডিশ ভুঁড়ি ভাসিয়ে দিয়ে বসা, পুরানো খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছে। রুডকে দেখে তাড়াতাড়ি কাগজ রেখে উঠে এল সে। কিন্তু রুড কথায় ব্যস্ত।

'আমার মতে এর একমাত্র সমাধান হচ্ছে,' নিচু গলায় বলল সে, 'কিছু বুঝে ওঠার আগেই ব্যাটাকে খতম করে দেয়া।'

'ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও,' ছুঁচোমুখো স্যালোন বিড়বিড় করে বলল, গান বেল্ট দু'হাতে ধরে ওপরদিকে টেনে তুলল সে। 'আমিই সামাল দিতে পারব ওকে।'

'তা হয়তো পারবে। কিন্তু এসবের সাথে আমি হেফর্ককে জড়াতে চাই না, সিড। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হলো উপযুক্ত দেখে দু'জন ভাড়াটে খুনী নিয়োগ করা।'

'তেমন কে আছে?'

'বিশপ আর স্টিলওয়ে আছে।' ফোরম্যানের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল রুড। 'বেঞ্চ-কে হ্যান্ড।'

সন্দেহ ফুটল ছোটখাট মানুষটার চেহারায়। 'ওরা পারবে ওয়েনকে সামাল দিতে?'

'আগে তো দু'একবার এর চেয়ে কঠিন কাজও সামাল দিয়েছে। ভাল পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অবশ্য।'

শ্রাগ করল সিড স্যালোন, চুপ মেরে গেল। ক্যারিংটনদের ওই দুই হ্যান্ডকে তার একেবারেই পছন্দ নয়। ছলচাতুরী বা খুন-জখমের ক্ষেত্রে

তাদের চেয়ে কোন অংশে কম যায় না সে, কিন্তু নিজের মনিবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, এমন লোক তার দু' চোখের বিষ। অতীতে তাই করেছে লোক দু'টো–দু'বার।

'আসার সময়ে ব্যাটাদেরকে মার্কেন্টাইলে ঢুকতে দেখেছি আমি,' রুড বলল। 'এখনও বোধহয় ওখানেই আছে। তুমি গিয়ে ওদেরকে বলো আমি দেখা করতে চেয়েছি। পনেরো মিনিট পর যেন লিভারি বার্নের পিছনে আসে। আমি থাকব।'

লোকটা বেরিয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে দক্ষিণগামী স্টেজ টাউনে ঢুকল, ওটার পিছন পিছন ঢুকল ধুলোর মেঘ এবং একপাল খেঁকি কুকুর। রাস্তার ওপারের ওয়েফিল্ড হাউসের সামনে থামল স্টেজ। ডাস্ট ক্লোক পরা সোনালী চুলের এক অপরূপা নামল ওটা থেকে, ইতস্তত ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল সে। ড্রাইভার ছোট একটা ট্রাঙ্ক সাইড ওয়াকে নামিয়ে রেখে হাত নেড়ে বিদায় জানাল যুবতীকে, নিজের পথে চলে গেল স্টেজ নিয়ে।

'কে হতে পারে মেয়েটা?' চিন্তিত জো রুড এড ক্যাভেনডিশের দিকে ফিরে বলল। সে-ও চোখ কুঁচকে যুবতীকে লক্ষ করছে। মনে হলো কিছু ভাবছে।

'আমার মনে হয় ও ফ্র্যাঙ্ক ডেভলিনের জিনিস,' আনমনে বলল ক্যাভেনডিশ।

'জিনিস মানে? তার বউ?'

'না,' মাথা নেড়ে হাসল সেলুনম্যান। 'এখনও হয়নি, হতে যাচ্ছে। পিকচার ব্রাইড।'

বিড়বিড় করে কি যেন বলল রুড, হোটেলের দিকে এগোতে থাকা যুবতীর নিতম্বের দোল দেখতে লাগল হাঁ করে। লিভারি বার্নে যাওয়ার পথে আরেকবার তাকে দেখতে পাওয়ার লোভে হোটেলের লবিতে চোখ বোলাল সে, নেই সুন্দরী। জায়গামত পৌঁছে হাই বিশপ ও টেক্স স্টিলওয়েকে অস্থিরচিত্তে অপেক্ষা করতে দেখল সে। হাই বিশপের বয়স বড়জোর পঁচিশ, অথচ চুল নেই। সারা মাথা জুড়ে চকচকে টাক।

চোখ ছোট ছোট, কুতকুতে। লোকটা রুডের সাথে হ্যান্ডশেক করে বলল, 'তুমি আমাদের সাথে দেখা করতে চেয়েছ?' জো রুডের কাজ মানেই মোটা টাকা, অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানে সে। তাই চাউনি চকচক করছে।

'লোকটার নাম ওয়েন চ্যানট্রি,' নাম উচ্চারণের সময় ঘৃণা ঝরে পড়ল রুডের কণ্ঠ থেকে। 'ওকে মৃত দেখতে চাই আমি।'

ডান গালের একটা গভীর কাটা দাগের ওপর আঙুল বোলাল দ্বিতীয়জন, স্টিলওয়ে। 'সমস্যা নেই।'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব!' দৃষ্টি তার ওপর থেকে ঘুরে টেকোর ওপর নিবদ্ধ হলো রুডের। 'বুঝতে পেরেছ তোমরা? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খতম করতে হবে ওকে।'

লোক দুটো মাথা দোলাতে চিবিয়ে চিবিয়ে ওয়েনের বর্ণনা দিল সে। 'লোকটা ফ্র্যাঙ্ক ডেভলিনের র‍্যাঞ্চিং পার্টনার–এই মুহূর্তে ডায়াবলো রেঞ্জের বাইরে আছে, গরুর পাল নিয়ে বুড়ো চার্লি টলিভারের র‍্যাঞ্চের দিকে এগোচ্ছে।'

'ঠিক আছে, মিস্টার জো রুড,' হাই বিশপের কণ্ঠে দৃঢ়তা ফুটল। 'ধরে নাও তোমার কাজ হয়ে গেছে। প্রথম সুযোগেই ব্যাটাকে পেড়ে ফেলব আমরা।'

'দেখো,' সতর্ক করল সে। 'অসতর্ক থাকলে সে-ই তোমাদেরকে পেড়ে ফেলবে। ভীষণ কঠিন মানুষ।'

'বিনিময়ে আমরা কত করে পাচ্ছি?' হুঁশিয়ারিটাকে আমল না দিয়ে হাসল টেকো। আশ্চর্যের ব্যাপার যে পেশাদার খুনী হলেও শিশুসুলভ নিষ্পাপ একটা ভাব রয়েছে লোকটার চেহারায়-হাসিতে।

টাকার পরিমাণ আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল জো রুড, রীতিমত উদার অঙ্ক। এমনিতে ওয়েনের মত শত্রু, ভয়ডরহীন গোঁয়ার প্রতিবেশীকে সহ্য করার মানসিকতার অভাব আছে তার মধ্যে, তাছাড়া এর সাথে চার বছর আগের এক অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার বিষয়টাও জড়িত। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ যেটা, তা হলো, ওয়েনের সঙ্গে

আজকের আলোচনাতে জো রুডের বোঝা হয়ে গেছে ও বেঁচে থাকতে সার্কেল-এ কোনদিনও তার পুলে যোগ দেবে না। কিন্তু না দিলে রুডের চলবে কেন? অ্যালিকে বাধ্য করা না গেলে তার স্বপ্ন যে মাঠে মারা যাবে, তা সে হতে দেয় কি করে?

'একশো ডলার করে।'

খুশি হয়ে ঠোঁট টিপে হাসল দুই বেঞ্চ-কে রাইডার। দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করল। 'ও কে, মিস্টার রুড,' বিশপ বলল। 'আমরা রাজি।'

কাছের এক সিডার গাছে বসা কয়েকটা পাখি ডাকতে লাগল, ব্ল্যাকস্মিথ শপে ভারী হাতুড়ি দিয়ে লোহা পেটানোর ঘণ্টাধ্বনির মত শব্দ উঠল। লোক দু'টোকে বিদায় করে দিল জো রুড, চিন্তিত চেহারায় একটা সিগার ধরিয়ে টানল কিছুক্ষণ।

ফ্র্যাঙ্কের 'জিনিসটাকে' আরও ভাল করে দেখার ইচ্ছে পেয়ে বসতে রাতে র‍্যাঞ্চে ফেরার পরিকল্পনা বাতিল করে দিল সে। ফোরম্যানকে বলল, 'তুমি ফিরে যাও, সিড। আজ রাতে টাউনে থাকছি আমি। জরুরি কাজ আছে।'

ওয়েনের ক্রমাগত তাগিদে ক'দিন আগে দ্বিতীয়বারের মত ওয়েকিল্ড থেকে ঘুরে এসেছে ফ্র্যাঙ্ক, এলোইস হার্টনি এসেছে কিনা খবর নিতে গিয়েছিল। আসেনি। সেই থেকে ক'দিন মনমরা হয়ে থাকল সে।

তারপর একদিন নিজে থেকেই আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল। সাপারের সময় রুথিকে নিজের হবু বধূর গল্প বলতে বসল। ছবি দেখে ওকে পছন্দ করা, মনের কথা জানিয়ে চিঠি লেখা, বিয়েতে এলোইস রাজি হওয়ায় ওর পশ্চিমে আসার পথ খরচের জন্যে টাকা পাঠানো ইত্যাদি নিয়ে বলতে লাগল।

'আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, ওকে পছন্দ না করে পারবে না কেউ। আমার মা-ও সেইন্ট লুইর মেয়ে ছিল। ক্যাটালগে এলোইসের যে ছবি দেখেছি, তাতে ওর যে চাউনি, সেটাও অবিকল আমার মার মত। তাই তো ওকে বিয়ে করব ঠিক করেছি।'

কিন্তু এডি ভাইয়ের সাথে একমত হতে পারল না। 'তাই বলে সম্পূর্ণ অচেনা-অজানা কাউকে এভাবে বিয়ে করতে যাওয়া আমার ভাল আইডিয়া বলে মনে হয় না,' খেতে খেতে বলল সে। ওয়েনের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। 'তুমি কি বলো?'

'নিজের আইডিয়া নিজের কাছে রাখো!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে দ্রুত জবাব দিল ও।

ফ্র্যাঙ্ক ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে মুখে প্রশ্রয়ের হাসি ফোটাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলল, 'খেয়ে নাও।'

'এলোইসকে খুব বেশি বিশ্বাস করে ফেলেছ তুমি। আমার ...

'খাওয়া শেষ করো, এডি,' আগের মতো নরম কণ্ঠে বলল সে।

'অচেনা জায়গায় র‍্যাঞ্চ করতে এসেছি আমরা, আর তুমি তার মধ্যে এলোইস নামের একটা কাঁটা গলায় আটকে নিয়ে এসেছ। যদি কিছু ...' আপনমনে গজগজ করতে থাকল যুবক।

কাঁধের পেশী আড়ষ্ট হয়ে উঠল ওয়েনের, ভয় হচ্ছিল এখনই বুঝি বিস্ফোরিত হবে পার্টনার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হলো না, বরং শব্দ করে হেসে মাথার নিচে হাত রেখে শুয়ে পড়ল। 'এলোইস এলে হয়তো তোমার ধারণা পাল্টাবে।'

আটকে রাখা দম ছাড়ল ওয়েন। প্রথম প্রথম ভাইকে খুশি করার জন্যে ছেলেটাকে মুখিয়ে থাকতে দেখত ও, কিন্তু মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দৃশ্যটা বদলে গেল। বিশেষ করে নিউ মেক্সিকোর ট্রেইলে ওঠার পর। ক্রমে অবাধ্য, বেপরোয়া হয়ে উঠতে লাগল ছেলেটা।

ওর কাজ-কারবার দেখে ফ্র্যাঙ্ক একদিন বিরক্ত হয়ে বলেই বসল, ছেলেটা নষ্ট হয়ে গেছে। ওয়েন অবশ্য আগেই বুঝেছে ব্যাপারটা। এলোইস মেয়েটা যে অসাধারণ সুন্দরী, তা তার ছবি দেখেই বুঝেছে। মেয়েটার বয়স এডির প্রায় সমান।

সব দেখেশুনে ওর মনে হয়েছে, ফ্র্যাঙ্কের উচিত হবে মেয়েটা পৌঁছলে এডির ওপর কড়া নজর রাখা। নইলে বলা যায় না; এডির যে স্বভাব, তাতে বড় ধরনের কোন গণ্ডগোল বেধে যেতেও পারে। ও

কয়েকবারই ভেবেছে ব্যাপারটা ইঙ্গিতে বন্ধুকে বোঝাবার চেষ্টা করবে, কিন্তু করেনি। অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে চেপে গেছে।

পরদিন সকালে সিড স্যালোনকে নিয়ে আবার ওদের ক্যাম্পে এসে হাজির হলো জো রুড। কি এক উত্তেজনায় চোখ জ্বলছে লোকটার। ওয়েনের ওপর চোখ পড়তে ঠোঁট টিপে মতলবী হাসি হাসল সে। 'তুমি এখনও আছ দেখছি!'

'কেন, তুমি অন্য কিছু আশা করছিলে নাকি?'

'না, মানে, তোমার তো এক জায়গায় বেশিদিন মন টেকে না, তাই বললাম আর কি!' শব্দ করে হাসল সে। কি ভেবে ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'ভাল কথা, আমি কিন্তু একটা খারাপ খবর নিয়ে এসেছি।'

গম্ভীর হয়ে উঠল ওয়েন, ফ্র্যাঙ্কের সাথে চকিতে চোখাচোখি হলো। 'খারাপ খবর?' প্রশ্ন করল পরেরজন। 'কি?'

'চার্লি টলিভার মারা গেছে।'

'চার্লি টলিভার ...' ফ্র্যাঙ্কের চোয়াল ঝুলে পড়ল। 'মারা গেছে! কিভাবে?'

'ব্যাটা শয়তান! ভাবতে পারো একজোড়া চোরাই বাছুর আর অন্যের পোড়ানো ব্র্যান্ডিং আয়রনসহ হাতেনাতে ধরা পড়েছে লোকটা?' থেমে শ্রাগ করল সে। এমন দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাল, ভাবখানা, বাকিটা বুঝে নাও।

'চার্লি টলিভার ... রাসলার! কি বলছ তুমি!'

'যা সত্যি! রেঞ্জ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় ধরা পড়েছে লোকটা। পূলের এক সদস্যের বেশকিছু টাকাও চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল,' একঘেয়ে কণ্ঠে বলে গেল রুড।

'তার মানে ওকে তোমরা খুন করেছ,' ওয়েন বলল। সাদাসিধে, নিরীহ চার্লি টলিভারের চেহারা ভাসছে চোখের সামনে। তাকে ভালভাবে চেনে ও। ওই লোক এমন ছোট কাজ করবে, চিন্তাই করা যায় না। এরমধ্যে নিশ্চয়ই আর কিছু আছে।

শ্রাগ করল জো রুড। 'তোমরা পূলে যোগ দেয়ার ব্যাপারে কি ঠিক করলে?'

'কিছুই না,' তৎক্ষণাৎ জবাব দিল ওয়েন।

হাসির ভঙ্গিতে মুখের একপাশ বেঁকে গেল লোকটার, চাউনি মুহূর্তের জন্যে কঠোর হয়েই আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল। 'ওয়েল, চলাফেরার সময় পিছনে একটা চোখ রাখতে ভুলো না!'

'কথাটার অর্থ?' কড়া গলায় ব্যাখ্যা দাবি করল ওয়েন, কিন্তু জো রুড না শোনার ভান করল। ফোরম্যানকে নিয়ে ফিরতি পথ ধরল সে এবং অল্প সময়ের মধ্যে বনের মধ্যে হারিয়ে গেল।

'চার্লি রাসলার!' ফ্র্যাঙ্ক বলল, 'বিশ্বাস হয় না আমার।'

তিন

জিঙ্ক টাবের গরম পানিতে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে আছে এলোইস হার্টনি, অন্যমনস্ক। ফ্র্যাঙ্ক ডেভলিনের কথা ভাবছে। ওর কাছে একটা ছবি আছে তার-নিজের ঘোড়ার পাশে রাইফেল কাঁধে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ডদেহী মানুষটা।

ছবি দেখে মানুষের আকার-আকৃতি আর চেহারা সম্পর্কে জানা যায়, ভাবছে এলোইস। স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে জানা যায় না। কেমন মানুষ সে? হোটেল মালিক মি. ব্যাক্সটার জানিয়েছে, ও পৌঁছেছে কিনা খবর নিতে গত কয়েকদিনের মধ্যে দু'বার ওয়েফিল্ড হাউস ঘুরে গেছে ফ্র্যাঙ্ক। তার মানে কি ওর জন্যে অস্থির চিত্তে অপেক্ষা করছে সে? দুই গালে রঙের আভাস ফুটল এলোইসের।

গোসল সেরে বারান্দায় এসে বসল। অ্যারিজোনার নির্মল বাতাসে চুল শুকিয়ে নেয়ার ফাঁকে ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে নিজের ভাগ্য যুক্ত হওয়ার কথা

ভাবল। অনেকটা 'দেখি কি হয়' গোছের কৌতূহলবশে তিন ডলার খরচ করে 'পিকচার ব্রাইড' ক্যাটালগে নিজের ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিল ও, জবাব আসবে ভুলেও ভাবেনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনটা এল। তাদের মধ্যে প্রথম দেখাতেই ফ্র্যাঙ্ককে পছন্দ হয় ওর।

পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি দীর্ঘ সে। ব্লন্ড। বয়স উনিশ-কুড়ি। যেমন চেহারা তেমনি দেহের গঠন। এক কথায় অসাধারণ। পুরুষের ঘুম হারাম করে দিতে পারে, সে যে বয়সেরই হোক। কেউ পাশে এসে দাঁড়াতে ঘুরে তাকাল এলোইস। এক যুবতী।

'তুমি এলোইস হার্টনি,' হাসল সে। 'আমার নতুন প্রতিবেশী ফ্র্যাঙ্ক ডেভলিনের পিকচার ব্রাইড! খুব মিষ্টি মেয়ে তুমি। ভারি সুন্দর। আমি অ্যালি ক্যারিংটন।'

যথেষ্ট আকর্ষণীয় চেহারা মেয়েটার। প্রাণবন্ত, মুক্তো ঝরানো হাসি। প্রথম দেখাতেই ওকে তার ভাল লেগে গেল। বেশ লম্বা সে, বয়স বাইশ-তেইশ। মাথাভর্তি হলদেটে-সোনালী রঙের ঘন চুল। চোখের রং সবুজ। চেহারায় কিছুটা পুরুষালী ভাব আছে, কিন্তু নারীসুলভ কমনীয়তারও অভাব নেই। চিন স্ট্র্যাপে বাঁধা হ্যাট মাথার পিছনে ঝুলছে। পরনে পুরুষদের শার্ট ও স্ট্রেইট লেগড্ লিভাই। পায়ে স্পারওয়ালা বুট, হাঁটার সময় ঝুন্‌ঝুন্ শব্দ করে।

হ্যান্ডশেক করতে গিয়ে অ্যালির মুঠির চাপের দৃঢ়তা অনুভব করে বিস্মিত হলো ও। অ্যালিও লজ্জা পেল ব্যাপার টের পেয়ে। হেসে ফেলল, 'দুঃখিত। আমি আসলে পুরুষদের সাথে মেলামেশায় অভ্যস্ত কি না, অনেক সময় মনেই থাকে না আমি মেয়েমানুষ। আমার সাথে সাপার করতে আপত্তি নেই তো তোমার?'

'না, না!' দ্রুত বলল এলোইস। মেয়েটার ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়েছে। 'আপত্তি কিসের? কোন আপত্তি নেই।'

'তুমি তাহলে একটু বোসো। আমি এখনই কাপড় পাল্টে আসছি।'

স্পারের ঝুনঝুন শব্দ তুলে তাকে ভেতরে চলে যেতে দেখল এলোইস। আধ ঘণ্টা পর হোটেলের ডাইনিং রুমে অন্য এক অ্যালিকে

দেখে ভারি অবাক হলো সে। ওয়েফিল্ড হাউসের একটা রুম সারা বছরের জন্যে রিজার্ভ থাকে ক্যারিংটনদের নামে, সেখান থেকে ড্রেস পাল্টে ফ্যাকাসে হলুদ রঙের গাউন পরে এসেছে ও। চুল বেঁধেছে পনিটেইল করে। কানে দিয়েছে রূপার বড় ইয়ার রিং, ল্যাম্পের আলোয় চিকচিক করছে সেগুলো।

'আরে!' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল এলোইস। 'তুমিও তো খুব সুন্দর!'

'ধন্যবাদ।' মেয়েটার মুখোমুখি বসল অ্যালি। কিছুক্ষণের মধ্যে পরস্পরের জীবন-পরিবার, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি নিয়ে গল্পে মজে গেল ওরা। 'তোমার তবু চাচা বলে একজন আছে,' ঘন স্যুপের মধ্যে চামচ নাড়তে নাড়তে এলোইস বলল। 'আমার তো কেউ নেই।'

'আজ নেই তো কি হয়েছে! দু'দিন পরই তো স্বামী হবে তোমার,' অ্যালি স্বান্ত্বনার সুরে বলল।

খাওয়ার মাঝামাঝি পর্যায়ে জো রুড এসে ওদের টেবিলের কাছে দাঁড়াল। সে-ও এখানে একটা রুম সারা বছরের জন্যে রিজার্ভ রাখে, সেখান থেকে নিজেকে ঘষামাজা করে এসেছে লোকটা। সম্পর্ক ভাল না হলেও তাকে এলোইসের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল অ্যালি। জো রুড মিষ্টি হাসির সাথে এলোইসকে বাউ করে দাঁড়িয়ে থাকল। আশা করেছিল ভদ্রতা করে তাকে সাপারে অংশ নিতে বলবে অ্যালি, কিন্তু তার ধার দিয়েও গেল না সে। মনে হলো তার উপস্থিতির কথা ভুলেই গেছে। কিছুক্ষণ বেকুবের মত দাঁড়িয়ে থেকে সরে এল জো, আরেক টেবিলে পুলের দুই সদস্য খাচ্ছে দেখে এগিয়ে গেল। বাদামী চোখ অপমানে জ্বলছে।

'তুমি ওকে পছন্দ করো না!' এলোইস বলল।

'আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল ও, কিন্তু ...'

'তুমি প্রত্যাখ্যান করেছ!'

'হ্যাঁ,' চোখ তুলে হাসল অ্যালি। 'আঁতে ঘা লেগেছে সাহেবের।'

এলোইস ঠোঁট টিপে হাসল। 'আমারও লাগত যদি এইরকম এক সুন্দরী আমার বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিত।'

স্যুপের চামচ রেখে দিল অ্যালি, দু'হাতের ওপর আলতো করে থুতনি রেখে সুগঠিত, ঝকঝকে দাঁত বের হাসল। ' "সুন্দরী"-র জন্যে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, এলোইস। তবে আসল কথা কি জানো?' মাথা ঝাঁকাল। 'আমাকে বিয়ে করতে নয়, আমাদের র‍্যাঞ্চটাকে নিজের র‍্যাঞ্চের সাথে জোড়া দিতে বেশি আগ্রহী ছিল লোকটা।' এদিকে পিছন ফিরে বসা রুডের চওড়া পিঠের দিকে এক পলক তাকাল। 'সেই থেকে আমার সাথে শত্রুতা। তাতেও কুলিয়ে উঠতে না পেরে শেষ পর্যন্ত পূল গঠন করেছে।'

'কিসের পূল?' ভুরু কোঁচকাল সে।

বিষয়টা বুঝিয়ে বলল অ্যালি। 'রুড কেন পূল করেছে আমি জানি। লোকটা আমাকে চারদিক থেকে অবরুদ্ধ করে ফেলতে চায় যাতে আমি ওর ইচ্ছেমতো নাচতে বাধ্য হই। তোমার স্বামীর র‍্যাঞ্চ পূলে যোগ দিলে তাই ঘটবে হয়তো, এলোইস। আমার চলাচলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে।' তার চোখে চোখে তাকাল। 'আশা করি আমার সমস্যাটা তুমি তোমার স্বামীকে বোঝাবে।'

বিব্রত চেহারা হলো যুবতীর। 'আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব, যদিও ওর সাথে আমার এখন পর্যন্ত পরিচয়ই হয়নি।' অ্যালির চেহারায় বিস্ময় ফুটতে দেখে শ্রাগ করে তাদের পরিচয়-বিয়ের আয়োজন ইত্যাদি সম্পর্কে খুলে বলল সে। 'ওর সাথে সাক্ষাতের সময় যত ঘনিয়ে আসছে, তত নার্ভাস হয়ে পড়ছি আমি।'

'ননসেন্স!' বাঁ হাতে মুখের সামনে বাতাসে বাড়ি মারল অ্যালি। 'সময়মত ঠিকই উতরে যাবে তুমি।'

কফি খাওয়ার ফাঁকে আরও কিছু সময় গল্প করল দু'জনে, তারপর ক্লান্তির জন্যে ক্ষমা চেয়ে উঠে পড়ল এলোইস। অ্যালি নিজের জন্যে আরেক কাপ কফির অর্ডার দিল। তাকে আরও কিছুক্ষণ বসতে হবে চাচা মাইক ক্যারিংটনের জন্যে। দশ মিনিট পর ওয়াকে জোড়া লাঠির ঠুক্ ঠুক্ শব্দ উঠল—নাইটিঙ্গেল থেকে গলা পর্যন্ত গিলে এসেছে তার পঙ্গু চাচা, দুই লাঠিতে ভর করে হেঁটে আসছে। সঙ্গে আছে তাদের দুই

হ্যান্ড, বিশপ ও স্টিলওয়ে। তাদের সাহায্যে প্রায় মাতাল চাচাকে বাকবোর্ডে তুলল অ্যালি। চাঁদ উঠেছে সন্ধের পরপরই, স্নিগ্ধ আলোয় ভরে আছে চারদিক।

সে আলোয় বেঞ্চ-কের পথে বাকবোর্ড ছোটাল ও। ঝাঁকিতে ব্যথা লাগায় কঁকাতে শুরু করল বৃদ্ধ, একই সাথে অ্যালি বিয়ে না করায় পরিবারে আর কোন নতুন মুখ আসছে না বলে কিছুক্ষণ ভ্যাজর ভ্যাজর করে বলল, 'মিস্টার জো রুড আবার প্রস্তাব নিয়ে এলে এক মুহূর্তও দেরি করবে না তুমি। বুঝতে পেরেছ, অ্যালি? সাথে সাথে ওকে বিয়ে করে ফেলবে।'

হাসি চাপল অ্যালি। 'ও আর আসবে না, আঙ্কেল মাইক।'

'তাহলে আর উপায় কি, আমাকেই যেতে হবে ওর হাতে-পায়ে ধরতে!' একটু পর তার চিন্তিত গলায় বলল, 'আমাদের কালে এরকম হতে দেখিনি কখনও। কোন মেয়ে বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলে সেটাকে অমর্যাদাকর ভাবা হতো সে কালে। মেয়েটা "হ্যাঁ" না বলা পর্যন্ত তার পিছু ছাড়ত না প্রস্তাবকারী, যে ভাবে হোক তাকে রাজি করিয়ে ছাড়ত। কিন্তু জো রুডের মধ্যে তেমন জেদ দেখিনি! আজকালকার যুগ কেমন যেন ...'

'তুমি ভাল করেই জানো লোকটা আমাদের ভাল চায় না, তাহলে ওর মত একজনকে বিয়ে করতে বলছ কেন?'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা ঝাঁকাল বৃদ্ধ। 'তাই নাকি! ভালো না? দাঁড়াও, কালই লোকজন নিয়ে গিয়ে ওর ব্যবস্থা করে আসব আমি। ব্যাটাকে যদি টেরিটোরি থেকে নিশ্চিহ্ন করে না দিয়েছি, তাহলে আমার নামই মাইক ক্যারিংটন না।'

কথাটা শেষ হয়েছে কি হয়নি, পিছন থেকে চাচার নাক ডাকার জোরাল শব্দে হাসি পেল অ্যালির। এত লাফঝাঁপের মধ্যে মানুষটা ঘুমাচ্ছে কি করে ভেবে পেল না। ঘুরে তাকিয়ে বাকবোর্ডের পিছন পিছন ওদের দুই এসকর্টকে আসতে দেখল ও, রাস্তার সাথে তাদের ঘোড়ার নাল পরা পায়ের সংঘর্ষের একটানা আওয়াজ উঠছে। থেকে

থেকে গলা ছেড়ে হাসছে ব্যাটারা। ওদের সাথে কথা বলতে হবে, নিজেকে মনে করিয়ে দিল অ্যালি। গত কয়েকদিন থেকে ওদের ভাবসাব সুবিধের মনে হচ্ছে না।

চাচা বাড়িতে না ঢোকা পর্যন্ত চুপ করে থাকল ও, তারপর ওদের দিকে তাকাল। লোক দু'টোকে সহ্য করতে পারে না, কিন্তু আগের মত বেশি পয়সা দিয়ে ভাল রাইডার পোষার দিন তাদের নেই বলে কিছু বলতেও পারে না। 'এরপর তোমরা যখন টাউনে যাবে, ম্যাট'স-এ ড্রিঙ্ক করবে,' বলল অ্যালি। 'নাইটিঙ্গেলে যাবে না।'

'কেন, কেন?' একটু যেন চমকে উঠল টেকো যুবক। র‍্যাঞ্চহাউসের সামনের দরজা দিয়ে আসা ল্যাম্পের আলো সরাসরি অ্যালির সুন্দর দু'টি চোখের ওপর পড়েছে, সেদিকে তাকিয়ে আছে অবাক হয়ে।

'কারণ জো রুডও নাইটিঙ্গেলে যায়,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল ও। 'এবং ইদানীং দেখা যাচ্ছে আমাদের এদিকে কি হয় না হয়, লোকটা কিভাবে যেন সব খবরই পেয়ে যায়।' স্টিলওয়ের দিকে ফিরল, 'কথাটা অন্য সবাইকেও জানিয়ে দিয়ো।'

লোক দু'টোকে হতভম্ব করে রেখে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল অ্যালি। রুমের দরজা বন্ধ করে কাপড় ছাড়ল, ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে। ঘুমাবার চেষ্টা করল, কিন্তু হলো না। আসছে না ঘুম। বৃদ্ধ চার্লি টলিভারের চেহারাটা বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। গত কিছুদিন লোকটার খবর ছিল না।

হঠাৎ জানা গেল জো রুড তার লাশ উদ্ধার করেছে–পিঠে গুলিবিদ্ধ অবস্থায়, একজোড়া চোরাই বাছুর ও আগুনে পোড়ানো ব্র্যান্ডিং আয়রনসহ। বাছুরগুলো নাকি রুডের পুলের এক সদস্যের। কিন্তু চার্লি টলিভার রাসলার, এই কথাটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না অ্যালি। ওর বাবার চেয়েও বয়স্ক ছিল মানুষটা, অ্যালি খুব ভাল করে চিনত। কখনও কোন খারাপ কথা শোনেনি তার ব্যাপারে।

আজ হঠাৎ সে চোর হয়ে গেল কি করে? এরমধ্যে নিশ্চয়ই অন্য কোন ব্যাপার আছে। কিন্তু কি? রুডেরই কোন নোংরা চাল নয় তো এটা? এলোইসের কথা মনে হলো। ফ্র্যাঙ্ক ডেভলিন মানুষটা কেমন কে জানে! গত বছর চার্লির র‍্যাঞ্চ কিনতে আসার সময় অ্যালি দূর থেকে দেখেছে তাকে। সে সময়ে অবশ্য একা ছিল লোকটা। এখন শোনা যাচ্ছে তার একজন পার্টনারও আছে ওয়েন চ্যানট্রি নামে। এই লোকের সাথে তাড়াতাড়ি একটা বোঝাপড়া করে নিতে হবে ওকে, ঘুমিয়ে পড়ার আগে সিদ্ধান্ত নিল অ্যালি। ফ্র্যাঙ্ককে সামাল দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, এখন এই লোককে তার সমস্যাটা বোঝাতে হবে।

পরদিন সকালে বস্ সার্কেল-এর পার্টনার ওয়েন চ্যানট্রির সাথে দেখা করতে তাদের গরুর পালের দিকে যাচ্ছে শুনে বিশপ ও স্টিলওয়ে আড়চোখে পরস্পরের দিকে তাকাল।

বিশপ বলল, 'রেডি হয়ে নাও। বসকে সাক্ষী রেখে ব্যাটাকে খতম করার এত ভাল সুযোগ আর আসবে না।'

একটু পর বেরিয়ে পড়ল অ্যালি।

চার

'আমি র‍্যাঞ্চ হাউসের অবস্থা দেখতে যাচ্ছি,' ফ্র্যাঙ্ক বলল। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করলেও ওয়েনের বুঝতে অসুবিধা হলো না মনে মনে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন সে। 'চার্লি বলেছিল র‍্যাঞ্চহাউসটা মেরামত করে দেবে। কিন্তু এখন যা শুনছি, তাতে মনে হয় কাজটা করতে পারেনি,' একটু বিরতি। 'টাউনেও যাওয়া দরকার এলোইসের খবর নিতে। কি বলো?'

পুবের আকাশে ভোরের আলো ফুটি ফুটি করতে শুরু করেছে। ক্যাম্পফায়ারের পাশে বসে কফি পান করছে ওরা। ফ্র্যাঙ্ক থামতে ওয়েন মাথা ঝাঁকাল। 'নিশ্চই! এতে কার কি বলার আছে? ওর খোঁজ তো নিতেই হবে! তোমার জায়গায় আমি হলেও এই কাজই করতাম।'

মুখের এক পাশ ডলল ফ্র্যাঙ্ক। 'কিন্তু তুমি আসলে এমন বোকার মত কাজ কখনও করতে না, তাই না?'

'আস্থা রাখো, সব ঠিক হয়ে যাবে,' বলে উঠে পড়ল ওয়েন। কফির তলানী আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে কাপটা ওয়াগন টেইলগেটের প্যানের মধ্যে রাখল। বাকি সবাই ঘোড়ায় স্যাডল চাপাতে ব্যস্ত।

'আস্থা!' এডি বলে উঠল। 'আরে আস্থার স্যাকটাই তো হারিয়ে ফেলেছে ও,' শব্দ করে হেসে উঠেও চট্ করে থেমে গেল দু'জনকে একযোগে ঘুরে তাকাতে দেখে।

'গুড লাক!' পার্টনারের সাথে হ্যান্ডশেক করে বলল ওয়েন। ও আন্তরিকভাবেই চাইছে এলোইস যেন আসে। 'আশা করি আমরাও আজ দিন থাকতে থাকতে র‍্যাঞ্চে পৌঁছে যেতে পারব।'

ফ্র্যাঙ্ক যাওয়ার কয়েক মিনিট পর ঘোড়ায় স্যাডল পরাতে যাচ্ছিল ওয়েন, কিন্তু কয়েক পা যেতেই ক্যাম্পের পিছনের ঘন গাছপালার আড়াল থেকে নারীকণ্ঠের একটা অর্ধসমাপ্ত চিৎকার শুনে চট্ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। গান ড্র করে আওয়াজটা কোনদিক থেকে এসেছে বুঝে নিল ও, পরক্ষণে স্যাডল ফেলে সেদিকে ছুটল।

গাছের দেয়াল পেরিয়ে আসতেই কয়েক হাত সামনে রুথিকে দেখতে পেল ও, একদলা ভেজা কাপড়চোপড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে–কাপড় ধুতে নির্জনে এসেছিল বোধহয়। ওর ব্লাউজের ওপরের দিকের কয়েকটা বোতাম নেই, ছেঁড়া। দু'হাত বুকের কাছে, থরথর করে কাঁপছে।

'কি হয়েছে?'

ওর চেহারা আর হাতে গান দেখে ঘাবড়ে গেল যুবতী। কোনমতে ঢোক গিলে বলল, 'কি যেন একটা! জ্যাক ... জ্যাকর‍্যাবিট বোধহয়! উহ্, ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ... '

চোখের কোণ দিয়ে মোটা গুঁড়ির একটা ওকের আড়ালে কিছু নড়ছে টের পেয়ে ঝট্ করে ঘুরে তাকাল ওয়েন। সাথে সাথে মাথায় রক্ত চড়ে গেল। 'এডি!' কড়া গলায় ডাকল সে, 'সামনে এসে দাঁড়াও!'

যেন কিছুই হয়নি, এমন সহজ ভঙ্গিতে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল ছেলেটা। দুই হাত পকেটে। 'আমাকে কিছু বলছ?'

গান হোলস্টারে রাখল ও। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'রুথির কাছ থেকে আমি তোমাকে দূরে সরে থাকতে বলেছিলাম।'

গাঢ় নীল রঙের কুঁতকুঁতে চোখ গরম করে তাকাল যুবক। 'হেল্! ওকে আধা-ন্যাংটা অবস্থায় দেখে একটা চুমু খাওয়ার সখ হলো বলে এসেছিলাম। তাতে নিশ্চই কোন অন্যায় হয়নি!'

'তুমি কানে ঠিকমত শুনতে পাও না, এডি?' চেহারা কঠিন হয়ে উঠল ওর। 'আমি তোমাকে নিষেধ ...'

'ওর মত একটা সস্তা মেয়ের জন্যে তোমার এত দরদ কিসের, আমি বুঝি না ...' মুখের কথা শেষ করতে পারল না এডি, তার আগেই চোয়ালে ওয়েনের বাঁ হাতের প্রচণ্ড এক ঘুসি খেয়ে উড়ে গেল চলে কয়েক হাত।

'সস্তা না দামী, সে বিচারের ভারও তোমাকে দেয়া হয়নি,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল ওয়েন।

আঘাত সামলে নিতে কয়েক মুহূর্ত লাগল, পরক্ষণে রাগে উন্মাদ হয়ে হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠেই ড্র করার জন্যে হাত বাড়াল এডি। কিন্তু আগেই তার হোলস্টার খালি করে ফেলল ওয়েন, গানটা দূরের এক ঝোপের মধ্যে ফেলে দিল। তবু দমল না যুবক, বুনো ষাঁড়ের মত তেড়ে এল শূন্যে ঘুসি ছুঁড়তে ছুঁড়তে।

এমন সময়ে চার ক্রুসহ টম হেফটার এসে পড়ল ওদের মাঝখানে, সবাই মিলে ধরে ফেলল এডিকে। টম চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'থামো, এডি! অন্যায় তোমার, তুমি মেয়েটার প্রাইভেসি নষ্ট করেছ! ওকে উত্যাক্ত করেছ তুমি! থামো!'

নিজেকে ছাড়াবার জন্যে আরও কিছু সময় কোস্তাকুস্তির পর শান্ত হলো ও। লড়াই করার উন্মাদনা ধীরে ধীরে বিদায় নিল চেহারা থেকে। এক পাশে দাঁড়িয়ে ভোঁশ ভোঁশ করে দম নিচ্ছে।

রুথির দিকে ফিরল ওয়েন। 'তুমি ঠিক আছ?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রুথি। 'দুঃখিত ...
ওর বাহু চাপড়ে দিয়ে এডির দিকে তাকাল ওয়েন, দেখল ঝোপের মধ্যে পিস্তল খুঁজছে। ও নিজেই সেটা খুঁজে বের করে আনলোড করল। ওর হাতে দেয়ার আগে সতর্ক করে দিল, 'এটা নিয়ে আর কোন বোকামী করতে যেয়ো না যেন।'
ওর ইস্পাত-ঠাণ্ডা চাউনির সামনে ঢোক গিলতে বাধ্য হলো এডি।

উত্তর-পুব থেকে ধুলোর একটা ক্ষীণ রেখা দেখল ওয়েন–তিনজন রাইডার, কোনাকুনি ছুটে আসছে। ঘোড়া থামিয়ে স্যাডল স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিল ও। রেখাটার দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকল। কিছুক্ষণ পর স্পষ্ট হলো কাঠামোগুলো।

সামনেরজন মেয়ে বুঝতে পেরে অবাক না হয়ে পারল না ও–বেশ আকর্ষণীয় চেহারা মেয়েটার। ক্রীম রঙের শার্ট আর লিভাই পরে আছে, চিন-স্ট্র্যাপে বাঁধা ফ্ল্যাট-ক্রাউনড্ সোমব্রেরো ঘাড়ের পিছনে ঝুলছে। তার সঙ্গী দু'জনের চেহারা-সুরত কঠোর প্রকৃতির। 'হ্যালো!' ওয়েনের আট-দশ গজ দূরে থেমে পড়ল যুবতী। 'আমি অ্যালি ক্যারিংটন।'

রাইফেল জায়গামত রেখে দিকে ধীর গতিতে এগোল ও। এক হাতে স্যাডলহর্নে ভর রেখে বসে আছে মেয়েটা, তার সবুজ চোখের অনুসন্ধানী দৃষ্টি ওয়েনের মুখের ওপর নেচে বেড়াচ্ছে। ওদিকে ধুলোয় চারদিক আঁধার করে সামনে এগিয়ে গেল সার্কেল-এর গরুর পাল।

'তুমি সম্ভবত ওয়েন চ্যানট্রি?'

মৃদু নড করল ও। 'হ্যাঁ।'

মেয়েটির সুন্দর চেহারায় বিশেষ কোন বার্তা লেখা আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করল ও–নেই। স্যাডলে নড়ে বসল অ্যালি, ক্রীম রঙের শার্টের নিচে উঁচু বুকটা আরও উঁচু হলো। 'তোমার এবং ফ্র্যাঙ্ক ডেভলিনের সাথে কিছু কথা বলতে এসেছি আমি।'

পার্টনার কোথায় গেছে সংক্ষেপে জানাল ওয়েন। কথার ফাঁকে খেয়াল করল, মেয়েটার দুই সঙ্গী ঘনঘন পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে। গালে কাটা দাগওয়ালা লোকটার চেহারা ফ্যাকাসে লাগছে, অন্যজনের উদ্দেশে একটু হাসল না সে মুখ টিপে? সতর্ক হয়ে উঠল ও।

'দু'জনের সাথেই কথা বলতে চেয়েছিলাম।'

'আমাকে বলতে পারো,' ওয়েন বলল। 'পার্টনার ফিরলে ওকে জানিয়ে দেব আমি।'

লাগাম স্যাডল হর্নে পেঁচিয়ে রেখে দু'হাত বুকে বেঁধে বসল যুবতী। 'বিষয়টা জো রুড এবং তার তথাকথিত পূল নিয়ে।'

মাথা দোলাল ওয়েন। 'পরিচয় হয়েছে আমাদের।'

'নিশ্চই তোমাদেরকে তার পূলে যোগ দিতে বলেছে সে?'

শ্রাগ করল ও। মেয়েটার উদ্দেশ্য না জেনে মুখ খুলতে নারাজ।

উত্তরের আশায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ব্যাপারটা ওকে খুলে জানাল অ্যালি। 'তোমরা ওর পূলে যোগ দিলে বেঞ্চ-কে ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যাবে। আমাদের চলাফেরার রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে।'

'তুমি অনর্থক ভাবছ, মিস্ ক্যারিংটন। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ...'

'অনর্থক নয়' ঠাণ্ডা গলায় বাধা দিল ও। 'তোমাকে তো কারণটা খুলেই বললাম।'

'আমিও বলেছি রুডের ক্লাবে যোগ দেয়ার কোন ইচ্ছে নেই আমাদের।' মেয়েটার দুই সঙ্গীর ওপর আবার চোখ বোলাল। একটা আরেকটার দিকে ওভাবে তাকাচ্ছে কেন ব্যাটারা?

'কি বললে?' মেরুদণ্ড খাড়া হয়ে গেল অ্যালির। ওয়েন কথাটা আরেকবার বলতে স্বস্তি ফুটল ওর চেহারায়। 'আর তোমার পার্টনার? সে-ও তোমার সাথে একমত?'

ওয়েন জবাব দেয়ার আগেই এডি এসে হাজির সেখানে, অ্যালিকে দেখে চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'আমার ভাইয়ের কথা কি বলছ?' ওর বুকের ওপর দিয়ে ঘুরে এল তার নজর।

'তুমি ফ্র্যাঙ্কের ভাই?' অ্যালি জিজ্ঞেস করল।

'এডি!' ওয়েনের চেহারায় আর কণ্ঠে চাপা বিরক্তি ফুটল। 'পালের সাথে যাও। এখানে আমরা জরুরি বিষয়ে কথা বলছি।'

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল এডির চেহারা, সাঁই করে বাকস্কিন ঘুরিয়ে ওদের সামনে থেকে দ্রুত সরে পড়ল সে। 'ইয়েস, বস্! স্যার! এখনই যাচ্ছি আমি!'

অ্যালি ক্যারিংটন পালা করে দেখল ওদেরকে। 'তোমরা একে অন্যকে পছন্দ করো না মনে হচ্ছে!'

পাত্তা না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাইছিল ওয়েন, এমন সময় মেয়েটার গালকাটা সঙ্গী ড্র করে বসল। পরমুহূর্তে ঘোড়ার পেটে স্পার দিয়ে গুঁতো মারল সে, চমকে উঠে সামনের দু'পা আকাশে তুলে ভীতিকর ডাক ছাড়ল পশুটা, অ্যালির গায়ের ওপর লাফিয়ে পড়ার জোগাড় করল।

'সাবধান, মিস্ ক্যারিংটন!' চেঁচিয়ে উঠল সে, স্যাডল থেকে ছিট্‌কে পড়ার ভয়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে লাগাম ধরে বসে আছে। 'ওয়েন চ্যানট্রি ড্র করেছে!'

ব্যাটার এতবড় এক মিথ্যে কথায় বিস্মিত হওয়ার সময়টাও পেল না ওয়েন, কানের কাছে বিস্ফোরণের শব্দে লাফিয়ে উঠল। অ্যালিকে চিৎকার করে বলতে শুনল, 'না! বিশপ ... না! গান নামাও!'

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। টেকো হাই বিশপের দ্বিতীয় গুলিটা খুব নিচু দিয়ে উড়ে যেতে থাকা এক টুকরো মেঘের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল, কারণ ট্রিগার টানার ঠিক আগমুহূর্তে ডান কনুইয়ের সামান্য নিচে ওয়েনের গুলি খেয়েছে সে।

যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল বিশপ, ডান হাতটা মরা সাপের মত ঝুলে পড়ল দেহের পাশে। রক্তে ভিজে ওঠা শিথিল আঙুলের ফাঁক গলে গান মাটিতে পড়ে গেছে। লোকটা নিজেও ডানদিকে কাত হয়ে গেছে, স্যাডল থেকে পড়ে পড়ে অবস্থা। তবে পড়ল না, এক হাতে লাগাম ধরে কোনমতে লটকে থাকল। ওদিকে আতঙ্কিত ঘোড়াটা আহত মনিবকে নিয়ে পালাতে শুরু করে দিল। লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে ওটা, প্রতিটা লাফে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে বিশপের গুলিবিদ্ধ হাতে। চেষ্টা করেও বুক ঠেলে উঠে আসা গোঙানী ঠেকাতে পারছে না সে।

ওদিকে অন্যজনও প্রথম থেকেই অ্যালিকে ঢাল বানিয়ে ওয়েনকে খতম করার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গুলি করতে পারল না বসের গায়ে লেগে যাওয়ার ভয়ে। সুযোগটা কাজে লাগাল ও, বিশপের ব্যবস্থা করেই তার দিকে ঘুরল, এবং পরক্ষণে বুকে গুলি খেয়ে স্যাডল থেকে পড়ে গেল স্টিলওয়ে। এক পা স্টিরাপে আটকে গেল।

ভীত ঘোড়া ওই অবস্থায়ই তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দেখে ধাওয়া করে ওটাকে ধরে ফেলল ওয়েন, পা ছাড়িয়ে নিয়ে নিথর দেহটা মাটিতে শুইয়ে দিয়ে বোকার মত তাকিয়ে থাকল।

'মরে গেছে?' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় জিজ্ঞেস করল অ্যালি। চেহারা ভয়ে ফ্যাকাসে।

'হ্যাঁ, ম্যা'ম।'

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে দ্রুত পালাতে থাকা হাই বিশপের দিকে তাকাল যুবতী। ততক্ষণে বেশ দূরে চলে গেছে লোকটা। এদিকে ঝোপঝাড় ভেঙে একাধিক ঘোড়ার ছুটে আসার আওয়াজে বিরক্ত হয়ে ঘুরে তাকাল ওয়েন। ওদের রাইডাররা গুলির শব্দে তেড়ে আসছে। বাধা দেয়ার ভঙ্গিতে এক হাত তুলে দাঁত খিঁচাল ও। 'জলদি পালের কাছে ফিরে যাও!'

পরপর এতগুলো গুলির শব্দে আরেকটা স্ট্যাম্পেড শুরু হয়ে গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না, জানা কথা। এত দীর্ঘ আর কঠিন যাত্রার শেষ পর্যায়ে এসে পশুগুলোর মধ্যে ধৈর্য বলে কিছু অবশিষ্ট নেই। এখন জোর একটা হাঁচির শব্দেও ব্যাপারটা ঘটে যেতে পারে।

'তুমি ঠিক আছ, বস্?' রাইডারদের একজন জানতে চাইল। ওয়েন অধৈর্য ভঙ্গিতে মাথা দোলাতে ওর পায়ের কাছে পড়ে থাকা মৃতদেহটার দিকে তাকাল সে, তারপর মেয়েটিকে এক পলক দেখে নিয়ে ঘোড়া ঘুরিয়ে পালের উদ্দেশে ছুটল।

ওয়েন ওর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে লজ্জা পেয়ে গেল অ্যালি। লাল হয়ে উঠল। 'আমি আসলে ...আমি আসলে কথা বলতে ...! তুমি নিশ্চই ভাবছ না এসবের সাথে আমার কোন সম্পর্ক আছে!'

মাথা নাড়ল ওয়েন। 'এই পরিস্থিতিতে কি ভাবব আর কি ভাবব না, বুঝে উঠতে পারছি না, ম্যাম।' স্টিলওয়ের দেহটা মাটি থেকে তুলে তার ঘোড়ার পিছনে বাঁধতে লাগল।

ও আরও কিছু বলবে ভেবে অপেক্ষা করল অ্যালি, কিন্তু তেমন কোন লক্ষণ দেখতে পেল না। 'আমি শেরিফকে জানাব এখানে কি ঘটেছে,' স্যাডলে উঠে বলল।

লাশ বাঁধা শেষ হতে মুখ তুলে তাকাল ওয়েন। দেখল তীরবেগে বেঞ্চ-কের দিকে ঘোড়া ছুটিয়েছে মেয়েটা।

স্টিলওয়ের ঘোড়ার লাগাম মুঠোয় নিয়ে নিজেও ছুটল।

পাঁচ

লাঞ্চ খেয়ে হাঁটতে হাঁটতে মেইন স্ট্রীটের পশ্চিম মাথায় এসে পড়ল এলোইস হার্টনি। চমৎকার একটা দিন। উত্তর আকাশে সামান্য মেঘ দেখা যাচ্ছে, নইলে গোটা আকাশ গাঢ় নীল। মৃদু বাতাসে প্রায় নির্জন রাস্তায় হাঁটতে ভালই লাগছে। হবু স্বামীর সাথে সাক্ষাতে দেরি ঘটছে বলে আজ সকাল থেকে মনে মনে বেশ উদ্বিগ্ন ছিল এলোইস, কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটির ফলে সে ভবটা কেটে গেল।

পরেরবার পশ্চিম মাথা থেকে ফিরে আসছে, এমন সময়ে খেয়াল করল রাস্তার ওপারের নাইটিঙ্গেল নামের এক সেলুনের জানালা দিয়ে কয়েকজোড়া চোখ ওকে লক্ষ করছে। অস্বস্তি লেগে উঠল। ইশ্, অ্যালি মেয়েটা যদি সঙ্গে থাকত! পুব মাথা থেকে ফিরে আবার সেলুনের কাছে আসতেই অ্যালির চাচা মাইক ক্যারিংটনকে দেখতে পেল ও। পরিচয় হয়নি, তবে দূর থেকে ভাইঝির সঙ্গে কয়েকবার দেখেছে লোকটাকে।

কালো রঙের ঢিলাঢালা স্যুট পরে আছে বৃদ্ধ, মাথায় বীভার হ্যাট। একজোড়া কেনের ওপর ভর দিয়ে অনেক কষ্টে হেঁটে আসছে। এত শুকনো মানুষ, মনে হয় জোরে বাতাস হলেই বুঝি উড়ে যাবে। সামনাসামনি হতে কট্‌মট্ করে এলোইসের দিকে তাকাল সে।

'টাউনে নতুন, না?' চড়া, অমার্জিত গলায় বলল সে। 'যা-ই হও, লেডি, অ্যাস্টার স্ট্রীটের দক্ষিণে থাকাই ভাল হবে তোমার জন্যে। শেরিফ ম্যাকব্রাইড কিন্তু ...'

আর শোনার দরকার মনে করল না ও, সতর্কবাণীটা কেন উচ্চারণ করা হলো তা-ও না, দ্রুত হোটেলের দিকে ফিরে চলল। অপমানে কান-মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে, গালের চামড়ায় আগুন ধরে গেছে যেন।

হোটেলের বারান্দায় নিজের চেয়ারে এসে বসল ও। রাগে গা জ্বলছে। ধড়ফড় করছে বুক। শয়তান, বুড়ো হাবড়া! ফ্র্যাঙ্ক, কোথায় তুমি? মনে মনে বলল। এখনও আসছ না কেন? আর কতদিন এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখবে আমাকে?

টাউনের পশ্চিম মাথায় এক রাইডারকে উদয় হতে দেখে অনেক আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকল ও।

তার পিছনে একটা প্যাক হর্স আছে, পিঠে কি যেন চাপানো। লোকটা দীর্ঘদেহী, মাথায় ফ্ল্যাট ব্রিম সোমব্রেরো। লোকটা নাইটিঙ্গেল ছাড়িয়ে এপাশে আসতেই দুপুরের প্রায় জনশূন্য ওয়েফিল্ড হঠাৎ করে জেগে উঠল, মানুষের ঢল নামল যেন মেইন স্ট্রীটে। আঙুল তুলে তাকে দেখাচ্ছে সবাই। "শেরিফ'স অফিস" সাইন ঝোলানো ছোট এক বিল্ডিঙের সামনে থামল রাইডার।

এলোইস উঠল, কৌতূহল দমন করতে না পেরে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল সেদিকে। বুক ধড়ফড় করছে। কিছু লোক রাস্তা ছেড়ে দিল ওকে দেখে। 'কি হয়েছে এখানে?' ভালমানুষ চেহারার ছোটখাট এক বৃদ্ধকে প্রশ্ন করল ও।

'কি আর, ম্যা'ম!' মাথা দোলাল লোকটা। 'যা হওয়ার ছিল তাই হয়েছে! টেক্স স্টিলওয়ে লেড পয়জনিঙের শিকার হয়েছে।'

'লেড ... মানে ...' কথা শেষ করতে পারল না ও, খসড় খসড় এবং পরক্ষণে ধপাস্! শব্দে তাকিয়ে দেখল দড়ি কেটে প্যাক হর্সের পিঠের বোঝাটা পায়ের কাছে ফেলেছে রাইডার। জিনিসটা দেখামাত্র দেহের সমস্ত রক্ত জমে গেল ওর।

হাত-পা অসাড় হয়ে এল, বুক ঠেলে উঠে আসা তীক্ষ্ণ চিৎকারটা মুখে হাতচাপা দিয়ে কোনমতে ঠেকাল এলোইস। কয়েক সেকেন্ড বিস্ফারিত চোখে হাঁ করে মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর কাঠের ওয়াকে ধুম্ ধুম্ আওয়াজ তুলে ঝেড়ে দৌড় দিল হোটেলের দিকে। হিস্টিরিয়ায় আক্রান্তের মত গলা ফাটানো চিৎকারে মাথায় তুলেছে গোটা টাউন। ওর অবস্থা দেখে লাশের কথা ভুলে ওকেই দেখতে লাগল সবাই।

'ওটা কার লাশ, মিস্টার?'

প্রশ্নটা করল শেরিফ ভিনস্ ম্যাকব্রাইড। ভীষণ মোটা মানুষ সে, চর্বি থলথলে দেহ। লোকজনের কথাবার্তা আর মেয়েটার চিৎকারে আরামের সিয়েস্তা ভেঙে যাওয়ায় অফিস থেকে বেরিয়ে এসে চোখ ডলছে। বিরক্ত চেহারা। জবাবের আশায় না থেকে সে নিজেই পা দিয়ে লাশটা চিত করল, ঝুঁকে চেহারাটা ভাল করে দেখে নিল। 'টেক্স স্টিলওয়ে! বেঞ্চ-কে হ্যান্ড!' পরক্ষণে সন্দেহের চোখে ওয়েনের দিকে তাকাল। 'কিভাবে ঘটল ব্যাপারটা?'

সংক্ষেপে পুরো ঘটনা ব্যাখ্যা করল ও। শেষে বলল, 'মিস্ ক্যারিংটন ছিল সে সময়ে, তাকে জিজ্ঞেস করলে আমার কথার সত্যতা জানতে পারবে। যদি সে সত্যি বলে।'

' "যদি সে সত্যি বলে" কথাটার মানে?' একটা টুথপিক জিভের ডগা দিয়ে ঠেলে মুখের এক পাশ থেকে আরেক পাশে নিল শেরিফ। কোমরে হাত রেখে দাঁড়াল।

'মহিলা ফেন্সের কোনদিকের আমি ঠিক জানি না,' শ্রাগ করল ও। 'তাই বললাম।'

হোটেলের দিকে তাকাল সে। 'চিৎকার করছিল ওই মেয়েটা কে?'

'সেইন্ট লুই থেকে এসেছে,' এক লোক বলল। 'ফ্র্যাঙ্ক ডেভলিনের পিকচার ব্রাইড।'

এলোইস হার্টনি! চোখ কুঁচকে ওয়েফিল্ড হাউসের দিকে তাকাল ওয়েন, কখন এসেছে ও! ভাবতে না ভাবতে উল্টোদিক থেকে টাউনে ঢুকল ফ্র্যাঙ্ক। স্যাডলে শিথিল ভঙ্গিতে বসে আছে সে, থুতনী প্রায় বুকে ঠেকে আছে। মনে হচ্ছে মাথায় অনেক ভারী বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, বইতে কষ্ট হচ্ছে। 'ফ্র্যাঙ্ক, দাঁড়াও!' চেঁচিয়ে ডাকল ওয়েন। অবাক হয়ে ঘুরে তাকাল সে, পার্টনারকে দেখে ঘোড়া জায়গায় দাঁড় করিয়ে ফেলল। 'কি হয়েছে, তুমি টাউনে?'

কারণটা অল্প কথায় জানিয়ে এলোইসের পৌঁছার খবর দিল ও। 'বেচারী লাশ দেখে খুব ভয় পেয়ে গেছে। তুমি এখনই হোটেলে গিয়ে ওর সাথে দেখা করো।'

অস্ফুটে গুঙিয়ে উঠল ফ্র্যাঙ্ক, ঘোড়াটাকে কাছের হিচরেইলে বেঁধে রেখে ব্যস্ত পায়ে হোটেলের দিকে এগোল। এদিকে ওয়েন ফিরে আসতে মাথা নেড়ে হতাশা প্রকাশ করল শেরিফ। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ক্যারিংটনদের দুই হ্যান্ড আজ তোমাকে হত্যার চেষ্টা করেছে, কেমন! আমার মনে হচ্ছে চার্লি টলিভারের র‍্যাঞ্চের সাথে এক বস্তা সমস্যাও কিনেছ তোমরা।' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা ক্রুদ্ধ কণ্ঠের চিৎকারে ঘুরে তাকাল।

'ওটা আমার রাইডারের লাশ!'

মাইক ক্যারিংটন–বোর্ডওয়াকে জোড়া লাঠির ঠক্ ঠক্ শব্দ তুলে এগিয়ে আসছে। প্রচণ্ড রাগে তার শুকনো, চামড়া সর্বস্ব জিরজিরে চেহারা বিকৃত হয়ে আছে। ভিড় ঠেলে কাঁপতে কাঁপতে লাশটার কাছে এসে দাঁড়াল সে। স্টিলওয়ের রক্তে ভিজে একাকার ওয়াকের তক্তা।

'আমি এর উপযুক্ত ব্যাখ্যা দাবি করছি, ম্যাকব্রাইড!' বজ্রনির্ঘোষের মত শোনাল তার কণ্ঠ।

শেরিফ ওয়েনের দিকে তাকাতে ও বৃদ্ধের দিকে ঘুরল। 'লোকটা আমাকে গুলি করতে যাচ্ছিল। আমার ভাগ্য ভালো যে আমি সময় ...'

'তুমি মিথ্যে বলছ, মিস্টার!' চেঁচিয়ে উঠল বৃদ্ধ। 'আমি বিশ্বাস করি না তোমার কথা!'

'মাইক!' শেরিফ শান্ত করার চেষ্টা করল তাকে। 'তুমি সবটা না শুনেই মন্তব্য করছ।'

'কে তুমি, মিস্টার?' শেরিফের দিকে তাকালই না সে।

'ওয়েন চ্যানট্রি।'

রাগে মুখ বেঁকে গেল বৃদ্ধের। মাথা দোলাল, 'তোমার কথা শুনেছি বটে, কিন্তু ভাল কিছু শুনিনি বলতেই হবে।'

কথা না বাড়িয়ে লোকটার সামনে থেকে সরে যেত চাইছিল ও, কিন্তু নিস্তার পাওয়া গেল না। ওয়াকে ঠক্ ঠক্ শব্দ উঠতে তাকিয়ে দেখল ডান হাতের ছড়ি ফেলে দিয়েছে লোকটা, কোটের নিচে হাত ভরে ড্র করার জন্যে ধস্তাধস্তি করছে। রাগে এত কাঁপছে যে ঠিকমত দাঁড়াতেই পারছে না।

চট্ করে এগিয়ে এসে তার হাতটা আলতো করে মুচড়ে ধরল ওয়েন, গান কেড়ে নিয়ে ম্যাকব্রাইডের হাতে তুলে দিল। 'এটা আপাতত তোমার কাছে থাকুক। মাথা ঠাণ্ডা হলে ফেরত দিয়ো।'

অপদস্থ হয়ে আরও খেপে গেল বুড়ো ক্যারিংটন, চিৎকার করে শাসাতে লাগল। কেউ লোকটাকে আমল দিল না। ভিনস্ ম্যাকব্রাইডের অনুরোধে দু'জন লোক স্টিলওয়ের দেহটা কাছের ওয়েফিল্ড ফার্নিচার স্টোর অ্যান্ড আন্ডারটেকারস্-এ পৌঁছে দিল।

টুথপিকটা সাবধানে ভেস্টের পকেটে রেখে ওয়েনের দিকে তাকাল সে। 'তুমি আপাতত যেতে পারো। আমি দেখছি এ ব্যাপারে অ্যালি ক্যারিংটনের কি বলার আছে।'

অনেকক্ষণ নক করার পর ভেতরে নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া গেল। মৃদু পায়ে কারও এগিয়ে আসার শব্দ উঠল, একটু পর দরজা সামান্য ফাঁক করে বাইরে উঁকি দিল একটা স্নিগ্ধ, মিষ্টি চেহারা। দেখেই মন ভিজে উঠল ফ্র্যাঙ্কের, ইচ্ছে করল ওকে এখনই বুকে টেনে নেয়। নাকের ডগা

টকটকে লাল হয়ে আছে অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটার, চোখমুখ ফোলা। কেঁদে অস্থির। লাশ দেখার 'পর থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও কান্না থামেনি মনে হয়।

'এলোইস? আমি ... আমি তোমার, ইয়ে ... ফ্র্যাঙ্ক ডেভলিন,' কোনমতে হড়বড় করে বলল ও। হ্যাট বুকের কাছে ধরে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে, মুখে আনাড়ির হাসি। এলোইসের চোখের দিকে ঠিকমত তাকাতেও পারছে না। 'তোমাকে এমন এক অবস্থায় পড়তে হয়েছে বলে আমি ... আমি খুব দুঃখিত।'

দরজা আরেকটু ফাঁক হলো। কয়েকবার চেষ্টার পর ভাষা ফুটল যুবতীর মুখে, কোনমতে বলল, 'হ্যাঁ। এমন ... এমন রক্তাক্ত, বীভৎস মৃতদেহ জীবনে কখনও দেখিনি। গড! জীবনে ... জীবনে এই প্রথম এমন ... দেখতে হলো আমাকে।'

'আমি দুঃখিত সে জন্যে। ভেতরে আসতে পারি?'

'ভেতরে? অবশ্যই না!' বলে একটু নরম হলো যুবতী। 'সেটা ঠিক হবে না।' নীল লেস দিয়ে কিনারা মোড়া একটা ভেজা রুমাল দিয়ে চোখ মুছল। 'তারচে' বরং আর কোথাও ...।'

অবশেষে বসার জায়গার খোঁজে লবিতে চলে এল ওরা। নিয়মিত গেস্টদের অনেককেই আড্ডা দিতে দেখা গেল সেখানে। একটা গদিমোড়া চেয়ারে বসল এলোইস্। বসল বললে ভুল হবে, বরং বলা ভাল অনেকটা ডুবে গেল সেটার মধ্যে।

ফ্র্যাঙ্ক ওর পাশে বসে ওয়েনের মুখে শোনা স্টিলওয়ের ঘটনাটা যথাসম্ভব নিচু গলায় ব্যাখ্যা করল। 'আসলে আত্মরক্ষার খাতিরে হত্যা করেছে ও। কাজটা ইচ্ছেকৃতভাবে করেনি।'

'ও তোমার বন্ধু? এই জন্যেই সে যা বলেছে তুমিও তাই বলছ!'

'আমি ওকে অবিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু অন্যেরা তাকে কেন খুন করতে যাবে?'

'সত্যি বলছি আমি জানি না,' জরুরি গলায় বলল ফ্র্যাঙ্ক। 'তবে চিন্তা কোরো না, আজ রাতেই গোটা ব্যাপারটা জেনে নেব আমি।'

হবু বধূর সঙ্গে যে কোনদিন যে কোন সময় দেখা হবে, এ ব্যাপারে ফ্র্যাঙ্ক মোটামুটি নিশ্চিত ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে যে এমন এক বিয়োগান্ত ঘটনাও যোগ হবে, তা কে ভেবেছিল? একবার ভাবল পশ্চিমে এই ধরনের খুন-খারাবীর ঘটনা যে নিত্য-নৈমিত্তিক, কথাটা একে জানালে কেমন হয়? পরক্ষণে বাতিল করে দিল চিন্তাটা।

পুলকিত হয়ে ভাবল, ক্যাটালগে যেমন মনে হয়েছিল, আসলে সামনাসামনি দেখতে তার চেয়ে বহুগুণ সুন্দরী মেয়েটা। অনেক মিষ্টি। দেখামাত্র ওকে পাওয়ার জন্যে আকুল হয়ে পড়েছে সে। ওসব শুনলে যদি বেঁকে বসে? যদি চলে যায়? কি দরকার সেধে ঝামেলা বাধাবার? মরার যন্ত্রণা বাধার আর সময় হয়েছিল না? একটু পর ওর ভয়টাই প্রকাশ পেল যুবতীর কথায়।

'আমি ... আমি মনে হয় এখানে এসে ভুল করে ফেলেছি,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'পশ্চিমে আসাটা ঠিক হয়নি আমার। ভাবছি ফিরে যাব।'

মনে মনে আঁতকে উঠল ফ্র্যাঙ্ক, লবিতে আর কেউ না থাকলে হয়তো ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসেই মিনতি জানাত। 'ও কথা বোলো না ... প্লিজ, ও কথা বোলো না! তোমাকে দেখামাত্র তোমার প্রেমে পড়ে গেছি আমি। তুমি জানো না, এ মুহূর্তে তুমি আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান ...।'

পাঁচ মিনিট পর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করতে বসল ও। 'এ মুহূর্তে র‍্যাঞ্চের অবস্থা যাচ্ছেতাই হয়ে আছে, তাই কিছুদিন এখানেই থাকো তুমি। সব ঠিকঠাক করে তোমাকে নিয়ে যাব।'

মাথা দোলাল এলোইস। কয়েক গোছা চুল ওর কান্নাভেজা গালে লেপ্টে আছে দেখে ফ্র্যাঙ্কের খুব ইচ্ছে হলো ছুঁয়ে দেখে সেগুলো, কানের পিছনে গুঁজে দেয়। বিছানায় নিজের পাশে ওকে কল্পনা করতে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠল সে।

'নতুন জায়গায় একা একা সময় কাটাতে কষ্ট হবে তোমার, তাই কাল থেকে আমার ছোট ভাই এসে দিনের বেলা তোমার কাছে

থাকবে। ভাল ছেলে। একটু গোঁয়ার টাইপের অবশ্য, কিন্তু মনটা ভাল। যা করতে বলবে তাই করবে ও।'

'ঠিক আছে, মিস্টার ডেভলিন,' কিছুক্ষণ পর বলল যুবতী। 'তাই হবে।'

'ফ্র্যাঙ্ক ডাকো, প্লিজ!'

'আচ্ছা।' জোর করে হাসল এলোইস। উঠে পড়ল। 'আমি যাই। একটু না শুলে আর ভাল্লাগছে না।'

এই মেয়ের বিছানায় শুয়ে থাকার দৃশ্য কল্পনা করে দম আটকে এল তার। দরজার কাছে পৌঁছে ওকে বুকে টেনে নেয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু সময়মত চট্ করে সরে গেল মেয়েটা। চুমু খাওয়ার জন্যে মুখ এগিয়ে দিল অবশ্য—তবে ঠোঁট এবং চোখ, দু'টোই জোর করে টিপে বন্ধ রেখে।

'তোমার ভেতরে আগুন জ্বালানোর একটা উপায় ভেবে বের করতে হবে আমাকে,' আহাম্মকের মত হাসল ফ্র্যাঙ্ক। ফিরে যাওয়ার পথে নাইটিঙ্গেলে গলা ভেজাতে এসে খোঁজ নিয়ে জানতে পারল একজন ট্রাভেলিং প্রীচার পরের সপ্তাহে ওয়েফিল্ডে আসছে। র‍্যাঞ্চে ফিরে হাসি মুখে ওয়েনকে সুখবরটা জানাল সে।

পার্টনারের আনন্দ-উচ্ছ্বাস দেখে ওর মুখেও হাসি ফুটেছিল, কিন্তু পরদিন থেকে এডিকে এলোইসের সাথে সময় কাটাতে টাউনে পাঠানো হবে শুনে তা শুকিয়ে গেল।

হাতুড়ি, করাত আর পেইন্টব্রাশ নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা। নতুন দরজা লাগানো হলো, জানালা মেরামত করা হলো, ফ্লোরিঙের প্ল্যাঙ্ক যেখানে যেখানে নড়বড়ে হয়ে ছিল, সেসব জায়গায় পেরেক মেরে আটকে দেয়া হলো। দুপুরের দিকে অ্যালি এসে হাজির। ওয়েন তাকে পার্টনারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে ফ্র্যাঙ্ক পেইন্ট মাখা হাত এবং ব্রাশটা দেখিয়ে হাসল। 'তোমার সাথে পরিচিত হতে পেরে খুশি হয়েছি, মিস ক্যারিংটন। কিন্তু হ্যান্ডশেক করতে পারছি না।'

অসময়ে ওকে দেখে ফ্র্যাঙ্কের বুঝতে অসুবিধে হলো না পার্টনারকে কিছু বলতে এসেছে মেয়েটা, তাই একটু পরই কাজের অজুহাত দেখিয়ে সামনে থেকে সরে পড়ল।

'শেরিফকে আমি জানিয়ে এসেছি সেদিন ঠিক কি ঘটেছে,' অ্যালি বলল ওকে। 'আমি জানি না বিশপ আর স্টিলওয়েরে কি হয়েছিল সেদিন, কেন ওরা তোমাকে হত্যা করতে গিয়েছিল। ও, ভাল কথা, হাই বিশপকে তাড়িয়ে দিয়েছি আমি।'

'শেরিফকে সত্যি বলার জন্য ধন্যবাদ।'

'তুমি কি ভেবেছিলে?' ক্ষীণ হাসি ফুটল মেয়েটার মুখে। 'অন্য কিছু বলব?'

'সেদিন তা নিয়ে সন্দেহ ছিল,' স্বীকার করল ও। 'আজ নেই।'

চেহারায় সন্তুষ্টি ফুটল অ্যালির। 'এখানে কাজ করতে তোমার যদি কোনরকম সমস্যা হয়,' হাত ইশারায় অনির্দিষ্টভাবে বার্ন, বাঙ্কহাউস, র‍্যাঞ্চহাউস দেখাল, 'আমার ওখানে চলে আসতে পারো তুমি।'

চোখ কুঁচকে উঠল ওয়েনের। 'সমস্যা হবে কেন?'

কয়েক গাছি হলদেটে-সোনালী চুল আঙুলে পেঁচাতে লাগল অ্যালি। চিন্তিত। 'না, মানে, তোমার পার্টনার বিয়ে করতে যাচ্ছে দেখে মনে হলো আর কি!'

'মিস ক্যারিংটন ...'

'অ্যালি ডাকো।'

'ঠিক আছে, অ্যালি...'

মিষ্টি হাসিতে ভরে উঠল ওর চেহারা। 'তোমার "অ্যালি" বলার ধরন খুব সুন্দর তো!' পরক্ষণে বিব্রত চেহারা হলো। বুঝতে পেরেছে বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। 'ওহ, আরেকটা কথা। সেদিন বিশপ আর টেক্সের বিরুদ্ধে তুমি এত ফাস্ট ড্র করেছ,' মাথা নাড়ল, 'এরকম আগে কখনও দেখিনি আমি। অবিশ্বাস্য!' একটু বিরতি। 'তোমাকে শুধু ওয়েন ডাকতে পারি?'

মাথা ঝাঁকাল ও। 'অবশ্যই পারো।'

'থ্যাঙ্কস্। আমার ফোরম্যান ডেভি প্রিন্স আমার বাবার আমলের মানুষ। বুড়ো হয়ে গেছে। ওর জায়গায় তোমার মত একজনকে পেলে খুশি হতাম। আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখবে তো?'

'দেখব।' অ্যালির প্রস্তাব নিয়ে কিছুক্ষণ মাথা ঘামাল ও, তারপর গোটা বিষয়টা বের করে দিল মাথা থেকে।

ছয়

এলোইসের যেমন হাসিখুশি এডিকে ভাল লাগল, তেমনি এডিরও মনে ধরে গেল যুবতীকে। ওর রূপ দেখে জবরদস্ত এক হোঁচট খেল সে। কুঁতকুঁতে চোখের নির্লজ্জ দৃষ্টিতে তার সারাদেহ চাটতে লাগল। ব্যাপারটা খেয়াল হতে গায়ের মধ্যে শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো যুবতীর। একটু একটু ভালও লাগল।

পরিচয় পর্ব সারা হতে হোটেলকে তাড়াতাড়ি পিকনিক বাস্কেট সাজিয়ে দিতে বলল এডি, ভাইয়ের হবু বউকে নিয়ে পিকনিকে যাবে। ব্যাপারটা অন্যেরা কি চোখে দেখবে ভেবে এলোইস কিছুটা দ্বিধায় ভুগলেও সে হেসেই উড়িয়ে দিল।

'কে কি বলল পরোয়া নেই,' হাত-পা নেড়ে নাটুকে ভঙ্গিতে বলল। 'তোমাকে খুশি রাখার মিশন দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছে বড় ভাই, আমি তাই করব।'

একটা নির্জন জায়গা দেখে ওয়াগন থামাল সে। বসার জন্যে মাটিতে টানটান করে কম্বল বিছাল, তার আগে পাথরের ছোট ছোট টুকরো সরিয়ে এবং উঁচু জায়গা বুটের লাথিতে সমান করে নিতে ভুলল না। 'ওয়াইন ছাড়া পিকনিক জমে নাকি?' ঠাণ্ডা চিকেনে দাঁত বসিয়ে বলল সে। 'কালকের পিকনিকে ওয়াইনের ব্যবস্থা থাকবে।'

'কাল আবার পিকনিক!' অস্বস্তি লাগল এলোইসের, কিন্তু যুবকের সংস্পর্শের যে অদ্ভুত এক শিহরন আছে, তা-ও স্বীকার করল মনে মনে। ভাবল, হোক না, ক্ষতি কি?

কেবল পরদিনই নয়, আরও দু'দিন পিকনিক করল ওরা। চতুর্থ দিন কড়া রোদের নিচে বসে প্রচুর ওয়াইন গিলল এলোইস। একটু পর মাথা ঘুরতে শুরু করায় শুয়ে পড়ল চিত হয়ে। গায়ের ওপর এডির ছায়া পড়ল, বুকে তার আঙুলের হালকা ছোঁয়ায় শিউরে উঠল ও।

'এডি ... না, এডি!' দুর্বল গলা কেঁপে গেল যুবতীর। ছেলেটা সারা দেহে হাত বোলাতে শুরু করেছে টের পেয়ে আবারও বাধা দেয়ার চেষ্টা করল। 'না, এডি! ঠিক হচ্ছে না ...'

সপ্তাহের শেষদিকে আবার সার্কেল-এ এসে হাজির হলো অ্যালি ক্যারিংটন। 'টাউনে ছিলাম। র‍্যাঞ্চে ফিরে যাচ্ছি। তাই ভাবলাম তোমাদের কাজ কদ্দূর এগোল যাওয়ার পথে একবার দেখে যাই,' ওয়েনকে বলল সে কাটা কাটা কৈফিয়তের সুরে।

চোখ কুঁচকে উঠল ওয়েনের। এরমধ্যে এলাকা সম্পর্কে যেটুকু ধারণা হয়েছে, তাতে এটুকু অন্তত বুঝেছে, বেঞ্চ-কে যাওয়ার পথে পড়ে না ওদের র‍্যাঞ্চ। তার মানে মিথ্যে বলছে অ্যালি। কেন? ভাবল ও। মেয়েটার চেহারাও অন্যান্যদিনের মত প্রসন্ন মনে হচ্ছে না। কি হয়েছে ওর? খারাপ কিছু ঘটেছে নাকি? আড়চোখে বারবার ফ্র্যাঙ্কের দিকে তাকাচ্ছে কেন ও?

'তারপর, মিস্টার ফ্র্যাঙ্ক?' মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল মেয়েটা–কিন্তু ওয়েনের মনে হলো হাসেনি, আসলে ভেঙচি কেটেছে। 'কবে বিয়ে করছ মিস্ হার্টনিকে?'

চওড়া হাসি ফুটল ফ্র্যাঙ্কের মুখে। 'এই তো! হাতের কাজটা শেষ হওয়ামাত্র।'

'কাজের বাকি আছেটা কি? শেষ তো হয়েই গেছে। তোমার জায়গায় আমি হলে শুভ কাজে আর একদিনও দেরি করতাম না।'

ওয়েনের মনে হলো ওর বলার মধ্যে একটা জরুরি ভাব আছে। কাজ রেখে উঠে এল ফ্র্যাঙ্ক। 'আসলে, মিস্ অ্যালি, ঘরটা এখনও ওর থাকার উপযুক্ত হয়নি, আরও দু'চারদিন খাটতে হবে এটার পিছনে। টাউনে থাকতে কোন সমস্যা হচ্ছে না এলোইসের। এডিকে ওর দিকে নজর রাখতে বলে দিয়েছি আমি।'

'শুনলাম ট্রাভেলিং প্রীচার গতকাল টাউনে এসেছে,' নাছোড়বান্দার মত একঘেয়ে সুরে বলল মেয়েটা। 'দেরি না করে এবার শুভকাজটা সেরে ফেললেই তো ...'

ওয়েনকে একভাবে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল অ্যালি, থেমে গেল চট্ করে। আরেকদিকে ফিরে বিড়বিড় করে কি সব বলতে বলতে সরে এল সেখান থেকে। হিচ রেইল থেকে নিজের বে-র লাগাম খুলে নিয়ে কয়েক পা হেঁটে এগোল ও, চোখমুখ কুঁচকে আছে বিচ্ছিরিভাবে।

'ওকে বিশেষ কিছু বলতে চাইছিলে তুমি?' ফ্র্যাঙ্কের শ্রবণ সীমানার বাইরে এসে জিজ্ঞেস করল ওয়েন।

'এসবের মধ্যে আমি নাক গলাতে চাইছিলাম না,' স্যাডলে উঠে বলল যুবতী। 'তোমার পার্টনার নাবালক না, নিজের ভালমন্দ তার নিজেরই বোঝা উচিত। যাকগে', সেদিন তোমাকে আমি একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিছু ভেবেছে সে ব্যাপারে?'

'আর আমি জানতে চেয়েছিলাম আমার পার্টনারকে কি বলতে চাইছ তুমি?'

না শোনার ভান করে হঠাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে দিল অ্যালি, ধুলোর মেঘ উড়িয়ে ওর সামনে দিয়ে চলে গেল। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল ওয়েন। খারাপ কিছু ঘটেছে নাকি ওয়েফিল্ডে? নইলে পার্টনারের বিয়ে নিয়ে অ্যালির এত মাথাব্যথা কেন?

মেয়েটার দ্রুত অপসৃয়মাণ পিঠের দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকল ও। ব্যাপার ভাল ঠেকছে না, নিশ্চয়ই কোথাও কোন প্যাঁচ লেগে গেছে। ওর সন্দেহই শেষ পর্যন্ত সত্যি হলো না তো?

ফ্র্যাঙ্ক যাতে কিছু টের না পায়, সেদিকে খেয়াল রেখে তখনই বেরিয়ে পড়ল ওয়েন। টাউনে পৌঁছে লিভারি বার্নে পেল এডিকে, কোথাও যাবে বলে ওয়াগনের সাথে টীম জুড়ছে। আলাপ করার জন্যে তাকে নিরিবিলি ওয়াগন ইয়ার্ডে ডেকে নিয়ে এল ও।

'আমার কাছে কি চাও?' এডিকে বিরক্ত দেখাল।

'ফ্র্যাঙ্ক তোমাকে অতিরিক্ত ভালবাসে, এডি' ওয়েন শান্ত গলায় বলল। 'ও তোমাকে ঘিরে নিজের জগৎ নতুন করে গড়েছে।'

'এ কথা কেন?' কপাল বিচ্ছিরিরকম কুঁচকে উঠল তার।

'ও যেন তোমার তরফ থেকে কোনরকম দুঃখ না পায়।'

'কেন পাবে? আমি কেন তেমন কিছু করব?'

গভীর দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল ওয়েন। 'যা বললাম, মনে থাকে যেন।'

রাগে গা জ্বলে গেল এডির। প্রথমে তীব্র চাউনি দিয়ে ওয়েনকে ভস্ম করে দেয়ার চেষ্টা করল, না পেরে গালাগাল শুরু করল। যতক্ষণ সম্ভব সহ্য করে গেল ও, তারপর আচমকা হাত চালাল। বাঁ চোয়ালে ওর মহাকঠিন এক ঘুসি খেয়ে উড়ে গেল এডি। আবার মারবে বলে এগিয়েছিল ওয়েন, কিন্তু একটাতেই চোখ উল্টে যাওয়ার দশা হয়েছে দেখে আর মারল না, কলার ধরে মাটি থেকে টেনে তুলল।

মুখের সামনে মুখ নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'তোমার জায়গায় অন্য কেউ হলে এতক্ষণে তার কলজে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতাম আমি। তুমি বেঁচে গেলে ভাইয়ের খাতিরে। আর কখনও যদি ...' হুমকিটা শেষ করার দরকার মনে করল না ও, জোরে একটা ঝাঁকি দিয়ে কলার ছেড়ে দিল। জোর পায়ে বেরিয়ে এল ইয়ার্ড থেকে।

দু'দিন পর গরুর পালের সঙ্গে অ্যাপারসন'স নামের এক ট্রেডিং পোস্টে এল ও। ওয়েফিল্ডের বারো মাইল পশ্চিমে জায়গাটা, বেশ ছোট। একটা করে জেনারেল স্টোর, সেলুন ও কাফে আছে, আর আছে কিছু হোটেল রুম। রুথি বর্তমানে এখানে আছে–অ্যাপারসন'স্ সেলুনের ওয়েট্রেস এবং সিঙ্গার হিসেবে কাজ করে। র‍্যাঞ্চে পৌঁছার

পরদিন এখানে চলে আসে মেয়েটা। ওয়েন আর ফ্র্যাঙ্ক ছাড়া কেউ জানে না সে কথা।

অ্যাপারসন'স্ সেলুনটা বার্নের মত বিরাট। কয়েকজন খদ্দের বারে হেলান দিয়ে পান করছে। এক কোনায় ভেজা টাওয়েল দিয়ে টেবিল মুছছিল রুথি, ওয়েনকে দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে চোখ বোলাতে দেখে আনন্দে অস্থির হয়ে উঠল। টাওয়েল ফেলে ছুটে এসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল ওকে। 'ওয়েন, ওয়েন চ্যানট্রি! কতদিন পর তোমাকে দেখলাম!'

'কেমন আছ তুমি?' তার পিঠ চাপড়ে দিল যুবক।

'আমি ভালো,' মাথা দোলাল মেয়েটা। 'তোমরা কেমন আছ? ফ্র্যাঙ্ক কেমন আছে?'

দুপুরের খাবার খেয়ে বীয়ার নিয়ে বসল ওয়েন, খানিক পর সেলুন ফাঁকা হয়ে আসতে রুথিও আড্ডা দিতে বসল ওর সাথে। 'এখানে কেমন চলছে তোমার?'

'কোনরকম,' মাথা দোলাল মেয়েটা।

'তোমার বয়স কত হলো, রুথি?' প্রশ্নটা তার আনত মুখের দিকে তাকিয়ে করল ও।

'উনিশ।'

'আর কোথাও গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করছ না কেন?'

শ্রাগ করল মেয়েটা। 'করব।'

'প্রেসকটে চলে যাবে বলেছিলে, তার কি হলো?'

মাথা দোলাল ও। 'হয়নি কিছু। আগে কিছু টাকা-পয়সা জমিয়ে নিই, তারপর দেখব।'

ওর চেহারা দেখে হঠাৎ সন্দেহ দেখা দিল ওয়েনের মনে। কিছু বলতে চায় ও, কিন্তু সাহস পাচ্ছে না। 'কি হয়েছে?'

আমতা আমতা করতে লাগল রুথি। 'এসব নিয়ে আমার কথা বলা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু তুমি আর ফ্র্যাঙ্ক পার্টনার, তোমাদের দু'জনের মধ্যে ...'

ওর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে আশ্বস্ত করতে চাইল ওয়েন। 'বলো।'

'এডি আর মিস্ এলোইসকে নিয়ে চারদিকে নানা কথাবার্তা শুনতে পাই। কয়েকজন টীমস্টারের মুখে শুনেছি, ওরা নাকি নির্জন জায়গায় পিকনিক ... ' থেমে গেল ও।

'তো?'

'একজন বলছিল, এডি এক রাতে মাতাল হয়ে ... কি সমস্ত আবোল-তাবোল ...'

'ছেলেমানুষ,' ভেতরে ভেতরে রাগ চড়ছে ওর। 'কি বলতে কি ...'

'এডি ছেলেমানুষ না, ওয়েন। তোমার পার্টনার খুব ভালো মানুষ, সন্দেহ নেই। কিন্তু এলোইস হার্টনির বেলায় সে বোধহয় মারাত্মক ভুলই করে ফেলল।'

উঠে পড়ল ওয়েন চ্যানট্রি। অস্থির লাগছে। 'চিন্তার কিছু নেই,' কথাটা যতটা না রুথিকে, তার চেয়ে বেশি নিজেকে বিশ্বাস করাতে চাইল ও। 'এডিকে সাবধান করে দিয়েছি আমি।'

দাম শোধ করে রুথিকে মোটা টিপস্ দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। পিছন পিছন মেয়েটাও এল ওকে বিদায় জানাতে। খানিকটা দূরে অ্যাপারসন'স্ লেখা এক সাইনের নিচে কিছু লোককে ঘোড়ায় স্যাডল চাপাতে দেখা গেল। তাদের একজন রুথিকে দেখে নিচু গলায় কিছু বলতে অন্যরা হেসে উঠল। লজ্জায় মুখ নামিয়ে নিল রুথি।

'আমি তোমাকে কিছু টাকা দিচ্ছি,' ওয়েন বলল চাপা গলায়। 'এখান থেকে চলে যাও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আর কোথাও গিয়ে নতুন জীবন শুরু করো।'

'তার দরকার নেই। এখানে যা পাচ্ছি, তার থেকে রোজ কিছু কিছু জমাচ্ছি আমি।'

'কিন্তু এটা তোমার উপযুক্ত জায়গা নয়।'

কি যেন ভাবল মেয়েটা। 'মনে করো জিরিয়ে নেয়ার জন্যে জীবনের ট্রেইলে কিছু সময়ের জন্যে থেমেছি। পিটি ছাড়া একা চলায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারলেই চলে যাব।'

ওর দৃষ্টি নরম হয়ে এল। 'লোকটাকে খুব ভালবাসতে তুমি?'

'ওহ্, কি করে তোমাদের বোঝাই,' হঠাৎ কেঁদে ফেলল মেয়েটা, 'ওকে কতখানি ঘৃণা করতাম আমি?'

এক পা স্টিরাপে তুলে দিল ওয়েন। 'কখনও যদি কিছু দরকার হয়, আমাকে জানাতে ভুলো না যেন। কেউ যদি তোমাকে ইনসাল্ট করে, তা-ও। মনে থাকবে?'

'থাকবে,' সুবোধ বালিকার মত মাথা দোলাল রুথি।

সাত

ফ্র্যাঙ্ককে দেখে মনে মনে বিরক্ত হলেও চিবুক এগিয়ে দিল এলোইস, তারপর রুমের দরজা টেনে দিয়ে মার্চ করার ভঙ্গিতে বারান্দায় বেরিয়ে এল। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট–তার সাথে নিভৃতে বসার ইচ্ছে নেই।

কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিল না। ভাবল, রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখার ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা এখনও ভুলতে পারেনি বলে সহজ হতে পারছে না মেয়েটা। 'তুমি আমার প্রতি এখনও ... যাকে বলে নির্লিপ্ত,' অপ্রকৃতিস্থের মত হাসল সে, এক হাতে পেটের কাছে ধরে থাকা হ্যাট মোচড়াচ্ছে। মুখোমুখি বসল দু'জনে।

'তোমার কাজ আর কত বাকি?' এলোইস বলল।

ওর একা থাকতে ভাল লাগছে না ভেবে ছেলেমানুষের মত খুশি হয়ে উঠল লোকটা। 'এই তো, আর দু'তিনদিন বড়জোর। এর মধ্যে হয়ে যাবে আমার। তারপর ...'

'আচ্ছা,' মাথা দুলিয়ে মনে মনে কি যেন হিসেব করল এলোইস। উঠে দাঁড়াল ধীরেসুস্থে। তারপর আর একটা কথাও না বলে পায়ে পায়ে নিজের রুমে গিয়ে ঢুকল সে, নিঃশব্দে দরজা লাগিয়ে দিল।

হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল ফ্র্যাঙ্ক। স্রেফ গাধা বনে গেছে। ব্যাপার কি? হুঁশ হতে ব্যস্ত হয়ে এডিকে খুঁজে বের করল। 'মনে হয় টাউনে থাকতে হচ্ছে বলে এলোইস আমার ওপর রাগ করেছে,' হড়বড় করে বলল সে। 'ওকে আমার হয়ে বোঝাও, কেমন? বলো, আর দু'তিনদিনের মধ্যে র‍্যাঞ্চহাউস মেরামতের কাজ শেষ হয়ে যাবে। তারপর ওকে ...'

'ওসব নিয়ে তুমি কিচ্ছু ভেবো না,' বলল সে। 'আমি সব বুঝিয়ে বলব এলোইসকে। কিন্তু তোমার পার্টনার ...' থেমে গেল ইচ্ছে করে।

'আমার পার্টনার কি?'

'আমার মনে হয় ওয়েন ব্যাপারটাকে ভাল চোখে দেখছে না। সেদিন যেসব কথাবার্তা বলে গেল, তাতে মনে হলো এলোইসের সাথে মেলামেশা করে আমি খুব অন্যায় করেছি।'

'মানে? কি সব কথাবার্তা?'

সব শুনে রেগে উঠলেও এডির সামনে মনের ভাব প্রকাশ করল না ফ্র্যাঙ্ক। র‍্যাঞ্চে ফিরে সাপারের সময় প্রসঙ্গটা তুলল ওয়েনের সামনে, 'তুমি নাকি এডিকে শাসিয়েছ?'

'হ্যাঁ,' ব্যাপারটা বুঝল ও। 'দরকার ছিল।'

'কেন, কি করেছে ও?' উষ্মা প্রকাশ পেল পার্টনারের কণ্ঠে।

মুখের দিকে তাকিয়ে তার মন বোঝার চেষ্টা করল ওয়েন। 'তেমন কিছু না। মাঝে মাঝে শাসালে ওর মাথা ভাল কাজ করে, তাই। নিউ মেক্সিকো থেকে এখান পর্যন্ত একের পর এক ঝামেলা বাধিয়েছে ও। যেই আমি ধমকেছি, অমনি সোজা হয়ে গেছে,' শ্রাগ করল ও।

'কিন্তু আমি শুনলাম তুমি ওকে এলোইসের সাথে নোংরামীর জন্যে সন্দেহ ... মানে ...'

'ফ্র্যাঙ্ক, আমি চেয়েছি সবকিছু যাতে ঠিকঠাক থাকে।'

'তাই বলে এই ধরনের সন্দেহ?

'ও একটা ঝামেলা! ছেলেটা আসার ... ' গলা চড়ে যাচ্ছে টের পেয়ে সামলে নিল ওয়েন। 'আমি দুঃখিত, ফ্র্যাঙ্ক। ভুল হয়ে গেছে।'

সন্তুষ্ট মনে হলো তাকে। বন্ধু দুঃখ প্রকাশ করায় খুশি। 'কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ। ছেলেটা সত্যি একটু বুনো স্বভাবের হয়েছে। ঠিক আছে, বিয়ের পর এলোইসকে বলব যাতে ওর স্বভাব পাল্টানোর ব্যাপারে একটু নজর দেয়।'

'তাহলে আর বিয়েতে দেরি কেন?' সুযোগ হাতছাড়া করল না ও। 'তোমার জায়গায় আমি হলে কিন্তু একদিনও দেরি করতাম না!'

কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকল সে। মাথা নাড়ল, 'এই দেখো, আবার ওকে নিয়ে খারাপ চিন্তা করছ তুমি। বলেছি তো বাড়ির কাজটা শেষ হলেই ...'

'আবার সেই বাড়ি!' ভুরু কুঁচকে তাকাল ও। 'তুমি সোজা একটা কথা বুঝছ না, বেচারী তোমাকে বিয়ে করতে কয়েক শো মাইল পথ ছুটে এসেছে, আর তুমি দিনের পর দিন ওকে টাউনে ফেলে রেখে ওর নারীত্বকে অপমান করছ!'

কিছুক্ষণ প্লেটের দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা দোলাল সে, চোয়াল নড়ছে। 'ঠিক!' অস্ফুটে বলল। 'মনে হয় ঠিকই বলেছ তুমি।'

'অবশ্যই ঠিক বলেছি,' মাথা ঝাঁকাল ওয়েন।

'এই সোজা কথাটা আমার মাথায় এলো না কেন! বাই গাড, এই জন্যেই আজ রাগ করে ... দাঁড়াও, কালই বিয়ে করব আমি।'

আনন্দের আর স্বস্তির চওড়া হাসি হাসল ওয়েন। বন্ধুর বাহুতে চাপড় লাগিয়ে বলল, 'কংগ্রাচুলেশনস্!'

'দুপুরের মধ্যে টাউনে পৌঁছতে হবে আমাদেরকে,' এক চোখ টিপল সে। 'আগে বার্বার শপে গোসল করতে হবে আমাকে। নইলে গায়ে যে গন্ধ হয়েছে, এলোইস কেন, ভূতও পালিয়ে যাবে।'

***

কিন্তু পরদিন সবকিছু গোছগাছ করে বেরোতে গিয়ে কিছুটা দেরি হয়েই গেল শেষ পর্যন্ত। টাউনে এসে লিভারি বার্নে ঘোড়া রাখল ওরা। হসলারকে এক ডলার করে দিল। 'ট্রাভেলিং প্রীচার টাউনে এসেছে শুনেছি,' ফ্র্যাঙ্ক বলল। 'তাকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারো?'

'রেভারেন্ড জেককে? ওই যে,' হাত তুলে মোটাসোটা, মাঝবয়সী এক লোককে দেখাল তালপাতার সেপাই মার্কা বুড়ো হসলার। বার্নের আরেক মাথায় বাকবোর্ড থেকে টীম বিচ্ছিন্ন করছে লোকটা। কাজের সাথে থুত্নির চর্বির ভাঁজ দুলিয়ে নাকী সুরে 'হাইল মোজেজ' গাইছে। আগন্তুক দু'জন লক্ষ করছে দেখে গান থেমে গেল তার, রেভারেন্ডসুলভ প্রশ্রয়ের হাসি হাসল।

'আমি আজ বিয়ে করতে যাচ্ছি, রেভারেন্ড,' বলে এমনভাবে হাসল ফ্র্যাঙ্ক, যেন ভারি মজার একটা কৌতুক বলেছে।

হার্নেস স্ট্র্যাপ খুলে মাথা ওপর-নিচে দোলাল রেভারেন্ড জেক। 'ভালো, ভালো! তা ভাগ্যবান কনেটি কে?'

'এলোইস হার্টনি।'

ওর দিকে পিছন ফিরে ছিল প্রীচার, তাই তার ফ্যাকাসে হয়ে ওঠা দেখতে পেল না। কিন্তু ওয়েন ঠিকই দেখল। লোকটা জবাব দিচ্ছে না দেখে আবার বলল ফ্র্যাঙ্ক, 'ঘণ্টাখানেক পর হলে অসুবিধে নেই তো!'

'না! ঠিক ... ঠিক আছে!'

পার্টনার বার্বার শপে ঢুকতে নাইটিঙ্গেল এসে বীয়ারের অর্ডার দিল ওয়েন। মন খুঁত খুঁত করছে–ব্যাটা অমন করল কেন? পাঁচ মিনিটও হয়নি, সামনের রাস্তা দিয়ে জেকের বাকবোর্ডকে ঝড়ের বেগে পুবদিকে ছুটে যেতে দেখে চমকে উঠল ও। একটু আগে তাকে রং হারাতে দেখে অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিল, এইবার নিশ্চিত হলো গুরুতর কিছু একটা সমস্যা ঘটে গেছে। কিন্তু কি ঘটেছে?

অস্থির চিত্তে পার্টনারের অপেক্ষায় থাকল ও। এমন সময় জো রুড ঢুকল সেলুনে, সাথে অচেনা এক বিশালদেহী মানুষ। জো তার পরিচয় দিল ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে, নাম ডেনভার কোয়েল। রকির পর্বতশ্রেনীর পুবদিকের বেয়ার নাকল্ চ্যাম্প, তার হয়ে বিশেষ কাজ করতে ওয়েফিল্ডে এসেছে। চওড়া কাঠামো লোকটার। ওয়েনের চেয়ে ইঞ্চি দুয়েক বেশি হবে লম্বায়। মুখটা প্লেটের মত গোল, হলদেটে চোখ। চাউনি অন্তর্ভেদী। বুক ব্যারেলের মত চওড়া তার। দেখলেই বোঝা

যায় চারটা ষাঁড়ের শক্তি আছে দেহে। তারা দু'জন ঢুকতেই নীরব হয়ে গেল নাইটিঙ্গেল। খদ্দেররা কেউ কথা বলছে না, অস্বস্তিতে পড়ে গেছে নবাগতকে দেখে। একটু পর জানালা দিয়ে ফ্র্যাঙ্ককে দেখা গেল, হন্ হন্ করে এদিকেই আসছে।

'কি হয়েছে?'

'এলোইসকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না,' গুঙিয়ে উঠল লোকটা। 'কেউ বলতে পারে না ওর কথা।'

'পারবেও না,' রুডের মুখে বাঁকা হাসি ফুটল। 'মেয়েটাকে আর পাচ্ছ না তুমি!'

'তার মানে?' রেগেমেগে ঘুরে দাঁড়াল ফ্র্যাঙ্ক। রাগে টকটকে লাল হয়ে উঠল চেহারা। 'কি বলতে চাও?'

শ্রাগ করল লোকটা। 'যা বললাম তাই। এলোইসকে পেতে হলে সারাজীবন অপেক্ষা করে থাকতে হবে তোমাকে।'

'জাহান্নামে যাও!' খেঁকিয়ে উঠল ও।

বলতে যা দেরি, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল নবাগত ডেনভার। জো রুডকে সরিয়ে দিয়ে আস্তিন গোটাতে শুরু করে দিল সে। তার উন্মুক্ত পেশী দেখে সশব্দে ঢোক গিলল সবাই।

তাকিয়ে থাকল ওয়েন, বুঝতে অসুবিধা হলো না এরকম একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল সে। সাজানো ব্যাপার! ওদিকে ফ্র্যাঙ্কও অনড়, চোখমুখ কুঁচকে রুড এবং ডেনভারের দিকে তাকাচ্ছে পালা করে। এগিয়ে আসতে লাগল ডেনভার, ঘন ঘন মুঠো পাকাচ্ছে আর খুলছে। ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি।

চট্ করে দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল ওয়েন–হাতে .৪৪। ওটা দেখামাত্র কলজে শুকিয়ে গেল সবার, ঝেড়ে দৌড় লাগাবার জন্যে তৈরি হয়ে নিল। কিন্তু ডেনভারের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না।

'সরে যাও সামনে থেকে!' গমগমে করে উঠল লোকটার গলা।

নীরবে মাথা নাড়ল ও। 'ভুলে যাও। খেলাটা রুড বা তোমার, যারই হোক, আজকের মত স্থগিত রাখতে হবে।'

'কিসের খেলা?' আরও এক পা এগোল ডেনভার–সবার স্নায়ু টানটান্, চাউনি বিস্ফারিত। দম আটকে গেছে। 'কি বললে যেন?'

গান আরও কিছুটা তুলল ওয়েন, অপলক তাকিয়ে আছে দানবের চোখের দিকে। 'না বোঝার মত কিছু বলিনি।'

কেউ একজন ভীত গলায়, অস্ফুটে কিছু বলল। এদিকে সামনে বাধা দেখে দানবীয় ডেনভারের আকার আরও দুই সাইজ বেড়ে গেছে/ মনে হলো। অন্যদিকে ওয়েন চ্যানট্রি অনড়, গান ধরে থাকা হাত একচুল কাঁপছে না। কিছুক্ষণ একভাবে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল কোয়েল, তারপর ঢিল দিল পেশীতে।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে- দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, ওয়েন। হাতে গান থাকায় আজ তুমি জিতলে, কিন্তু কথাটা আমার মনে থাকবে খেয়াল রেখো।'

পাত্তা দিল না ও, গান হোলস্টারে রেখে বেরিয়ে এল পার্টনারকে নিয়ে। হন্যে হয়ে এলোইসকে খুঁজতে শুরু করল দু'জনে–হোটেল, ড্রেসমেকার'স, স্টোর, কাফে, কোথাও বাদ রাখল না। কিন্তু পাওয়া গেল না মেয়েটাকে। নেই। এডি পাইনও হাওয়া। কেউ জানে না ওরা কোথায় গেছে।

কিন্তু ওয়েনের তা মনে হলো না। ওর ধারণা অনেকেই জানে, কিন্তু মুখ খুলতে চাইছে না। এদিকে হতাশায় ছেয়ে গেছে ফ্র্যাঙ্কের চেহারা, কাঁধ ঝুলে পড়েছে। বিড়বিড়ি করে কি সব বলছে। পা চলছে মেশিনের মত। হঠাৎ হোটেলের বারান্দায় মাইক ক্যারিংটনকে দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। 'মিস্টার ক্যারিংটন! এলোইস নিশ্চই অ্যালির সাথে তোমাদের র‍্যাঞ্চে গেছে, তাই না?'

ঘুরে তাকাল বিস্মিত বৃদ্ধ, পরমুহূর্তে ওদের দু'জনকে একসাথে দেখে খনখনে গলায় হেসে উঠল। 'আমাদের র‍্যাঞ্চে? না, আমাদের র‍্যাঞ্চে যায়নি তোমার এলোইস, মিস্টার ডেভলিন। তোমার আদরের ভাই ওকে নিয়ে এ তল্লাট ছেড়ে চম্পট দিয়েছে।' কাঠির মত সরু একটা হাত তুলে পশ্চিম নির্দেশ করল সে। 'ওয়াগনে করে ওইদিকে

যেতে দেখা গেছে ওদেরকে, বুঝতে পেরেছ?' হাসির দমকে আছাড় খাওয়ার অবস্থা হলো লোকটার।

'মিথ্যে কথা বলছ তুমি!'

'কেউ মনে হয় সত্যি কথাটা জানায়নি তোমাকে, মিস্টার!' আবার খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসল সে। 'পশ্চিমে যাও। এখনও সময় আছে, হয়তো তাড়তাড়ি করলে ধরতে পারবে।'

চেঁচামেচি শুনে ওয়েফিল্ড স্টোরের পোর্চে জড় হলো সানবনেট পরা কয়েকজন মহিলা। তাদের একজন কিছু সময় ফ্র্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে থেকে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'বেচারা! আমি জানতাম এমন কিছু একটা ঘটবেই।'

বিমূঢ় দৃষ্টিতে একবার মাইক, আরেকবার তাদের দলটার দিকে তাকাতে লাগল ফ্র্যাঙ্ক। 'কোন রোডে দেখা গেছে ওদেরকে?'

'অ্যাপারসন'স হয়ে প্রেসকটের দিকে গেছে যে রোড,' এখনও দাঁত বের করে হাসছে বৃদ্ধ। 'ধরতে চাইলে তাড়াতাড়ি যাও।'

চোখ কুঁচকে ওয়েনের দিকে ঘুরল ফ্র্যাঙ্ক। 'এ হতে পারে না। কোথাও নিশ্চই কোন গুরুতর ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। নইলে এরকম হতেই পারে না,' বলতে বলতে হুড়মুড় করে লিভারি বার্নের দিকে ছুটল সে। ওয়েন পিছনে লেগে থাকল। একটু পর ধুলোর ঝড় তুলে টাউন ছেড়ে বেরিয়ে গেল ওয়েন-ফ্র্যাঙ্ক।

সেলুনের জানালা দিয়ে ওদের ছুটে যাওয়ার দৃশ্য দেখে হা হা করে হাসল জো রুড। 'খেলা সবে শুরু হয়েছে, ওয়েন চ্যানট্রি,' বিড়বিড় করে বলল। 'আরও অনেক কিছুই দেখতে পাবে ভবিষ্যতে।'

পিছন থেকে নিজের নাম উচ্চারিত হতে শুনে চোখ কুঁচকে ঘুরে তাকাল সে। হাই বিশপ। লোকটার ডান হাত ব্যান্ডেজ করা, স্লিঙে ঝুলছে। নোংরা হয়ে গেছে ব্যান্ডেজটা। জো-র চেহারা ক্রমে কঠিন হয়ে উঠল। 'তুমি? ছিলে কোথায়?'

মুখ খোলার আগে রুডের দশাসই আকৃতির সঙ্গীকে এক নজর দেখে নিল লোকটা। 'কিছুদিনের জন্যে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে

হয়েছিল। মিস্টার রুড, তোমার সাথে কিছু জরুরি কথা আছে। বাইরে কথা বলতে পারি আমরা, একা?'

প্রশস্ত হাসি ফুটল তার মুখে। 'নয় কেন? অবশ্যই পারি। তুমি যাও, আমি ড্রিঙ্কটা শেষ করেই আসছি।'

লোকটা বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল জো রুড, তারপর গ্লাসের তলানীটুকু গলায় ঢেলে কোয়েলের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল–তাকে সাথে আসতে বলছে। 'জাস্ট ইন কেস।'

সেলুন এবং পাশের বিল্ডিঙের মাঝখানের স্লটের গাঢ় ছায়ায় অপেক্ষা করছিল হাই বিশপ। রুড একা এসেছে ভেবে খুশি হয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু পিছন পিছন কোয়েলও আসছে দেখে নার্ভাস হয়ে পড়ল। অবশ্য স্লটে ঢুকল না লোকটা, ওয়াকে দাঁড়িয়ে এদিকে তাকিয়ে থাকল অলস ভঙ্গিতে।

'কেন দেখা করতে চেয়েছিলে?' প্রসন্ন কণ্ঠে বলল রুড। দু' হাত প্যান্টের পকেটে। মুখে চুরুট।

মুখ খোলার আগে চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল টেকো যুবক। আশপাশে কেউ নেই দেখে নিশ্চিত হয়ে বলল, 'আমার চাকরি নেই, মিস্টার রুড। কাজ থেকে বিদায় করে দিয়েছে অ্যালি,' নিচু গলায় বলল সে। 'কিছু টাকার খুব জরুরি দরকার।'

'তোমাদেরকে যোগ্য ভেবে একটা কাজ দিয়েছিলাম, তার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছ,' চাপা রাগ ফুটল লোকটার গলায়। 'স্টিলওয়ে খতম, তুমিও আধা খতম!'

'ওই ব্যাটা ওয়েন চ্যানট্রি ... জীবনে আর কাউকে এত ফাস্ট ড্র করতে দেখিনি আমি।'

'তোমরা যেমন-তেমনভাবে কাজ সারতে গিয়েছিলে! অথচ আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম ...'

'আমি না! আমার জন্যে না! স্টিলওয়ের জন্যে ঘটেছে ব্যাপারটা। আমি ঠিকমতো রেডি না হতেই ও ড্র করে বসায় ...'

'ও। যে মরে গেছে, দোষ তাহলে তারই, কেমন?'

'তুমি চিন্তা কোরো না, মিস্টার রুড। পরেরবার আমি একাই লোকটাকে খতম করব।'

'তুমি ভাবছ এরমধ্যে পরেরবার বলে কিছু আছে?'

বেকুবের চেহারা হলো যুবকের। 'মানে?'

'বলছি, যে কাজ দু'জনে করতে পারলে না, সে কাজ তুমি একা করতে পারবে ভাবছ?'

'অবশ্যই পারব!' জোর দিয়ে বলল হাই বিশপ। 'এসব কাজ একা করাই ভাল। ব্যর্থ হওয়ার চান্স কম থাকে।'

'হুঁম!' নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কি যেন ভাবল জো রুড, তারপর শ্রাগ করে পকেট থেকে দু'টো পাঁচ ডলারের গোল্ড কয়েন বের করে লোকটার হাতে তুলে দিল। 'আগে ডক হ্যামিলটনের কাছে যাও। হাতে নতুন ব্যান্ডেজ করিয়ে নিয়ে আপাতত আরও কিছুদিন ডুব দিয়ে থাকো। তারপর দেখা যাবে।'

কয়েন দু'টো নোংরা, দুর্গন্ধযুক্ত প্যান্টের পকেটে ছেড়ে দিল হাই বিশপ। 'কাজটা শেষ করতে কোন বাধা নেই তো?'

'দেখা যাক।'

আট

সন্ধের একটু আগে অ্যাপারসন'স্ পৌঁছল ওরা দু'বন্ধু। সূর্য তখন পশ্চিম দিগন্তে জমে ওঠা খণ্ড খণ্ড কিছু মেঘকে সিঁদুরে রঙে রাঙিয়ে দিয়ে ডুবে যাওয়ার আয়োজন সম্পন্ন করেছে।

আশপাশে বেশ কয়েকটা ওয়াগন দেখা গেল, গাছ-গাছালীর ফাঁকে প্রচুর স্যাডলার্সও আছে। হিচিং রেইলে ঘোড়া বাঁধার সময় চোখের কোণে পরিচিত কিছু একটা ধরা পড়তে হাত থেমে গেল ওয়েনের,

সার্কেল-এর র‍্যাঞ্চ ওয়াগন না? হ্যাঁ, তাই তো! আলো কমে এলেও ওটার টেইলগেটের ব্র্যান্ড দূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দ্রুত এদিক-ওদিক দেখে নিল ও। না, এডি বা এলোইস নেই ধারেকাছে।

ফ্র্যাঙ্ককে নিজের ঘোড়া বেঁধে সেলুনের দিকে পা বাড়াতে দেখে তার চওড়া পিঠের দিকে তাকিয়ে থাকল ওয়েন। ভাবছে, ও দেখে ফেলেনি তো ওয়াগন? না, ভাবভঙ্গি দেখে তেমন মনে হলো না।

'গলা ভেজাতে হবে,' পিছন ফিরে পার্টনারের উদ্দেশে এক চোখ টিপল সে। 'চলে এসো।'

চেপে রাখা দম ছেড়ে এগিয়ে গেল ও, দুই বন্ধু একযোগে ভেতরে ঢুকল। বাঁ দিকের এক প্ল্যাটফর্মে বসে পিয়ানো বাজাচ্ছে ছোটখাট বিল অ্যাপারসন। লোকটার এক চোখ অন্ধ, কালো পট্টি দিয়ে ঢাকা। বাজনার তালে তালে কিছু নারী-পুরুষ যুগলবন্দী হয়ে নাচছে। রুথিও আছে তাদের মধ্যে—এক অল্পবয়সী কাউহ্যান্ডের সাথে নাচছে। অপূর্ব লাগছে ওকে দেখতে।

ওয়েনকে দেখে নীরবে হাসল মেয়েটা, নাচ থামিয়ে কপালে জমে ওঠা ঘাম মুছে ওর দিকে পা বাড়াতে গিয়েও জমে গেল ওয়েনের পার্টনারের ওপর চোখ পড়তে। হাসিটা জমাট বেঁধে গেল। 'তোমরা এখানে?' চেহারায় উদ্বেগ ফুটল ওর।

'আমার ভাই এডিকে খুঁজছি ... এলোইসকেও,' ফ্র্যাঙ্ক জবাব দিল নির্বিকার কণ্ঠে। 'তুমি দেখেছ ওদের?'

'না ...' চোখের পাতা কেঁপে গেল যুবতীর, আড়চোখে ওয়েনের দিকে তাকিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়াল। 'দেখিনি!'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ফ্র্যাঙ্ক। 'খুব খিদে পেয়েছে, রুথি। কিছু খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করো।' ডান্স ফ্লোরের পাশের একটা খালি টেবিলে বসল। আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'তুমি আবার চলে যেয়ো না। আমার সাথে থেকো, কেমন?'

জবাবের আশায় না থেকে খাবারের অর্ডার দিল লোকটা। 'ওয়াগন হুইল সাইজের একজোড়া স্টিক নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি। সাথে বড় দুই

বাউল ফ্রিয়োল আর ফ্রাইড পটেটো। আর দু'টো গ্লাসসহ এক বোতল হুইস্কি।'

'একটা গ্লাস,' তৎক্ষণাৎ বলল ওয়েন। পার্টনারের দিকে ফিরল. 'আমি তো জানতাম তুমি হুইস্কি খাও না।'

'আজ আমার বিয়ে, ম্যান!' শ্রাগ করল সে। 'জীবনের সবচে' বড় আনন্দের দিন। আজকেও দু'এক ঢোক না খেলে চলে?'

কেমন যেন সন্দেহ হলো ওয়েনের। মনে হলো ওয়াগনটা দেখে ফেলেছে ও, অথচ না দেখার ভান করছে। কেন? বিশেষ কোন মতলব আছে নাকি? উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ও।

রুথি ফিরতে প্লেটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বিশালদেহী লোকটা, গোগ্রাসে গিলতে শুরু করে দিল। ওয়েন তেমন কিছু খেল না। প্রায় সারাক্ষণই হাত গুটিয়ে বসে থাকল, অজানা আশঙ্কায় খিদে নষ্ট হয়ে গেছে। এক বোতল হুইস্কি একাই শেষ করল ফ্র্যাঙ্ক, তারপর আরও এক বোতলের অর্ডার দিল।

'এত বেশি গিললে র‍্যাঞ্চে ফিরবে কি করে?' ওয়েন বলল। 'রাত হয়ে যাচ্ছে না?'

'র‍্যাঞ্চে? আজ র‍্যাঞ্চে ফিরব কে বলল?' এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল সে। 'আজ আমরা এখানেই থাকছি।'

'আমার মনে হয় ...' খাওয়া ছেড়ে পার্টনারকে আচমকা লাফিয়ে উঠতে দেখে থেমে গেল ও।

রুথি শুকনো মুখে ওয়েনের চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, ওকে টান মেরে ফ্লোরে নিয়ে গিয়ে নাচতে শুরু করে দিল সে। উন্মত্ত গ্রিজলির মত লাগল লোকটাকে, এলোপাতাড়ি নেচে বেড়াচ্ছে রুমটার সর্বত্র। ফ্লোরে ওর বুটের প্রতিটা আঘাতকে হাততালি আর বিকট উল্লাস ধ্বণি দিয়ে স্বাগত জানাল দর্শকরা। বাজনা থেমে যেতে টেবিলে দু'হাতের ভর রেখে হাঁপাতে লাগল সে, বুনো দৃষ্টিতে তাকাল। শার্ট ঘামে ভিজে গায়ের সঙ্গে লেগে রয়েছে। হঠাৎ ওয়েনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল সে। 'এদের বেডরুমগুলো দেখতে চাই আমি।'

ভয়ে রুথির চেহারা শুকিয়ে উঠল, ওয়েন কিছু বলার আগেই ফ্র্যাঙ্কের হাত ধরে টানল সে। 'এসো নাচি।'

জবাব দেয়ার দরকার মনে করল না লোকটা, ঝাঁকি মেরে হাতটা ছুটিয়ে নিয়েই হন্ হন্ করে কাছের অল্প আলোকিত হলের দিকে এগিয়ে গেল। এক টীমস্টারের সাথে কথা বলছিল সংক্ষিপ্ত পোশাক পরা ছোটখাট এক সুন্দরী, তার পায়ের ধুপ্ ধাপ্ শব্দে ঘুরে তাকিয়েই আঁতকে উঠল। প্রায় দৌড়ে সরে গেল তার পথ থেকে।

হলে ঢোকার আগমুহূর্তে পিছন থেকে ওর হাত ধরে ফেলল ওয়েন চ্যানট্রি। 'বাদ দাও, ফ্র্যাঙ্ক। বাড়ি চলো।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসির ভঙ্গি করল সে, পরক্ষণে 'বাড়ি? এই তো যাচ্ছি!' বলেই প্রচণ্ড এক ঘুসি ছুঁড়ল ওর মুখ সই করে। সময়মত ঝট্কা মেরে মুখ সরিয়ে নিল ওয়েন, পিছনের বন্ধ এক দরজার ওপর গিয়ে দড়াম করে পড়ল ঘুসিটা। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল ফ্র্যাঙ্ক, দ্রুত হাত ঝাড়া দিয়ে হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াল।

প্রায় একই মুহূর্তে সশব্দে খুলে গেল দরজাটা, লং জন পরা ঢ্যাঙামত এক যুবককে দেখা গেল সেখানে। পিছনে এক যুবতীও আছে, তার কাঁধের ওপর দিয়ে বিরক্ত চোখে উঁকি মারছে।

গর্জন করে উঠল যুবক, 'কি হচ্ছে এ-এ ...!' নাকের সামনে দাঁড়ানো পাহাড় সমান ক্ষিপ্ত লোকটা হেভি গান হাতে কাউকে খুঁজছে বুঝতে পেরে জবান জড়িয়ে গেল তার, সুন্দরীকে কনুইয়ের ধাক্কায় পিছনে সরিয়ে দিয়ে দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল।

'ওরা কোন্ রুমে আছে, রুথি?' চোখের কোন দিয়ে ওয়েনকে নড়তে দেখে ঝট্ করে ঘুরল সে, ওর পেট সই করে পিস্তল ধরে দাঁতে দাঁত চাপল, 'তুমি আমার পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলাতে আসবে না, বুঝতে পেরেছ?' জবাবের অপেক্ষায় না থেকে তখনই আবার মেয়েটার দিকে ফিরল সে। 'কোন্ রুমে?'

'ওরা ... ওরা ...'

'বলো, বলো!' ধৈর্য হারাতে লাগল ফ্র্যাঙ্ক। 'কোন্ রুমে আছে?'

লোকটার গান আচমকা নিজের কপাল বরাবর উঠে এসেছে দেখে সশব্দে আঁতকে উঠল রুথি। 'নয় ...' ফুঁপিয়ে উঠে বলল, 'নয় নম্বরে আছে! ডানদিকের শেষ মাথার রুমে।' অসহায়ের মত ওয়েনের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলল।

ফ্র্যাঙ্ক ব্যস্ত পায়ে নয় নম্বরের দিকে যাচ্ছে দেখে ওয়েনও পিছন পিছন এল। নির্দিষ্ট দরজার কাছে এসে বন্ধুর গানটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করল সে, কিন্তু পারল না। তার আগেই কাঁধের প্রচণ্ড ধাক্কায় দরজা ভেঙে ঢুকে পড়েছে পার্টনার। অন্ধকার রুমটা হলরুমের ল্যাম্পের আলোয় হঠাৎ হেসে উঠল যেন। সব স্পষ্ট দেখতে পেল ওয়েন।

এমন অচিন্তনীয় অনুপ্রবেশের ঘটনায় রুমের দুই বাসিন্দা প্রাণভয়ে চিৎকার করে উঠল। ছিট্কে বেডের আরেক প্রান্তে সরে গেল তারা, চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে হাঁ করে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক সেকেন্ড। এক টুকরো সুতোও নেই কারও দেহে। প্রথমে হুঁশ ফিরল এলোইসের, পায়ের কাছে দলা হয়ে থাকা একটা কম্বল ছোঁ মেরে টেনে নিয়ে বুক ঢাকল সে। চড়া, তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে বলল, 'মিস্টার ডেভলিন! প্লিজ! প্লিজ ...'

ওদেরকে অগ্রাহ্য করে ওয়েনের দিকে ফিরল লোকটা। 'শুনলে কি বলে ডাকছে? মিস্টার ডেভলিন! আজ আমি ওর কাছে শুধুই মিস্টার ডেভলিন! মাই গড। অথচ এর জন্যে ...!' চেহারা লাল হয়ে উঠল তার, হেভি পিস্তল কক্ করার শব্দ হলো। ওটা তুলতেও যাচ্ছিল সে, কিন্তু শেষ সময়ে হাত থেমে গেল।

ঝুঁকে কম্বলটা টান মেরে সরিয়ে নিল সে, এক পা ধরে মেয়েটাকে হিড়হিড় করে কাছে টেনে আনল। মরিয়া হয়ে দু'হাতে বুক এবং গোপনাঙ্গ ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল সে-তার সাথে গোঙাচ্ছে, ফোঁপাচ্ছে, পাগলের মত চিৎকার করছে।

অন্যদিকে ওয়েন চ্যানট্রি হন্যে হয়ে পার্টনারকে নিরস্ত্র করার সুযোগ খুঁজছে, কিন্তু সুবিধা করে উঠতে পারছে না। এই অবস্থায় ওর হাতে কোনরকম বেকায়দা ঝাঁকি লেগে গেলে পিস্তলের গুলি ছুটে

যেতে পারে বলে হুড়োহুড়ি করতেও সাহস পাচ্ছে না, খুব সতর্কতার সাথে এগোতে হচ্ছে ওকে।

সমস্ত চিৎকার, প্রতিবাদ আর কান্নাকাটি অগ্রাহ্য করে মেয়েটাকে কাছে নিয়ে আনল ফ্র্যাঙ্ক। খোলা দরজার সামনে তামাশা দেখতে জড় হওয়া দর্শকদের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল, 'কামন, বয়েজ! কাছে এসে দেখে যাও, এরা ...'

'ফ্র্যাঙ্ক!' চিৎকার করে উঠল এডি, বেডের কাছে ফ্লোরে রাখা নিজের গান তোলার চেষ্টা করল, কিন্তু সুযোগ দিল না ক্ষিপ্ত লোকটা। এলোইসের পা ছেড়ে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ভয়ঙ্কর থাবড়া মেরে বসল ওর নাকেমুখে। বেড থেকে হুড়মুড় করে পড়ে গেল এডি, পুরো অ্যাপারসন'স্ কেঁপে উঠল থর থর করে। মাঝখান থেকে দু'ভাগ হয়ে গেছে এডির ঠোঁট, রক্ত ঝরছে দরদর করে।

ফ্র্যাঙ্ককে তার কুঁচকি লক্ষ্য করে পিস্তল তুলতে দেখে ওর মধ্যেও আঁতকে উঠল যুবক, ঠোঁটের দুঃখ ভুলে হাত দিয়ে ভাইয়ের নিশানা আড়াল করে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'মেরে ফেলো, ভাই! মেরে ফেলো আমাকে! কিন্তু ওখানে না। ওখানে গুলি কোরো না, প্লিজ। আমরা ... আমরা দু'জন বিয়ে করছি। আমরা ...'

হঠাৎ দু' কাঁধ ঝুলে পড়ল ফ্র্যাঙ্ক ডেভলিনের। 'কি বললে? বিয়ে করেছ তোমরা?'

এতক্ষণে সুযোগ পেল ওয়েন, পার্টনারকে অমনোযোগী হয়ে উঠতে দেখে থাবা দিয়ে তার পিস্তলটা কেড়ে নিল। আটকে রাখা দম ছেড়ে বুকের ভার হালকা করে কোমরে গুঁজল সেটা। কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক ব্যাপারটা খেয়ালই করল না। 'বিয়ে?' আবার বলল সে।

'হ্যাঁ।' জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল এডি, ভেউ ভেউ করে কাঁদছে। ওর মধ্যেই কোনমতে বলল, 'বিয়ে করেছি আমরা, আজ সকালে। প্রীচার আমাদেরকে ...' এলোইস হঠাৎ মড়াকান্না শুরু করে দেয়ায় থেমে গেল সে। বিছানায় গড়িয়ে পড়ে হাপুস নয়নে কেঁদে বুক ভাসাতে ল্যাগল মেয়েটা। হল সম্পূর্ণ নীরব, কারও মুখে কথা নেই।

চোখ পিট্ পিট্ করে এডির দিকে তাকাল ফ্র্যাঙ্ক। 'সত্যি?'

'হ্যাঁ। লাইসেন্স আছে আমাদের, দেখাচ্ছি।'

ওকে চেয়ারের কাঁধে ঝোলানো কোটের দিকে হাত বাড়াতে দেখে মাথা নাড়ল সে। 'কোথায় যাচ্ছিলে তোমরা?' প্রশ্নটা করল নির্জীবের মত। মনে হলো এ জগতে নেই।

'প্রেসকট,' এডি কাঁপা কাঁপা গলায় জবাব দিল। এরমধ্যে কম্বল দিয়ে এলোইসকে ঢেকে দিয়েছে। 'সেখান থেকে স্টীমারে কলোরাডো হয়ে সেইন্ট লুই চলে যাব। আমরা ভালোবেসে এ কাজ করে ফেলেছি, ভাই! আমি ... আমি দুঃখিত ...' কান্নায় গলা বুজে এল তার। রক্তের সাথে চোখের পানি মাখামাখি হয়ে গেল।

'রুথি, আমাকে কালি, কলম আর কাগজ এনে দাও,' আরেকদিকে তাকিয়ে বলল ফ্র্যাঙ্ক। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে।

ওয়েন পাশ থেকে নিচু গলায় সতর্ক করল, 'বোকার মত কিছু করে বোসো না যেন।'

কড়া চোখে ওর দিকে তাকাল সে, জবাব দেয়ার দরকার মনে করল না। জিনিসগুলো পৌছতে বেডের কিনারায় বসে ঘরের একমাত্র চেয়ারটা কাছে টেনে আনল সে। এডির ঘড়ি আর কিছু কয়েন ছিল ওপরে, সব থাবা মেরে মেঝেতে ফেলে দিয়ে ওটাকে ডেস্ক বানিয়ে কাগজটায় দ্রুত কিছু লিখল। তার নিচে নাম সই করে বিছানায় ফেলে দিল। 'এটা আমাদের সার্কেল-এর কুইট-ক্লেইম ডীড। আমার অংশ এডির নামে লিখে দিলাম।'

'এটা কোন কাজের কাজ হলো না!' বলতে বলতে কাগজটা ধরার জন্য হাত বাড়িয়েছিল ওয়েন, কিন্তু হেরে গেল এলোইসের কাছে। আগেই থাবা দিয়ে কাগজটা তুলে নিল ও। ব্যাপার চোখে পড়তে ওয়েনের দিকে ফিরে হা হা করে হেসে উঠল ফ্র্যাঙ্ক ডেভলিন।

'এডি, আজ থেকে ওয়েন চ্যানট্রির পুরোদস্তুর পার্টনার হলে তুমি। এরপর আমাকে আর পাবে না, সমস্ত বোঝাপড়া এখন থেকে ওর সাথেই করতে হবে তোমাকে। সো, গুড লাক।' বিদায় জানানোর

ভঙ্গিতে এক হাত নেড়ে অন্য হাতে রুথিকে জড়িয়ে ধরে রুম থেকে বেরিয়ে এল সে। টলতে টলতে সামনের বড় রুমে এসে বসল। অদ্ভুতরকম নীরব হয়ে আছে রুমটা। অ্যাপারসন বারের ওপাশে দাঁড়িয়ে এক চোখে পর্যবেক্ষণ করছে ফ্র্যাঙ্ককে।

'এভাবে সমস্ত অধিকার ছেড়ে দিতে পারো না তুমি,' ওয়েন বলে উঠল এক সময়। 'র‍্যাঞ্চ ...'

'ওই র‍্যাঞ্চের চেহারা জীবনেও আর দেখতে চাই না,' রুথিকে টেনে কোলের ওপর বসাল সে। ওর গাল থেকে কয়েক গাছি চুল আদর করে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি অনেক ভাল মেয়ে। আজ থেকে তুমি আমি একসাথে থাকব। ঠিক আছে?'

অনুমোদনের আশায় অ্যাপারসনের দিকে তাকাল মেয়েটা। নীরবে মাথা দুলিয়ে সায় দিল সে। ওয়েনের দিকে তাকাল ফ্র্যাঙ্ক ডেভলিন, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'দুঃখিত। ভাইকে খুব বেশি বিশ্বাস করে তোমার মত বন্ধুকে ভুল বুঝেছিলাম। তাই আজ থেকে ওর ভার তোমার হাতেই ছেড়ে দিলাম। আশা করি রোজ অন্তত একবার করে নরক দেখিয়ে আনবে ওকে।'

'এসব কোন কাজের কথা না, ফ্র্যাঙ্ক,' বন্ধুর কাঁধে হাত রাখল ও। 'ডীডটা ফিরিয়ে নাও।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সে। 'তোমাকে তো আগেই বলেছি আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলাবে না। তাছাড়া আমি চাই ও তোমার পার্টনার হিসেবে থাকুক।'

'নিজের সবকিছুই তো ওদের দিয়ে ফেলেছ, নিজে কি করে চলবে ভেবে দেখেছ?'

'সে আমার ব্যাপার,' রেগে উঠল ফ্র্যাঙ্ক, 'আমি বুঝব। তোমাকে এসব নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। তুমি এখন যাও। আমি একটু একা থাকতে চাই।'

'ভালো করে ভেবে দেখো, এই র‍্যাঞ্চ গড়ার জন্যে দু'জনে কত পরিশ্রম করেছি আমরা। কত রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি।'

চোখ বুজে কপালের দু'পাশ টিপে ধরল লোকটা। মুখের চামড়া টানটান হয়ে উঠেছে, ঠোঁট বেঁকে গেছে ব্যথা সহ্য করার ভঙ্গিতে। 'বললাম না আমাকে একা থাকতে দাও?'

রাতটা ওখানেই কাটাল ওয়েন। ভেবেছিল সকালে মাথা ঠাণ্ডা হলে আরেকবার বন্ধুকে বোঝাবার চেষ্টা করবে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। ওর কোন কথাই কানে তুলল না সে।

নয়

র‍্যাঞ্চের সবাই ওয়েনের চেহারা দেখেই বুঝে নিল কোথাও কোন গণ্ডগোল ঘটে গেছে। ঘিরে ধরে নানান প্রশ্ন করতে লাগল: ফ্র্যাঙ্ক এবং তার বউ কোথায়, টাউন থেকে রাতেই ফিরে আসার কথা ছিল তাদের, কেন ফেরেনি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ওয়েন অল্প কথায় ঘটনা খুলে বলতে টম হেফটার মাথা ঝাঁকাল। বিস্মিত চেহারায় দাড়ি চুলকাতে লাগল। 'আমার সন্দেহ তাহলে মিথ্যে হয়নি!' মন্তব্য করল বিড়বিড় করে। 'আমি আগেই সন্দেহ করেছিলাম, এলোইসকে অ্যাটেন্ড করতে এডিকে পাঠানো ঠিক হয়নি, এরকম কিছু ঘটে যেতে পারে।' একটু বিরতি। 'গড্!'

'আরও আছে,' তিক্ত কণ্ঠে বলল ও। 'ফ্র্যাঙ্ক ওর র‍্যাঞ্চের শেয়ার এডির নামে লিখে দিয়েছে।'

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল প্রত্যেকে। বৃদ্ধ আরেকদিকে ফিরে উদাস ভঙ্গিতে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'এইটুকুই বাকি ছিল।'

এক ঘণ্টা পর সার্কেল-এ পৌঁছল নব-পরিণীত এডি ও এলোইস। মেয়েটা ওয়াগন সীটে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসা, মৃদু বাতাসে বনেটের নিচ থেকে বেরিয়ে থাকা কয়েক গাছি সোনালী চুল উড়ছে। এডি

গম্ভীর। কাছেই ওয়েনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দুর্বল হাসি ফুটল ওর মুখে। হাত নেড়ে বলল, 'হ্যালো ... পার্টনার!'

কাছে থাকা স্বত্ত্বেও ওয়েন সাহায্যের হাত বাড়াচ্ছে না দেখে এলোইস একাই নেমে এল ওয়াগন থেকে। এডি টীম নিয়ে বার্নের দিকে চলে যেতে স্কার্টের ধুলো ঝেড়ে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'গুড মর্নিং, মিস্টার ওয়েন।'

'ডীডটা কোথায়?' দূরাগত কণ্ঠে প্রশ্ন করল ও।

বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছিল মেয়েটা, প্রশ্ন শুনে থেমে ওর দিকে তাকাল। 'ওয়েফিল্ড কোর্টহাউসে। ফাইল করেছি।'

লম্বা করে দম নিল ওয়েন। 'তার মানে তোমরা থাকছ।'

'হ্যাঁ। মিস্টার ডেভলিনের ইচ্ছে পূরণ করব আমরা।'

'তুমি কতবড় নির্লজ্জ তা জানো?'

মুহূর্তের জন্য বিব্রত দেখাল ওকে। 'আমি ...'

মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে, চড় মারার জন্য হাত নিশপিশ করছে বুঝতে পেরে চট্ করে ঘুরে দাঁড়াল ওয়েন চ্যানট্রি। কিন্তু পা বাড়াবার আগেই ডেকে উঠল যুবতী, 'মিস্টার ওয়েন! এক মিনিট।' ঘুরে ওর সামনে এসে দাঁড়াল। 'সম্পদ বলে কোনদিন কিছু ছিল না আমার। এডিরও না। তাই ...'

'তাই কায়দা করে পরের কষ্টার্জিত সম্পদ গিলে খেয়ে ফেলার আয়োজন করেছ, এই তো?'

চোখ নামিয়ে নিল এলোইস। 'আমরা ইচ্ছে করে ঘটাইনি এ কাজ। কি ভাবে যেন ঘটে গেছে। তারপরও আমরা ... আমরা চেয়েছি তাকে সত্যি কথাটা খুলে বলতে। কিন্তু ভয়ে ...'

'যা ঘটাবার ঘটিয়ে ফেলেছ। এখন সে কেচ্ছা নিয়ে আমার কাছে কেঁদে কি হবে?' সরে আসতে যাচ্ছিল ও, এমন সময় এডি ফিরে এল বার্ন থেকে। এলোইসকে হাপুস নয়নে কাঁদতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে, সন্দেহের চোখে ওয়েনের দিকে ঘুরল। 'ওকে কি বলেছ তুমি?' কড়া গলায় প্রশ্ন করল সে। 'কাঁদালে কেন ওকে?'

অসহ্য রাগে চাঁদি গরম হয়ে উঠল ওয়েনের। তবু যথাসম্ভব শান্ত গলায় বলল, 'আর কখনও যদি আমার সাথে এই সুরে কথা বলেছ, কপালে অনেক দুঃখ আছে তোমার।'

বউয়ের সামনে এভাবে অপদস্থ হয়ে এডির পৌরুষের গোড়ার মাটি ঝুরঝুরে হয়ে গেল, কয়েক মুহূর্ত চোখমুখ কুঁচকে ওয়েনের দিকে তাকিয়ে থেকে ব্যস্ত হয়ে ড্র করার জন্য হাত বাড়াল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে আপনা থেকেই হাত থেমে গেল ওর, বেকায়দা ভঙ্গিতে দেহের পাশে ঝুলতে লাগল সেটা।

ওয়েন চ্যানট্রির চাউনির মধ্যে এমন কিছু ছিল, যা দেখে কলজের পানি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

কয়েকদিন পর দুপুরের দিকে সার্কেল-এর উত্তর বাউন্ডারির কাছে জো রুডের সাথে দেখা হয়ে গেল ওয়েনের। আজ কালো স্যুট পরেছে লোকটা। ট্রাউজার পালিশ করা বুটের ভেতরে গোঁজা। সাথে রয়েছে বিশালদেহী ডেনভার কোয়েল ও ছুঁচোমুখো সিড স্যালোন।

স্যাডলহর্নে এক হাত রেখে আয়েশ করে বসে আছে কোয়েল, ওয়েনের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসছে। যদিও মাঠে মারা যাচ্ছে তার চেষ্টাকৃত হাসিটা, কারণ ও তাকাচ্ছেই না লোকটার দিকে।

পকেট থেকে একটা সিগার বের করে ধরাবার উদ্যোগ নিল রুড। 'পার্টনার হারানো খুব কষ্টকর, কি বলো?'

ওয়েন জবাব না দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে পিছন থেকে বলে উঠল সে, 'ফাইটের খবর পেয়েছ তো?'

ঘোড়া দাঁড় করিয়ে ফেলল ও। 'কিসের ফাইট?'

'ফ্র্যাঙ্ক আর কোয়েলের ফাইট, শোনোনি!' বিস্ময় ফুটল তার চেহারায়। 'ওয়েফিল্ডে হবে। ওয়াগন ইয়ার্ডে।'

'তোমার নতুন খেলা?'

দ্রুত মাথা নাড়ল রুড। 'খেলা না, খেলা না। মিস্টার ডেভলিনের ইচ্ছাতেই ফাইটের আয়োজন করা হয়েছে। পাঁচ হাজার ডলারের

ফাইট। আগামী শনিবার। আশা করছি সেদিন টাউনে পা রাখার জায়গা থাকবে না।'

সময় নষ্ট না করে তখনই ফ্র্যাঙ্কের সাথে দেখা করতে চলল ও। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত হয়ে যখন অ্যাপারসন'স্ পৌঁছল, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। পকেটের পয়সা ফুরিয়ে যাওয়ায় আগেই সেলুন ছেড়ে দিয়েছে ফ্র্যাঙ্ক, রুথিকে নিয়ে পিছনের একটা শ্যাকে গিয়ে উঠেছে। সেখানেই পাওয়া গেল তাকে, কড়া রোদের মধ্যে ইয়ার্ডে বালির বস্তা নিয়ে ব্যায়াম করছে। 'কি হচ্ছে এসব?' জিজ্ঞেস করল ওয়েন।

'মাসলের যত্ন। ব্যয়াম।'

'এই অসময়ে!'

'ফাইটের খবর পাওনি?'

'পেয়েছি। কিন্তু ফাইটের কি দরকার পড়ল?'

'কি আবার? টাকা! রুথির টাকায় আর কত চলা যায়, নিজেকে কিছু করতে হবে না? তাই ঠিক করেছি ...'

'ভুল করেছ তুমি,' বাধা দিল ওয়েন। 'আমি শুনেছি ওই লোক বেয়ারনাকল চ্যাম্প।'

হেসে উঠল ফ্র্যাঙ্ক। ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'আমাদের সময়ে ওরকম দু'চারজনের সাথে আমিও ফাইট করেছি, তুমি দেখেছ।' ওকে নিয়ে শ্যাকের ছায়ার দিকে এগোল।

'বোকার মত কথা বলছ তুমি। তাদের কেউ কোয়েল ছিল না।'

চোয়াল ডলল সে, বিরক্ত। 'তা ছিল না। আমি সেসব জেনেশুনেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কারণ টাকার দরকার আমার।' আবার বালির বস্তার কাছে ফিরে গেল সে।

চিন্তিত মনে কিছুক্ষণ ফ্র্যাঙ্কের ব্যায়াম দেখল ওয়েন, তারপর রুথির খোঁজে অ্যাপারসন'স্-এ এসে ঢুকল। ওকে দেখতে পেয়ে দ্রুত এগিয়ে এল মেয়েটা। উদ্বিগ্ন চেহারা, চোখের নিচে হালকা কালির ছাপ। ওকে একপাশে টেনে নিয়ে এল ওয়েন।

'ফাইট করার বুদ্ধি কোথেকে পেয়েছে ও?'

'জো রুডের কাছে। ফাইটে জিততে পারলে পাঁচ হাজার ডলার পাবে ও। টাকাটা খুব দরকার।'

'কেন? এত টাকা কি জন্যে দরকার?'

'ও আমাকে নিয়ে মেক্সিকো চলে যাবে ঠিক করেছে। এ দেশে আর থাকবে না।'

শনিবার সময়মত টাউনে চলে এল ওয়েন চ্যানট্রি। প্রচণ্ড ভিড়। দিনটা কাউহ্যান্ড আর মাইনারদের পে-ডে বলে এমনিতেই টাউন গরম থাকে। ডায়াবলো রেঞ্জের সবখান থেকে টাউনে আসে মানুষ, সারাদিন আনন্দ-ফুর্তি করে কষ্টার্জিত টাকা উড়িয়ে কিছুটা ভারমুক্ত হয়। তারপর সপ্তাহের সাপ্লাই কিনে নিয়ে বাড়ি ফেরে।

চিৎকার, হাঁকডাক আর হাসাহাসির শব্দে মাঝসকালেই ওয়েফিল্ড সরগরম দেখল ওয়েন। ধুলোয় চারদিক অন্ধকার। হিচ রেইলে ঘোড়া বেঁধে সোজা হতেই রুথিকে ছুটে আসতে দেখে আড়ষ্ট হয়ে উঠল ও। মেয়েটার চেহারা শুকনো দেখে কিছু একটা ঘটেছে সন্দেহ হলো। 'কি হয়েছে, রুথি?'

'তোমার বন্ধু কাল রাত থেকে পুরো মাতাল হয়ে আছে,' রুদ্ধশ্বাসে বলল সে। 'তবু বলছে ফাইট করবে। এই অবস্থায় লাগতে গেলে কোয়েল ওকে মেরেই ফেলবে!'

মেয়েটার চোখে পানি দেখা দিয়েছে লক্ষ করে এক হাতে ওকে কাছে টেনে আনল ওয়েন। 'শান্ত হও। কোথায় আছে ও?'

'নাইটিঙ্গেলে।' চোখ মুছল মেয়েটা।

বাগি, ওয়াগন আর স্যাডলের জ্যামের মধ্যে দিয়ে সেলুন বিল্ডিঙের দিকে তাকাল ও। ঢোকার মুখে বেশ ভিড় দেখা গেল। জো রুডও রয়েছে তার মধ্যে, নাইটিঙ্গেলে ঢুকতে যাচ্ছে। ওদের দু'জনকে অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখে মুখ টিপে হাসল লোকটা।

'একে একে প্রিয় মেয়েমানুষেরা সবাই হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে,' মাথা নাড়ল আফসোসের ভঙ্গিতে। 'ফ্র্যাঙ্ক তাহলে কি নিয়ে বাঁচবে?'

ভিড় সামলে বোর্ডওয়াকের দিকে এগিয়ে চলল ওয়েন, জবাব দেয়ার দরকার মনে করল না। পিছন থেকে রুড আবার বলে উঠল, 'আমার কাছে ফাইটের কিছু টিকেট আছে, তোমার লাগবে নাকি?'

এবারও জবাব দিল না ওয়েন। চাপা গলায় বলল, 'একবারেই ধনী হওয়ার পরিকল্পনা করেছে নাকি ব্যাটা?'

'ধনী হওয়ার পরিকল্পনা?' রুথি হাসতে গিয়ে মুখ বাঁকাল। 'ফ্র্যাঙ্কের যা অবস্থা, দেখলে ওর সব পরিকল্পনা মাথায় উঠবে।'

সেলুন বরাবর রাস্তার অন্য পারে ওয়েফিল্ড হাউসের কাছে থামল ওয়েন। 'তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি ওকে বাইরে নিয়ে আসছি। একা নিয়ে যেতে পারবে তো?'

'পারব,' মাথা ঝাঁকাল রুথি। 'তুমি শুধু নিয়ে এসো।'

রাস্তা পার হতে যাচ্ছিল ও, এমন সময় মেয়ে কণ্ঠে নিজের নাম শুনে ঘুরে তাকাল। অ্যালি ক্যারিংটন, ওয়েফিল্ড হাউসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওকে ডাকছে। 'তোমার সাথে কিছু কথা ছিল।'

'আমি খুব ব্যস্ত মিস্ ... ইয়ে, আচ্ছা, আসছি! তুমি সেলুনে যাও, রুথি। আমি আসছি।' ওয়াক পেরিয়ে অ্যালির মুখোমুখি হলো ও।

আগের চেয়ে বেশ শুকনো লাগল মেয়েটাকে। কিছুদিন আগে চাচা মাইকের মৃত্যুতে সম্পূর্ণ একা হয়ে গেছে ও, খবর পেয়েছে ওয়েন। কিন্তু নিজের ঝামেলা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে সেদিকে তাকাবার সময় পায়নি। 'তোমার চাচার ব্যাপারে আমি দুঃখিত, মিস্ ক্যারিংটন।'

মাথা দোলাল ও। 'ধন্যবাদ। আমি ভাবলাম এখন হয়তো তোমার সার্কেল-এর অবস্থান বদলে গেছে, আমার ফোরম্যান হওয়ার প্রস্তাবটা তুমি নতুন করে ভেবে দেখবে। তাই ...'

'কিছুই বদলায়নি, মিস্ ক্যারিংটন।'

অবাক হলো মেয়েটা। 'তাই নাকি? কিন্তু আমি তো ...'

'কি?' সন্দেহ ফুটল ওর চেহারায়।

'জো রুডের মুখে শুনলাম, সার্কেল-এর তোমার অংশ নাকি সে কিনে নিচ্ছে, সে আর এডি মিলে চালাবে র‍্যাঞ্চ!'

'ভুল খবর পেয়েছ তুমি, মিস্ ক্যারিংটন,' শুকনো হাসি হাসল ওয়েন। 'তেমন কিছু করার ইচ্ছে নেই আমার।'

'তোমার "মিস্ ক্যারিংটন", "মিস্ ক্যারিংটন" থামাবে দয়া করে?' ফ্লোরিঙে বুট পরা পা ঠুকল যুবতী, প্রচণ্ড অভিমানে চোখ ঠেলে পানি বেরিয়ে এসেছে। তেজের সাথে পানি মুছে রেলিঙে পেটের ভর রেখে ঝুঁকে এল অ্যালি। 'আমি ভেবেছিলাম হয়তো ... হয়তো আমার কথা ধৈর্য ধরে শুনবে তুমি।'

'কিন্তু লোকটা মিথ্যে বলেছে, মিস্ ...

ঝট্ করে সোজা হলো সে, ওয়েনকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ঝড়ের গতিতে হোটেলের ভেতরে চলে গেল। হলে তার দৌড়ের দুম্ দুম্ শব্দ উঠল। কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকল ওয়েন, তারপর শ্রাগ করে রাস্তা পেরিয়ে সেলুনে এসে ঢুকল।

সেলুনের মাঝামাঝি জায়গায় ফ্র্যাঙ্ককে বসা দেখা গেল। উজবুকের দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে, মুখে বোকাটে হাসি। সামনের টেবিলে হুইস্কির আধ খালি একটা বোতল রাখা আছে, খানিক পরপর ওটা তুলে ঢক্ ঢক্ করে গলায় ঢালছে সে। রুথি ওকে দাঁড় করানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে খানিক পর পর।

জো রুড ভেস্টের পকেটে দুই বুড়ো আঙুল ভরে তার সামনে দাঁড়ানো, চোখমুখ রাগে কুঁচকে আছে। 'তুমি ভয় পেয়েছ, মিস্টার ডেভলিন!' অভিযোগের সুরে বলল সে। 'ভয় পেয়ে ড্রিঙ্ক করেছ যাতে ফাইট করতে না হয়, তাই তো?'

'আমি ফাইট করতে ...' মাথা হেলে পড়ল ওর।

'অথচ তোমার অনুরোধেই ফাইটের আয়োজন করেছিলাম আমি,' তিক্ত কণ্ঠে বলল সে। 'আর তুমি কিনা সব ... !'

'দাঁড়াও,' ফ্র্যাঙ্কের দিকে এগিয়ে এল বিশালদেহী কোয়েল, 'আমি ওর হুঁশ ফেরাবার ব্যবস্থা করছি। চিন্তার কিছু নেই।'

ওকে চেয়ার থেকে তোলার নানান কসরত শুরু করে দিল লোকটা, কিন্তু নড়াতেই পারল না। মনে হলো হয় হাড়গোড়বিহীন কাদার দলায়

পরিণত হয়েছে ফ্র্যাঙ্ক, নয়তো চেয়ারের সাথে তার শেকড় গজিয়ে গেছে। প্রথম দফা ব্যর্থ হয়ে পিছনে এসে দাঁড়াল কোয়েল। হাঁপ ধরে যাওয়ায় ড্রামের মত চওড়া বুকের ছাতি হাঁপরের মত উঠছে-নামছে। একটু পর পিছন থেকে ফ্র্যাঙ্কের বগলের নিচে দু' হাত ভরে দিয়ে দ্বিতীয়বারের মত চেষ্টা শুরু করতে যাচ্ছিল সে, এমন সময় পিছন থেকে একটা ভারী কণ্ঠ শুনে থেমে গেল।

'ছেড়ে দাও ওকে!' নির্দেশের সুরে বলল কেউ।

উপস্থিত সবার মত কোয়েলও ঘুরে তাকাল। 'কে বলল কথাটা?'

ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এল ওয়েন চ্যানট্রি। 'আমি,' কোমরে হাত রেখে দাঁড়াল। 'ও এখন পুরো মাতাল। আজ ওকে দিয়ে ফাইট হবে না, দেখতেই পাচ্ছ।'

'দরদ দেখাতে এসেছ?' কটমট করে তাকাল কোয়েল। 'আগে ব্যাটার হুঁশ ফেরাবার ব্যবস্থা করি, তারপর দেখবে ...'

'তুমি কানে কম শোনো নাকি?' কাছে এসে বন্ধুর বাহু চেপে ধরল ওয়েন। 'ফ্র্যাঙ্ক, ওঠো! বাড়ি চলো।'

'আমার তো কোন বাড়ি নেই!' নির্বোধের চেহারা করে হাসল সে।

'আছে। সার্কেল-এ তোমার বাড়ি।'

সমস্যা ঘটতে যাচ্ছে টের পেয়ে এড ক্যাভেনডিশ বারের পিছন থেকে বেরিয়ে এল। নার্ভাস চেহারা, কোমরের বেল্ট ধরে ঘন ঘন ওপরে টানছে। 'প্লিজ, আমার এখানে কোন ঝামেলা বাধিয়ে বোসো না তোমরা। আগেরবারের ঝামেলার চিহ্ন মেটাতে এক বছর লেগেছে আমার। আবার যদি ...' তার দিকে কারও নজর নেই বুঝতে পেরে থেমে অনবরত হাত কচলে চলল সে।

ওদিকে বারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জো রুড ও কোয়েলের মধ্যে দ্রুত চোখাচোখি হতে রুড মাথা ঝাঁকাল, পরক্ষণে আস্তিন গোটাতে আরম্ভ করল কোয়েল। উপস্থিত সবার দম আটকে গেল লোকটার বাহুর পাকানো পেশী দেখে, ভয় মেশানো শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। 'আমার কি মনে হয় জানো? এডি আর

এলোইসের নিত্য পিকনিকের খবর জানতে পেরে এর মাথা খারাপ হয়ে গেছে,' রুডের উদ্দেশে আপনমনে বলে চলল কোয়েল, মিটিমিটি হাসছে। 'নইলে কেউ নিজের সবকিছু এভাবে লিখে দেয়? কী দুর্ভাগ্য দেখেছ! একেই বলে ভাই হয়ে ভাইয়ের বুকে ছুরি বসানো। বাড়াবাড়িরও একটা সীমা থাকে। দিনের পর দিন সবার চোখের সামনে এমন সব কাণ্ড ...'

চেয়ার থেকে বন্ধুকে প্রায় তুলে ফেলেছিল ওয়েন, কিন্তু কোয়েলের বেশি দরদ অসহ্য লেগে উঠতে আবার বসিয়ে দিল। সোজা হয়ে ঠাণ্ডা চোখে তাকাল লোকটার দিকে। 'ওদের ব্যাপারে তোমার নোংরা মুখটা বন্ধ রাখো। আগে যা-ই করে থাকুক, এখন ওরা বিবাহিত।'

জো রুডকে বারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল, ঠোঁটে বাঁকা হাসি। তার একদিকে রয়েছে হাই বিশপ–এক হাত স্লিঙে বাঁধা। লোকটার চোখে স্পষ্ট খুনের নেশা। অন্যদিকে আছে ছোটখাট, সাপের চাউনিওয়ালা ছুঁচোমুখো সিড স্যালোন। ওয়েনের মনে হলো ভুল করে কেউটের গর্তে ঢুকে পড়েছে ও।

কে যেন চেঁচিয়ে উঠল 'শেরিফ ... শেরিফকে ডেকে আনো কেউ!'

'শেরিফ?' মাথা নাড়ল রুড। 'শেরিফ নেই। ট্যাক্স কালেক্ট করতে উত্তরে গেছে।'

ডেনভার কোয়েলকে এগিয়ে আসতে দেখে তার দিকে ঘুরল ওয়েন। উদ্দেশ্য পরিষ্কার লোকটার–ওয়েনের ধমক যে পছন্দ হয়নি, সেটা বুঝিয়ে দেয়ার এমন সোনালী সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না। লোকটার মত পাল্টাবার আশায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করে ড্র করল ও। কড়া সুরে বলল, 'থামো! আর এক পা-ও এগোবে না।'

হা হা করে হেসে উঠল রুড। 'ওটা জায়গায় রেখে দাও, ওয়েন! নিরস্ত্রকে হত্যার সাজা ফাঁসি, তা জানো তো?'

'আমি আমার পার্টনারকে এখান থেকে নিয়ে যেতে এসেছি,' নজর কোয়েলের ওপর স্থির রেখে বলল ও। 'কেউ বাধা দিতে এলে কপালে অনেক ...' চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়তে ঝট্ করে ঘুরে

তাকাল ও, দেখল পিছন থেকে তিড়িং করে ওর হাঁটু লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিয়েছে সিড স্যালোন। সরে যাওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করল ওয়েন, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে।

জোর এক ধাক্কায় হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল ওর, চিত হয়ে পড়ে যাচ্ছে, এমন সময় ফ্র্যাঙ্কের চেয়ারে বাড়ি লেগে পিস্তলটা ছুটে গেল মুঠো থেকে, সঙ্গে সঙ্গে এড ক্যাভেনডিশ দৌড়ে এসে তুলে নিল সেটা। পর মুহূর্তে কপালের পাশে কোয়েলের বাঁ হাতের ভয়ঙ্কর এক ব্লো খেয়ে চোখে অন্ধকার দেখল ও, ছিট্‌কে চলে গেল দরজার কাছে। দর্শকরা হুড়োহুড়ি করে সামনে থেকে সরে গেল।

মাথা ঝাড়া দিয়ে হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে পড়ল ওয়েন। ষাঁড়টার সঙ্গে এই আটকা জায়গায় ফাইট করতে গেলে যে হাড়গোড় একটাও আস্ত থাকবে না, বুঝতে এক সেকেন্ডও দেরি হলো না। বাঁচতে হলে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে ওকে, খোলা জায়গায় নিয়ে যেতে হবে ষাঁড়টাকে। নইলে কপালে অনেক দুঃখ আছে আজ।

ঘুসি পাকিয়ে এগিয়ে আসতে থাকা দানবটার ওপর চোখ রেখে এক পা এক পা করে পিছাতে শুরু করল ও। কিন্তু তিন-চার পায়ের বেশি যেতে পারল না, পিছন থেকে কারও বাড়িয়ে রাখা পায়ে পা বেধে যাওয়ায় আবার সেলুন কাঁপিয়ে আছড়ে পড়ল।

এবার আর উঠে দাঁড়ানোর সময় পেল না, তার আগেই কোয়েল দৌড়ে এসে দু'হাতে মাথার ওপর তুলে ফেলল ওকে, গায়ের জোরে বাইরে ছুঁড়ে দিল। ভেতর থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে এসে বোর্ডওয়াকের কোনায় আছড়ে পড়ল ও। সেখান থেকে ডিগবাজি খেয়ে রাস্তায়।

দশ

পিছন পিছন ডেনভার কোয়েলও বেরিয়ে এল, কুকুরের মত দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। লোকটাকে মুখের সামনে ঘুসি বাগিয়ে তেড়ে আসতে দেখে রাগে উন্মাদ পোলার ভল্লুকের কথা মনে পড়ল ওয়েনের। প্রস্তুত হয়েই ছিল ও, ব্যাটা হাতের নাগালে আসামাত্র বুকে-পেটে অন্তত আধ ডজন শক্তিশালী ঘুসি ঝেড়ে দিল। যথেষ্ট জোর ছিল মারগুলোয়, কিন্তু তাতে লোকটার এগিয়ে আসার গতি সামান্য ব্যাহত হওয়া ছাড়া তেমন কোন লাভ হলো না ওয়েনের।

কয়েক পা পিছিয়ে এসেই আবার পূর্ণোদ্যমে এগোল ও, ব্যাটার নাকে-মুখে দমাদ্দম কয়েকটা ব্লো বসিয়ে দিয়ে ফের পিছিয়ে এল। জবাবে বুটের ডগা দিয়ে ওর কুঁচকি লক্ষ্য করে ভয়ঙ্কর লাথি চালিয়েছিল কোয়েল, কিন্তু সময় মত পিছিয়ে এসে পা-টা ধরে ফেলল ওয়েন, গায়ের জোরে এদিক-ওদিক মোচড়াতে লাগল।

ব্যথায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল লোকটা, দর্শকদের তৈরি করা বৃত্তের মাঝখানে এক পায়ে হাস্যকর ভঙ্গিতে নাচতে নাচতে ওকে ধরার চেষ্টা করতে লাগল। কয়েকবার মুচড়ে দিয়ে আচমকা পা-টা ছেড়ে দিল ও, বেসামাল হয়ে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে পিছিয়ে গিয়ে চিৎপটাং হয়ে রাস্তার ধুলোয় আছড়ে পড়ল কোয়েল।

'ওঠো!' বলল ওয়েন। 'যদি ফাইট করার খায়েশ থাকে উঠে পড়ো!'

ধাতস্থ হতে কয়েক মুহূর্ত সময় নিল কোয়েল, তারপর হঠাৎ করে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওদেরকে ঘিরে থাকা জনতা দ্রুত খানিকটা

পিছিয়ে গেল, জোর গুঞ্জন উঠল তাদের মধ্যে। বিকট এক গর্জন ছাড়ল ডেনভার কোয়েল, মত্ত দানবের মত ঝাঁপ দিল। বুনো আক্রোশে অন্ধের মত হাত-পা ছুঁড়ছে।

কিন্তু একে সে বিশাল, তারওপর ওজনেও ওর তুলনায় কয়েক গুণ ভারী, কাজেই সুবিধা করে উঠতে পারল না। তার বেশিরভাগ মারই সময় মত চট্ করে সরে গিয়ে ব্যর্থ করে দিল ওয়েন, বরং ফাঁক বুঝে উল্টে তাকেই জায়গা বেছে বেছে মারল। ব্যাপারটা অসহনীয় হয়ে উঠতে নিস্ফল আক্রোশে ক্রমাগত চেঁচাতে লাগল ষাঁড়টা। তবে ওর মধ্যেও যে দু'চারটা মার ওয়েনকে হজম করতে হলো, সেগুলো ছিল স্লেজহ্যামারের আঘাতের মত ভারী।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্তে ওর মুখের বাঁ পাশ ভেসে যেতে শুরু করল, তীব্র ব্যথায় পাঁজরের এখানে-সেখানে অসাড় হয়ে আসতে লাগল। কিন্তু ওয়েন দমল না। লোকটা যে ওকে হত্যার জন্যেই গায়ে পড়ে লড়াই বাধিয়েছে, সে কথা মনে রেখে ক্রমে আরও মরিয়া, আরও অদম্য হয়ে উঠতে লাগল। দু'জনের হুটোপুটির ফলে ধুলোয় ভরে উঠল চারদিক, ওয়েফিল্ডের আকাশ অন্ধকার হয়ে এল।

একটু পর পর মত্ত দানবের মত পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে ওরা। ষাঁড়ের মত মাথায় মাথা ঠেকিয়ে একে অন্যকে এক হাতে আঁকড়ে ধরে রেখে ঘুরছে, ভোঁশ ভোঁশ করে দম ছাড়ছে আর অন্য হাতে যদ্দূর সম্ভব ধোলাই করে নিচ্ছে প্রতিপক্ষকে। গড়ে অবশ্য কোয়েলের ভাগ্যেই বেশি মার জুটল।

তরমধ্যেই কি ভাবে যেন ওয়েনকে 'বাগে পেয়ে গেল সে, পরমুহূর্তে তার দু'হাতের হ্যাঁচকা টানে শূন্যে উঠে গেল ওর হালকা দেহ। ইচ্ছে ছিল আবার ছুঁড়ে মারবে ওকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোড়জোড় ছাড়া আর কিছু করার সুযোগ হলো না। কারণ প্রস্তুত হওয়ার আগেই ওয়েনের তর্জনির ভয়ঙ্কর খোঁচায় এক চোখ অন্ধ হয়ে যাওয়ার দশা হলো তার। অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল কোয়েল, ওকে ফেলে দিয়ে আহত চোখ চেপে ধরে এলোমেলো পায়ে পিছিয়ে

গেল। সামলে ওঠার সময় দিল না ওয়েন, তৎক্ষণাৎ দু'পা এগিয়ে এসে দুই চোয়ালে সর্বশক্তি দিয়ে পাঞ্চ ঝেড়ে দিল। পরক্ষণে আবার মারল ও, আবার, আবার। প্রতিটা মারের সাথে ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে যেতে লাগল কোয়েল, ঘাম আর রক্ত ছিট্‌কে উঠতে লাগল, জনতা চেঁচিয়ে উৎসাহ দিয়ে চলল ওয়েনকে।

ওদিকে জো রুডের মুখ অন্ধকার হয়ে এসেছে। তার ফোরম্যানের চেহারা দেখে মনের ভাব বোঝার উপায় নেই।

মাথা ঘুরতে লাগল কোয়েলের, এক জায়গায় ঠিকমত দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। সুযোগ বুঝে আরও কয়েক ঘা লাগাবে বলে এগোতে যাচ্ছিল ওয়েন, কিন্তু হাই বিশপের জন্য হলো না। ভিড়ের মধ্যে থেকে পা বাড়িয়ে ল্যাং মারল লোকটা, হুড়মুড় করে আছড়ে ফেলল ওকে। পরক্ষণে হুঙ্কার ছেড়ে এগিয়ে এলে কোয়েল, হাঁটু দিয়ে ওয়েনের চোয়ালে এমন এক আঘাত করল, ওর মনে হলো মাথার মধ্যে বজ্রপাত ঘটে গেছে যেন। ঘিলু বিস্ফোরিত হয়ে গেছে। চিত হয়ে পড়ে গেল ও, স্থবিরের মত পড়েই থাকল।

আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছে, মুখের সামনে থেকে কোয়েলের ধুলোয় মোড়ানো বুট পিছিয়ে গিয়ে শূন্যে স্থির হয়েছে, এখনই ওর মাথা লক্ষ্য করে ছুটে আসবে। এমন সময় একটা ক্ষীণ নারীকণ্ঠ কানে এল। 'হোল্ড ইট, মিস্টার কোয়েল! ওয়েনকে উঠে দাঁড়াবার সময় দাও!'

রাগে দাঁতের ওপর থেকে ঠোঁট সরে গেল লোকটার। খেঁকিয়ে উঠল, 'জাহান্নামে যাও তুমি!'

'থামো! আর এক পা-ও এগোবে না!'

পরের কয়েকটা মুহূর্ত কোন অঘটন ছাড়াই কেটে গেল, প্রত্যাশিত লাথিটা শেষ পর্যন্ত এল না। চোখের সামনে সবকিছু একটু একটু ঘুরছে। তার মধ্যেই ঝাপ্‌সাভাবে অ্যালিকে কোয়েলের দিকে রিভলভার ধরে থাকতে দেখল ও। শেষ পর্যন্ত অ্যালির ধমকেই বোধোদয় হলো দানবটার। চেঁচিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, ওয়েন, উঠে পড়ো!'

হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠল ও, কোয়েলের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে ঘুরতে শুরু করল। চারদিকে অসংখ্য মুখ, অনবরত চেঁচিয়ে ওকে উৎসাহ দিয়ে চলেছে। অ্যালিকে তার গান হোলস্টারে রেখে পিছিয়ে যেতে দেখল ওয়েন, বুকে হাত বেঁধে বৃত্তের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল সে। মনে হলো অনেক কষ্টে কান্না চেপে রেখেছে।

ওয়েনের দুর্বলতার সুযোগটা কাজে লাগাতে এগিয়ে এসেছিল কোয়েল, কিন্তু ওয়েন পিছিয়ে গেল। মাথা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত ক্রমাগত পিছাতে থাকল ও, তারপর নতুন উদ্যমে জায়গা বেছে বেছে মার শুরু করল। সবগুলো জায়গামতই লাগল এমন নয়, তবে যথেষ্ট ওজনদার ছিল বলে যে ক'টা লাগল, কায়দামতই লাগল।

অল্প সময়ের মধ্যে পা কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে গেল লোকটার। একটু পর চেঁচিয়ে কি যেন বলল সে, স্পষ্ট বোঝা গেল না। তবে সেটা যে হতাশা, ক্ষোভের এবং আক্রোশের, তা সবাই বুঝল। তারপরও বারবার গোঁয়ারের মত ছুটে আসতে লাগল কোয়েল, আর ওয়েনও সে সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করে চলল। মার খেতে খেতে দুর্বল হয়ে টলতে লাগল লোকটা, ততক্ষণে মুখ ফুলে তরমুজ হয়ে গেছে। চোখ প্রায় বুঁজে গেছে।

মুখ উঁচু করে দুই পাতার সরু ফাঁক দিয়ে তাকাতে হচ্ছে। রক্তে সারামুখ মাখামাখি–ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে চেহারা। ওয়েনের অবস্থা তার চেয়েও শোচনীয়। এতই ক্লান্ত যে হাত তোলার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে। কোয়েল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে মাতালের মত টলছে। সুনামের বারোটা বেজে গেছে তার, কেবল অহঙ্কার এখনও পর্যন্ত খাড়া রেখেছে। এত লোকের সামনে ওয়েন চ্যানট্রির মত চুনোপুটির কাছে হার মানতে রাজি নয় সেটা।

হঠাৎ লোকটাকে সামনে ঝাঁপ দিতে দেখে পিছিয়ে আসতে চেষ্টা করল ওয়েন, কিন্তু পারল না। বোর্ডওয়াকের কিনারায় পড়ে পা পিছলে যেতে হুড়মুড় করে রাস্তায় পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওর ওপর লাফিয়ে পড়ল কোয়েল, রাস্তার ওপর ঠেসে ধরে প্রকাণ্ড ঘুসি তুলল। সাড়ে তিন মনী কোয়েলের চাপে জিভ বেরিয়ে পড়ার দশা হলো ওর। ঘুসিটা নাক বরাবর নেমে আসছে দেখে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর চট্ করে মুখ সরিয়ে নিল। ধুম্! করে মাটিতে পড়ল সেটা, তার সঙ্গে মৃদু কট্! জাতীয় একটা শব্দও উঠল। কব্জি খতম। একই সময়ে ডান হাঁটু ওপরদিকে চালিয়েছিল ওয়েন, ব্যাটার দু'পায়ের ফাঁকের মোক্ষম জায়গায় অসম্ভব জোরে লাগল সেটা।

একটা জান্তব আর্ত গোঙানি ছেড়ে ওর বুকের ওপর থেকে গড়িয়ে সরে গেল লোকটা, পরক্ষণে গলা ফাটিয়ে টানা চিৎকার করে উঠল। তার হেঁড়ে গলার ভয়াবহ চিৎকার শুনে উপস্থিত সবার গায়ের পশম সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল। পেট দিয়ে ভাঙা কব্জি এবং অন্য হাতে দু'পায়ের ফাঁকের আহত অঙ্গ চেপে ধরে অদ্ভুত ভঙ্গিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে লোকটা, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেই চলেছে।

কয়েক সেকেন্ডের জন্য নীরব হয়ে থাকল জনতা, তারপর হই-হই করে ঘিরে ধরল ওয়েনকে। পিঠ আর বাহু চাপড়ে ক্রমাগত অভিনন্দন জানাতে লাগল। জো রুড, সিড স্যালোন আর হাই বিশপ নীরব। তফাতে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

অনেক কষ্টে জনতার হাত থেকে মুক্ত হয়ে নাইটিঙ্গেলের দিকে এগোল ওয়েন। ডান হাত এরইমধ্যে ফুলে দ্বিগুণ হয়ে গেছে, চেহারা-সুরতের অবস্থাও তেমনি। ওর এই অবস্থা দেখে ফ্যাকাসে হয়ে উঠল ক্যাভেনডিশ, চাওয়ার আগেই তাড়াতাড়ি ওর পিস্তলটা দিয়ে দিল।

'ফ্র্যাঙ্ক কোথায়?'

'রুথি নিয়ে গেছে ওকে,' ঢোক গিলল লোকটা।

সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে এল ও, এসেই পড়ল অ্যালির সামনে। উদ্বিগ্ন চোখে ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাল মেয়েটা।

'তোমার উপকারের জন্যে ধন্যবাদ, অ্যালি,' আন্তরিক গলায় বলল ওয়েন। 'তুমি না থাকলে আজ কি হতো কে জানে!'

'তোমার চেহারা কিন্তু দেখার মত হয়েছে, তা জানো?'

হাসার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো ও। 'সেটাই স্বাভাবিক। আজ ...

'আমার সাথে চলো। আমার র‍্যাঞ্চে। তোমার আঘাতগুলোর ভালো যত্ন নেয়া দরকার। তোমার ডান হাত তো ...'

'ধন্যবাদ, অ্যালি,' ঠোঁটের রক্ত মুছল ও। 'আজ না, পরে কোন একদিন যাব।'

'কিন্তু তোমার যে অবস্থা,' অধৈর্য দেখাল মেয়েটিকে, 'তাতে তোমার এখনই আমার ওখানে যাওয়া উচিত। আঘাতগুলোর যত্ন না নিলে সমস্যা হতে পারে।'

'ও কিছু না। ঠিক হয়ে যাবে। ধন্যবাদ।'

অনেক কষ্টে স্যাডলে উঠে বসল ওয়েন চ্যানট্রি, ধীরগতিতে এগোল সার্কেল-এর দিকে।

ওয়েন চ্যানট্রির বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষিদেরকে এক এক করে ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা ছিল জো রুডের, তার প্রথম পদক্ষেপে হিসেবে আজ কোয়েলকে দিয়ে ফ্র্যাঙ্ক ডেভলিনকে শেষ করাতে চেয়েছিল। কিন্তু ব্যর্থ হওয়ায় মেজাজ বিগড়ে গেছে। আরও বিগড়েছে ওই মেয়েটার কারণে—যে ফাইট চলার সময় ফাঁক বুঝে ফ্র্যাঙ্ককে নিয়ে গেছে। রুথি না কি যেন নাম! এডির মুখে শুনেছে মেয়েটার প্রতি ওয়েনের অন্যরকম টান আছে, ওকে যদি ...

ভিড় ঠেলে বিশপকে এগিয়ে আসতে দেখে ঘুরে তাকাল রুড। 'ও সার্কেল-এতে ফিরে যাচ্ছে, বস্,' জরুরি ভঙ্গিতে বলল সে।

লোকটার ফ্যাকাসে চোখের দিকে তাকাল রুড, তারপর আহত হাতের ব্যান্ডেজের দিকে। 'আগেরবার ওকে মুঠোয় পেয়েও সুবিধা করতে পারোনি তোমরা।'

নিঃশব্দে হাসল বিশপ, ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'জানি, বস্। সে কথা থাক, অফারটা এখনও দু'শোতেই আছে তো?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল রুড। 'হ্যাঁ।'

হাসি ফুটল টেকো যুবকের মুখে। 'ভালই হলো। এবার কারও সাথে টাকা ভাগাভাগির ঝামেলায় যেতে হবে না।'

'সাবধান! এবার যেন কোনমতেই না ফস্‌কায়,' বলল রুড। 'আগেরবারও বলেছিলাম লোকটাকে কাবু করা সহজ নয়, শোনোনি। এবার যেন উল্টোপাল্টা না হয়।'

'রাইট, বস্।'

ভিড়ের মধ্যে মিশে না যাওয়া পর্যন্ত সাপের চোখে যুবকের দিকে তাকিয়ে থাকল স্যালোন। তারপর রুডের দিকে ফিরল। 'ও পারবে মনে হয়?'

শ্রাগ করল সে। 'ও ব্যাটার ডান হাত তো গেছে। এখনও যদি না পারে, আর কবে পারবে?'

মাঝের ব্যবধান কমাতে ওয়েফিল্ড ছাড়িয়ে এসে কয়েক মাইল পথ তীরবেগে ঘোড়া ছোটাল হাই বিশপ, তারপর সামনে ধুলোর হালকা একটা মেঘ চোখে পড়তে গতি কমিয়ে দুল্‌কি চালে এগোল। আরও কিছুদূর যেতে ওয়েনকে দেখতে পেল সে।

থুতনি বুকের সঙ্গে ঠেকে আছে। অসাড়, ফুলে দ্বিগুণ হয়ে যাওয়া ডান হাত মরা সাপের মত দেহের পাশে ঝুলছে। ঘোড়ার প্রতি পদক্ষেপের সাথে তাল রেখে ওর মাথা দোল খাচ্ছে। এদিকে দিন প্রায় শেষ। পশ্চিম দিগন্তে সামান্য লাল আভা আছে এখনও, ফুরিয়ে গেলেই সব অন্ধকার হয়ে যাবে। কাজেই তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার তাগিদ অনুভব করল বিশপ।

মাইলখানেক সামনে ঘন ওক গাছে ছাওয়া এক সারি নিচু পাহাড় আছে, জানে সে। কাজটা সারার একদম উপযুক্ত জায়গা। একটা ক্যানিয়ন ধরে সংক্ষিপ্ত পথে ওখানে যাওয়ার রাস্তা আছে, ইচ্ছে করলে ওয়েনের আগেই সেখানে পৌঁছে যেতে পারে সে।

তাই করল বিশপ। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় তার আহত হাতটা দপ্‌দপ্ করতে শুরু করে দিয়েছে, ভিজে উঠেছে হাতের তালু। বুকের খাঁচায় দমাদম বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। মিনিটের পর মিনিট কেটে যাচ্ছে, কিন্তু শত্রুর খবর নেই। ক্রমে অস্থির হয়ে উঠতে লাগল। তেমন গরম

নেই আজ, তবু কিছুক্ষণের মধ্যে কপাল, ভুরু ঘামে ভিজে উঠল। স্যাডলে ঝুঁকে বসে চোখ সরু করে ওয়েনের পথের দিকে তাকাল সে। রাস্তাটা পঞ্চাশ গজ পর্যন্ত সোজা গেছে বলে ওই পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়, তারপরই বাঁক নিয়ে একটা ছোট পাহাড়ের আড়ালে চলে গেছে। যেটুকু দেখা যায়, সে পর্যন্ত ফাঁকা। নিঃশব্দ।

কিন্তু বিশপের আর একটুও দেরি করার উপায় নেই, কারণ আলো ফুরিয়ে এসেছে। খুদে একটা ডেরিঙ্গার বের করে কোনমতে হাতের ব্যান্ডেজের মধ্যে গুঁজে নিল সে, হাঁটার গতিতে সামনে এগোতে লাগল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কত বড় বিজয় ঘটতে যাচ্ছে, সেই চিন্তায় মশগুল। ওদিকে আধা অজ্ঞান অবস্থায় কেমন এক ঘোরের মধ্যে পথ চলছিল ওয়েন চ্যানট্রি, কোনদিকে খেয়াল ছিল না।

ফোলা ডান হাতের অসহনীয় দপদপে ব্যথাটাই সে অবস্থা থেকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল ওকে। মুখ তুলে সামনে তাকাতে অস্পষ্ট আলোয় একটা ক্রীক দেখতে পেল। চিকচিক করছে পানি। তার মধ্যে হঠাৎ অ্যালির চেহারা ফুটে উঠতে দেখে অবাক হলো যুবক। মেয়েটার গলাও যেন স্পষ্ট শুনতে পেল, '... ওখানে যাওয়া উচিত। আঘাতগুলোর যত্ন ...'

মাথা ঝাড়া দিয়ে ছবিটা সরিয়ে দিল ও, অনেক কষ্টে হাঁটু পানিতে নেমে দাঁড়াল। তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে। দু'হাত ভরে পানি তোলার জন্যে ঝুঁকতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল, তখনই খেয়াল হলো ডান উরুতে কোয়েলের ভয়ঙ্কর এক লাথি খাওয়ার পর থেকে পা-টা সমস্যা করছে। তাছাড়া ডান হাতটার অবস্থা আরও সঙ্গীন। এতই ফুলে গেছে যে চেষ্টা করেও ড্র করতে পারেনি ও। ফোলা না কমা পর্যন্ত পারবেও না।

পানি মুখে দিল ওয়েন, পরক্ষণে জমে গেল। একটা ঘোড়ার হেঁটে আসার শব্দ শুনতে পেয়েছে—কোনদিক থেকে আসছে? মেরুদণ্ড বেয়ে আতঙ্কের একটা শীতল ধারা বয়ে গেল। হুড়োহুড়ি করে ক্রীকের কিনারায় এসে স্যাডল স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল বের করতে গিয়ে মুখ

থুবড়ে পড়ল ও, উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আবার পড়ে গেল, ছল্‌কে উঠল পানি। কে যেন খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল আড়াল থেকে। কাছেই। হাঁটু ভেঙে যাওয়ায় উঠে দাঁড়াবার দ্বিতীয় চেষ্টাও ব্যর্থ হলো, ঠিক তখনই গুলির শব্দে কেঁপে উঠল নির্জন প্রান্তর। ওয়েনের ডান পায়ের মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে আবার ছল্‌কে উঠল ক্রীক। ধপ্ করে পানির মধ্যে বসে পড়ল ও, মরিয়া হয়ে ড্র-র চেষ্টা করছে।।

ততক্ষণে লোকটাকে চিনতে পেরেছে ওয়েন—লোকটা হাই বিশপ। অ্যালির র‍্যাঞ্চহ্যান্ড। সেদিন এই লোক আর টেক্স মিলে ওকে হত্যা করতে চেয়েছিল। একটু আগে ওয়েফিল্ডে ... খুদে গান হাতে বিশপকে দৌড়ে আসতে দেখল ওয়েন। ওকে অসহায় অবস্থায় বসে থাকতে দেখে এক কান থেকে আরেক কান বিস্তৃত হাসি ফুটল তার মুখে।

'তুমি খুব ভাগ্যবান মানুষ, ওয়েন চ্যানট্রি,' বলল সে। 'কিন্তু আর না। এবার তোমার খেল্ খ...' কথা শেষ করার সুযোগ পেল না সে, চরম বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল। এতবড় হাঁ যে আবছা আলোতেও তার টাক্‌রা পর্যন্ত দেখতে পেল ওয়েন। তীব্র আতঙ্কে কথা আটকে গেছে, কারণ বাস্তবতা তার সে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে।

একদম শেষ মুহূর্তে ওয়েনের হোলস্টার খালি দেখতে পেয়েছে বিশপ, লোকটা বাঁ হাতে ড্র করে তার অপেক্ষায় আছে। দেখতে পেয়েছে বটে, কিন্তু অনেক দেরিতে। দু'টো গান প্রায় একই সাথে বিস্ফোরিত হলো, তবে ওয়েনের হ্যামার পড়ল বিশপেরটার মুহূর্তের দশ ভাগের এক ভাগ সময় আগে। তার বুলেট ওয়েনের মাথার ওপর দিয়ে ওক বনের দিকে ছুটে গেল। কিছু পাতা ঝরল, নীড়ে ফেরা কিছু পাখি আঁতকে উঠে তারস্বরে ডাকতে ডাকতে পালাল। পাহাড়ে পাহাড়ে বিকট প্রতিধ্বনি তুলল আওয়াজটা।

বুক চেপে ধরে বেসামাল পায়ে দু' কদম এগিয়ে এল বিশপ, চোয়াল ঝুলে পড়েছে। হ্যাট খসে গেছে মাথা থেকে, ঘামে ভেজা টাক মাথাটা ওয়েনকে পূর্ণ চাঁদের কথা মনে করিয়ে দিল। ধাক্কা সামলে ব্যাটা আবার গান তোলার চেষ্টা করছে দেখে পরের গুলিটা চাঁদের ঠিক

মাঝখানে করল ও, পাক্ খেয়ে ধড়াশ্ করে আছড়ে পড়ল টেকো বিশপ। ওয়েনও হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল।

শব্দ করে হাঁপাচ্ছে। প্রচণ্ড ব্যথায় এমনিতেই বিষ হয়ে ছিল সারা গা, নতুন লাফ-ঝাঁপ আর উত্তেজনায় তা এতই বেড়ে গেছে যে ইচ্ছে করছে কোথাও শুয়ে পড়ে। একটু পর বহু কষ্টে উঠল ও, রাস্তার ওপর নিথর পড়ে থাকা দেহটার দিকে এগোল। প্রতি পদক্ষেপে বুক ঠেলে গোঙানি বেরিয়ে আসছে।

লাথি মেরে তার হাত থেকে গান ফেলে দিল ও। কিন্তু দরকার ছিল না, মরে গেছে ব্যাটা–দেহের নিচ দিয়ে গরম রক্তের কালচে স্রোত বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তায়। মৃতদেহ স্যাডলে তোলার শক্তি নেই, তাই সে চিন্তা ছেড়ে বিশপের ঘোড়ার লাগাম স্যাডলহর্নে পেঁচিয়ে বেঁধে দিল ও। তারপর ওটার নিতম্বে কষে এক থাবড়া লাগাল, ভয়ে লাফিয়ে উঠে টাউনের দিকে ছুটে শুরু করল পশুটা।

এবার? ক্লান্ত চোখে এদিক-ওদিক তাকাল ওয়েন, কোনদিকে যাবে? অ্যাপারসন এখান অনেক দূরে, অন্যদিকে শরীরের এই অবস্থায় নিজের র‍্যাঞ্চও এখন আর নিরাপদ মনে হচ্ছে না ওর। যদি ... অ্যালির কথা মনে হতে ধস্তাধস্তি করে স্যাডলে উঠে বসল।

কতক্ষণ পর হুঁশ নেই, সামনেই গাছপালা ঘেরা অ্যালির র‍্যাঞ্চ হাউস দেখতে পেয়ে ঘোড়া থামাল। একটা জানালা দিয়ে ল্যাম্পের হলুদ আলো আসছে। ঘোরের মধ্যে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকল যুবক, তারপর আরও কয়েক গজ এগিয়ে মুখ খুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই অ্যালির চ্যালেঞ্জের সুর ভেসে এল, 'কে ওখানে?' কয়েক সেকেন্ড পর, 'ওহ্, তুমি!'

সামনের বারান্দায় বসে সাঁঝের আকাশের দিকে তাকিয়ে ওর কথাই ভাবছিল। এমন সময় আকাশের পটভূমিতে ফুটে ওঠা কাঠামোটাকে চিনতে পেরে কি ভেবে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। পরক্ষণে সশব্দে আঁতকে উঠল ওকে স্যাডল থেকে হুড়মুড় করে পড়ে যেতে দেখে। অ্যালির হাঁকডাকে সাড়া পড়ে গেল র‍্যাঞ্চে।

এগারো

পাশেই কিছু নড়ে উঠতে ঘুম ভেঙে গেল। চোখের পাতা সামান্য মেলে এক চিলতে রোদ দেখতে পেল ও, জানালা দিয়ে কোনাকুনি ঘরে ঢুকেছে। কোন জানালা?

চোখ পুরো মেলতে মাথার ওপর কর্কশ কাঠের ভারী বীম সিলিং দেখতে পেল ওয়েন। পা লম্বা করে আড়মোড়া ভাঙতে গিয়ে মাঝপথে থেমে গেল, তাড়াতাড়ি গুটিয়ে নিল নিজেকে। পায়ে কি যেন একটা ঠেকেছে–নরম, উষ্ণ কিছু।

ভাল করে তাকাল। প্রথমে চোখ পড়ল হলদেটে সোনালী চুলের ঢিপির ওপর, তার মাঝে একজোড়া হালকা সবুজ চোখ এবং ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁট–ওয়েনকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাসির ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে প্রসারিত হলো। কোথায় আছে হঠাৎ করে বুঝে ফেলল ও। এটা নিশ্চয়ই বেঞ্চ-কে। কাল রাতে ও নিজেই তো এখানে চলে এসেছিল। তারপর ... তারপর তেমন আর কিছু মনে নেই।

'ঘুমের মধ্যে কথা বলো তুমি,' অ্যালি জড়ানো গলায় বলল।

'বলি নাকি?'

বেডের কিনারায় উঠে বসল নগ্ন যুবতী, ওর দিকে পিছন ফিরে চেয়ারের হাতলে ঝোলানো রোবটা টেনে নিয়ে গায়ে দিল ধীরেসুস্থে। হলদেটে-সোনালী রঙের দীর্ঘ চুলগুলো সেটার কলারের ওপর দিয়ে বের করে পিঠের ওপর অভ্যস্ত হাতে ছড়িয়ে দিল, তারপর আবার ওর দিকে ফিরে দু'হাতের ওপর থুতনি রেখে উপুড় হয়ে শুলো। 'হ্যাঁ! জো রুডকে অনেকক্ষণ ধরে বকেছ তুমি, তারপর ফ্র্যাঙ্ক আর চার্লিকে।'

'স্বপ্ন দেখছিলাম ওদেরকে।'

ওর এক হাত মুঠোয় নিয়ে হালকা চাপ দিল মেয়েটা। ঘোর লাগা ফিসফিসে কণ্ঠে বলল, 'আমাকে দেখোনি?'

মাথা নাড়ল ওয়েন। 'মনে হয় দেখেছি।' নীরবে হাসল। 'রাতের অন্ধকারে, জেগে জেগে।'

উঠে বসল অ্যালি, আরেকবার ওর হাতে চাপ দিয়ে নেমে গেল বেড থেকে। চাপা আনন্দে ঝলমল করছে চেহারা। 'ডক্টর আনতে লোক পাঠিয়েছি আমি।'

'আমার জন্যে? আমার ডক্টরের দরকার নেই।'

'কিন্তু তোমার পাঁজরের অবস্থা ভালো মনে হচ্ছে না আমার। পুরো এক সপ্তাহ বিশ্রাম নিলে ...'

চট্ করে উঠে বসল ওয়েন, পরক্ষণে ব্যথায় কুঁকড়ে গেল, পাঁজর ডলতে লাগল চেহারা বিকৃত করে। 'এক সপ্তাহ! অতদিন বিশ্রাম নেয়া অসম্ভব। অনেক কাজ পড়ে আছে।'

'এখন তা নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। আগে ডক্ আসুক। খিদে পেয়েছে?'

'পেয়েছে মানে? এই মুহূর্তে আস্ত একটা গরু আমি একাই সাবাড় করে ফেলতে পারি।'

'তাহলে আমি কিচেনে চললাম। তুমি শুয়ে থাকো।'

ও চলে যেতে বাড়িটা অস্বাভাবিক নীরব লাগল, মানুষজনের সাড়া নেই। চারদিক থেকে অনবরত কাঠের আড়মোড়া ভাঙার ক্যাঁচকোঁচ শব্দ আসছে–রাতে ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া দেয়ালের তক্তাগুলো রোদের ছোঁয়া পেয়ে সশব্দে গা ছাড়ছে। উঠে কাপড় পরতে লাগল ওয়েন। প্যান্ট-শার্ট সব ছিঁড়ে-ফেটে একাকার। তারওপর সারা গায়ে প্রচণ্ড ব্যথা, একটু বেখেয়াল হলেই বুক ঠেলে গোঙানি বেরিয়ে আসছে।

কোনমতে বুটের ভেতরে পা গলিয়ে দিয়ে বেডরুম থেকে বেরিয়ে এল ও। চমৎকার নকশা করা রাগ বিছানো হলওয়ের গোলকধাঁধা অতিক্রম করে কিচেনে এসে ঢুকল। ফ্রাইড বেকনের মিষ্টি গন্ধে মৌ

মৌ করছে চারদিক। কিচেন টেবিলে বসতে ওর জন্যে কফি ঢেলে নিয়ে এল অ্যালি।

'এই টেবিলে আমি আর আঙ্কেল মাইক খেতাম,' বড় স্টোভের কাছে ফিরে গিয়ে বলল ও। প্যানে গোটা চারেক ডিম ছাড়ার প্রস্তুতি নিল। 'অনেক বছর হলো ডাইনিং রুমে খাই না।' একটু বিরতি। 'তোমার র‍্যাঞ্চ মালিক হওয়া উচিত হয়নি।'

'কেন?' ধূমায়িত কাপ থেকে মুখ তুলল যুবক।

'তাহলে আজ তুমি আমার ফোরম্যান হতে পারতে। সবাইকে দেখাতে পারতাম আমার পাশে শক্তিশালী কেউ একজন আছে।' কয়েকটা প্লেটে বেকন, ডিম আর ফ্রাইড পটেটো নিয়ে এসে ওর মুখোমুখি বসল অ্যালি। নিজে তেমন খেল না, সারাক্ষণ গালে হাত দিয়ে ওয়েনের খাওয়া দেখল। বাঙ্কহাউসের দিক থেকে কথাবার্তার আওয়াজ আসছে শুনে তাকাল ওয়েন, বুঝল নিত্য নৈমিত্তিক কাজে বেরিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে র‍্যাঞ্চ হ্যান্ডরা।

একটু পর জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে এগোতে দেখা গেল তাদেরকে। বেশি নয়, তিন-চারজন। উল আর ফেডেড ক্যানভাস পরে জড়সড় হয়ে স্যাডলে বসে আছে। 'ভেবেছিলাম তুমি ওদের ফোরম্যান হবে,' আপনমনে বলল অ্যালি। 'কিন্তু ...'

'দুঃখিত,' ধীরে ধীরে বলল ওয়েন। 'আপাতত ফ্র্যাঙ্ককে র‍্যাঞ্চে ফিরিয়ে আনা ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই আমার মাথায়। ওহ্, আরও একটা বিষয়ের মীমাংসা করা বাকি আছে।'

'কি সেটা?'

'কাল সন্ধ্যায় এক লোক আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল। তোমার ...'

'কাল?' সোজা হয়ে বসল অ্যালি। 'কি বলছ? কোয়েল ...'

'না, কোয়েল না।' লোকটার চেহারার বর্ণনা এবং প্রথমবার তাকে কোথায় দেখেছে বলতেই আঁতকে উঠল অ্যালি।

'বলো কি! তুমি ঠিক দেখেছ তো? কোন ভুল হয়নি?'

মাথা দোলাল ও, গম্ভীর। 'কোন ভুল হয়নি।'

'হাই বিশপ,' বিড়বিড় করে বলল মেয়েটা। 'আমার র‍্যাঞ্চ হ্যান্ড! সেদিনের পর তাড়িয়ে দিয়েছিলাম ওকে।' ভুরু কুঁচকে কিছু ভাবল। 'তবে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, এ কাজ ওরা নিজের বুদ্ধিতে করেনি। করতে পারে না। নিশ্চই কেউ পয়সা দিয়ে করিয়েছে। কারণ কোনকিছু নিজে থেকে করার মত বুদ্ধি বিশপ বা স্টিলওয়ের ছিল না।' মাথা নাড়ল। 'কিন্তু কেন ...?'

শ্রাগ করল ওয়েন। শেষ চুমুক দিয়ে কাপ রেখে বলল, 'হয়তো আমাদের চার্লি টরিভারের র‍্যাঞ্চ কিনে নেয়ার ব্যাপারটা কারও পছন্দ হয়নি বলে।' আমি ভাল করেই জানি কে করাচ্ছে কাজটা, ভাবল ও। কিন্তু প্রমাণ কোথায়?

'আমার হ্যান্ডদের মধ্যে থেকে যতজনকে প্রয়োজন নিয়ে যাও, বলল অ্যালি। 'খুঁজে বের করো কে এর পিছনে রয়েছে।'

'ধন্যবাদ। আমি একাই খুঁজে বের করব তাকে।'

ওয়েনের একগুয়েমি নিয়ে তর্ক বাধাতে যাচ্ছিল ও, এমন সময় ডক্টর এসে হাজির। ছোটখাট মানুষ—অ্যামব্রোস হ্যামিলটন। ওকে ভালমত পরীক্ষা করল সে। রাতে যে সমস্ত জায়গা অ্যালির নজর এড়িয়ে গেছে, সে সব জায়গাসহ সারা শরীরে নতুন করে তরল বেদনানাশক মেখে পাঁজরে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে ঘোষণা করল, 'পাঁজরের ব্যথা না কমা পর্যন্ত বেশি নড়াচড়া বন্ধ রাখতে হবে। নইলে সমস্যা ঘটে যেতে পারে।'

ডক্টরের ভিজিট অ্যালি দিতে চাইল, কিন্তু ওয়েন রাজি হলো না। ওর দেয়া পাঁচ ডলারের গোল্ড কয়েনটা নিয়ে আরেকবার সতর্ক করল অ্যামব্রোস, 'কয়েকদিন সাবধানে থেকো। তবে স্বীকার করতেই হবে তুমি তোমার প্রতিপক্ষের চেয়ে অনেক ভালো আছ।'

'যাক্, শুনে শান্তি পেলাম,' ওয়েন বলল।

মাথা দোলাল লোকটা। 'কাল আমি টাউনে গিয়েছিলাম তোমাদের ফাইট দেখতে। বেশ কয়েকবারই আমার মনে হয়েছে তুমি শেষ হয়ে

গিয়েছ। কিন্তু তারপরও কিভাবে যে জয়ী হলে, তা এক অভাবনীয় ব্যাপার। আমার বিশ্বাসই হচ্ছিল না।'

'শুধু বেয়ারনাকল চ্যাম্প কেন, ওর মুখোমুখি দাঁড়ানোর ক্ষমতা কারও নেই,' অ্যালি গর্বের সাথে বলল।

ওয়েন চ্যানট্রি হেসে উঠল। 'তা না। আসলে ভাগ্যের সহায়তা পেয়েছি বলেই জিতেছি। নইলে ...'

'এই কথাটাও ঠিক নয়,' হ্যামিলটন বাধা দিল। 'তোমার জয়ী হওয়ার কারণ তুমি শুরু থেকেই সুপিরিয়র কন্ডিশনে ছিলে। তাছাড়া কোয়েলের মত বেহিসেবী শক্তি ক্ষয় করোনি তুমি। কোয়েল শক্তি আর খেতাবের দম্ভে অন্ধ ছিল, লোক দেখানোর জন্যে অসময়ে শুধু শুধু বাতাসে হাত-পা ছুঁড়ে অর্ধেক শক্তি আগেই ক্ষয় করে রেখেছিল। যখন সত্যি সত্যি শক্তি প্রয়োগের সময় এলো, তখন দেখা গেল ও শেষ হয়ে গেছে। শক্তি বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই তার মধ্যে।'

পরদিন দুপুর পর্যন্ত অনেক কষ্টে বিছানায় শুয়ে-গড়িয়ে কাটাল ওয়েন, তারপর চলে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। অ্যালি জানে বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না, তাই সে পথে না গিয়ে দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ঠিক আছে, যেতে চাইছ যাও।' দীর্ঘশ্বাস চেপে মাথা ঠেকাল ওর বুকে। 'কিন্তু র‍্যাঞ্চের সমস্যা মিটিয়ে তাড়াতাড়ি আমার কাছে ফিরে আসবে। আসবে তো? তারপর আমরা দু'জনে খুঁজে বের করব কে তোমার পিছনে খুনী লাগিয়েছে।'

'অবশ্যই আসব!' ঝুঁকে মেয়েটার চোখের পানিতে ভিজে লবণাক্ত হয়ে ওঠা ঠোঁটে চুমু খেল ও। তাতে ওর চোখের পানির বেগ আরও বেড়ে গেল।

'তুমি কেন আমার জীবনে এলে?' ফিস্‌ফিস্ করে বলল ও। 'কেন আমার কষ্ট বাড়াতে এলে?'

দু'হাতের তালুতে অ্যালির আকর্ষণীয়, ভেজা মুখটা উঁচু করে ধরল ওয়েন। কিছুক্ষণ মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকল। তারপর একই রকম গলায় বলল, 'কেন? তোমাকে ভালো লেগেছে বলে।'

হাসতে গিয়েও আবার কেঁদে ফেলল অ্যালি।

সেদিন সকালে সিড স্যালোনের মুখ থেকে হাই বিশপের মৃত্যুর খবর শুনল জো রুড। সার্কেল-এ যাওয়ার রাস্তায় লোকটার লাশ পাওয়া গেছে। গুলি করে মারা হয়েছে। খবর পেয়ে চিন্তিত মনে গাল চুলকাতে লাগল লোকটা।

'কী মুশকিল!' বিড়বিড় করে বলল। 'আমি উল্টো খবরের অপেক্ষায় ছিলাম।' ফোরম্যানের দিকে ফিরল। 'ওয়েন ব্যাটা আবারও বেঁচে গেল! ভাগ্য সাঙ্ঘাতিক ভালো বলতে হবে ব্যাটার।'

'তাই তো দেখা যাচ্ছে,' মাথা ঝাঁকাল ছুঁচোমুখো মানুষটা। খানিক চিন্তা করে বলল, 'প্রথমবার গেল স্টিলওয়ে, তারপর বিশপ, ব্যাপারটা ভালো মনে হচ্ছে না আমার। সবাই জানে লোক দু'টো ভাড়াটে খুনী। তুমি চার্লির র‍্যাঞ্চ কিনতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছ, সে কথাও অনেকের জানা। ওয়েনের ওপর এই দু'টো আক্রমণের পিছনে তোমার হাত আছে, লোকে তা ভাবতেই পারে।'

'হুঁম! শেরিফের সাথে আলোচনা করতে হবে।'

তুমুল গতিতে জটিল সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ঘুরপাক্ খেতে শুরু করল রুডের মাথায়। বুড়ো হাবড়া চার্লি তার সাথে বেঈমানী করেছে, ঠিক আছে। তাতে তার কিছু আসবে-যাবে না। কারণ সার্কেল-এর অর্ধেক মালিকানা এডিকে দান করে ওই জমিতে তার পা রাখার জায়গা ফ্র্যাঙ্ক নিজেই করে রেখে গেছে।

এখন বুদ্ধি করে সঠিক জায়গায় পা রাখতে পারলে হয়। তাহলে কেবল র‍্যাঞ্চটাই নয়, নিউ মেক্সিকো থেকে নিয়ে আসা তার গরুর বিরাট পালটাও গাপ্ করতে পারে সে। তাতে লাভের ওপর ডবল লাভ হবে অ্যালি ক্যারিংটনকে ঘেরাও দিয়ে শায়েস্তা করার যে স্বপ্ন দেখছিল রুড, সেটাও পূরণ হবে। নিরুপায় হয়ে এক সময় হামাগুড়ি দিয়ে তার কাছে এসে জোড়হাতে দয়া ভিক্ষা চাইতে হবে দেমাগী অ্যালিকে, তাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য হাপুস নয়নে কাঁদতে হবে। তখন ওকে

বিয়ে করবে কি করবে না, তা নির্ভর করবে রুডের মর্জির ওপর। অনেকক্ষণ দিবাস্বপ্ন দেখে সচকিত হলো সে। দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'কুত্তী!'

মিসেস এডির চেহারা ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। ওফ্, কী একখানা চীজ! যেমন মিষ্টি চেহারা, তেমন কচি ... আচ্ছা! মেয়েটা যদি হঠাৎ বিধবা হয়ে যায়, কেমন হয় তাহলে? স্যালোনের দিকে ফিরল। 'চারজন ভাল হ্যান্ড জোগাড় করো, বেডরোল নিয়ে তৈরি হতে বলো ওদেরকে।'

'কেন?' চোখ কুঁচকে তাকাল লোকটা।

'সার্কেল-এর পুরনো হ্যান্ডদের ছাঁটাই করা হবে আজ। তাদের জায়গায় এদেরকে ঢোকানো হবে।'

কিছুক্ষণ হাবার মত তাকিয়ে থাকল স্যালোন। 'কি বলছ! যদি ওয়েন চ্যানট্রি ...'

'ওকে আপাতত হিসেবের বাইরে রেখেছি আমি।'

বারো

দুই ঘণ্টা পর। সার্কেল-এর কিচেনে এডি ও এলোইসের মুখোমুখি বসে আছে জো রুড। সবার সামনে কফির কাপ।

এলোইস আজ নীলের ওপর ছোট ছোট সাদা ফুল ছাপা কাপড়ের হাউস ড্রেস পরে আছে, অপূর্ব লাগছে ওকে এই ড্রেসে। ড্রেসটার ওপরের অংশ টাইটফিট বলে বুক ফুলে আছে। ঘুরেফিরে বারবার সেখানে হানা দিচ্ছে জো রুডের খাই খাই চাউনি। খানিক পর কাজের কথা খেয়াল হতে নিজেকে সংবরণ করে মেয়েটির উদ্দেশে হাসল সে।

'মিসেস এডি, তোমার স্বামীর সাথে জরুরি কিছু কথা বলতে এসেছি আমি। কিছু মনে কোরো না, কিছুক্ষণের জন্যে একা কথা বলার সুযোগ দাও আমাদেরকে।'

চেহারা লাল হয়ে উঠল যুবতীর। 'কেন? আমি থাকলে সমস্যা কি?' রুডকে নয়, প্রশ্নটা এডিকে করল ও।

'সমস্যা আছে, ম্যা'ম!' চাপা বিরক্তি ফুটল তার কণ্ঠে। 'এডিকে আমি সাহায্য করতে এসেছি, তাই বিষয়টা নিয়ে নিরিবিলিতে কথা হওয়া দরকার। এবং বিষয়টা সম্পূর্ণ পুরুষালী।'

স্ত্রীর দিকে তাকাল এডি। তোষামোদের সুরে বলল, 'তাহলে বরং তুমি কিছুক্ষণ ঘুরে ...' ওকে কথা শেষ করার সুযোগ না দিয়ে দুম্ দুম্ পা ফেলে কিচেন থেকে বেরিয়ে গেল এলোইস। ও বেরিয়ে যেতে রুডের দিকে ফিরল যুবক।

'শোনো, এডি, নিজের ভালোর জন্যেই এখন পুরনো হ্যান্ডদের ছাঁটাই করে দিয়ে নতুন হ্যান্ড নিয়োগ দিতে হবে তোমাকে।'

'ছাঁটাই?' বিস্মিত হলো যুবক। 'কেন?'

'কারণ লোকগুলো তোমার ভাইয়ের অনুগত। ওরা তার কাছে বাঁধা,' শ্রাগ করল রুড। 'এর অর্থ বোঝো নিশ্চই?'

ফোঁস করে বুকের জমে থাকা বাতাস ছাড়ল যুবক। 'তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু ওয়েন চ্যানট্রি ...'

'লোকটা ফিরে আসার আগেই ফ্র্যাঙ্কের ডীড কার্যকর করানো গেলে ওর কিছু করার থাকবে না।'

'এখন কোথায় লোকটা?'

'কোথায় গা ঢাকা দিয়ে আছে কে জানে!' আবার শ্রাগ করল জো রুড। 'ক্ষতের যত্ন নিচ্ছে খুব হয়তো।'

'মানে?' বিস্মিত দেখাল এডিকে। 'কিসের ক্ষত?'

বিশপের মৃতদেহ পাওয়ার কথা ওকে জানাল সে। 'শুনেছি সেখানটায় নাকি প্রচুর রক্ত দেখা গেছে। ওয়েনের সাথে লোকটার কোন শত্রুতা ছিল, তাই হয়তো ওরা ...'

'কি নিয়ে শত্রুতা ছিল?'

'কে জানে!' শ্রাগ করল লোকটা। 'অত কিছু জানার দরকারটাই বা কি? ও আর না ফিরলেই তো ভালো, তুমি একা নিশ্চিন্ত মনে র‍্যাঞ্চ চালাতে পারবে। ও, আরেকটা ব্যাপার। আমি তোমাকে আমার পূলের সদস্য হিসেবে পেতে চাই।'

'এ নিয়ে এলোইসের সাথে আলাপ করে জানাব আমি।'

টেবিলে কনুই রেখে ঝুঁকে বসল লোকটা। 'শোনো, এডি, বুদ্ধিমান হওয়ার চেষ্টা করো। এ সবের সাথে মেয়েদেরকে জড়ানো একেবারেই ঠিক না। ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি শিখতে পারবে, ততই ভালো হবে তোমার জন্যে। নইলে এই র‍্যাঞ্চ জীবনভর তোমার মাথা ব্যথার কারণ হয়ে থাকবে, বুঝলে?'

কিচেনের একদিকের দেয়াল রোদের আলোয় স্নান করছে। জো রুড আসার সামান্য আগে প্ল্যাঙ্কের ফ্লোর পানি দিয়ে মুছেছে এলোইস, এখনও জায়গায় জায়গায় ভেজা। ফ্র্যাঙ্ক ডেভলিনের করা নতুন পেইন্টিঙের গন্ধ ভাসছে ভেতরে। রুড বলে চলেছে, 'পূলে এমন লোক রাখা উচিত হবে না যারা আমাদের চেয়ে তোমার ভাই আর ওয়েনের প্রতি বেশি অনুগত, কি বলো, ঠিক কি না?'

'তা ... ঠিক,' দ্বিধাগ্রস্তের মত টেনে বলল ও। 'কিন্তু টম হেফটার? ও থাকছে তো?'

'পাগল! ওর মত এক অকম্মা বুড়োকে বেতন দিয়ে পোষার কোন অর্থ হয়? ওকে বরং সবার আগে বিদায় করা উচিত।'

'কিন্তু লোকটা কুক হিসেবে খুব ভাল,' এডির কণ্ঠে আপত্তির সুর ফুটল। 'এলোইস তো ওসব বলতে গেলে পারেই না। হেফটার চলে গেলে চলবে কিভাবে?'

'তাহলে তো ওকে এখনই বিদায় করা উচিত তোমার!' উৎসাহ জোগানোর ভঙ্গিতে টেবিল চাপড়াল রুড। 'এটাই তোমার স্ত্রীর রান্না শেখার মোক্ষম সুযোগ হতে পারে। খেদিয়ে দাও বুড়োকে, দেখবে কত অল্প সময়ে সুন্দর রাঁধতে শিখে গেছে তোমার মিসেস।' একটু

বিরতি দিল। 'এই র‍্যাঞ্চ নিয়ে চার্লি টলিভারের সাথে আমার একটা বোঝাপড়া ছিল।'

'কিরকম?'

'লোকটা আমাকে কথা দিয়েছিল র‍্যাঞ্চ সে আমার কাছেই বিক্রি করবে, আমি ছাড়া আর কারও কাছে করবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথা রাখল না বুড়ো। আমার সাথে বেঈমানী করে গোপনে তোমার ভাইয়ের কাছে বিক্রি করে দিল। অবশ্য এ-ও ঠিক, তোমার ভাই যে পরিমাণ টাকা দিয়েছে অত আমি দিতাম না। কিন্তু লোকটা কথা দিয়েছিল আমাকে। কথা রাখা উচিত ছিল ওর।'

'আমি ... আমি বুঝতে পারছি,' লোকটার ঠাণ্ডা চাউনি এডির ভাল লাগল না। তাড়াতাড়ি আরেকদিকে তাকাল।

'একটা কথা কি, জানো? আমার সাথে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাদের সমাপ্তি অসময়ে হয়।'

'চার্লি কিভাবে ... কিভাবে মারা গিয়েছিল?'

'কিভাবে মারা গেছে সেটা কোন ব্যাপার নয়, ব্যাপার হচ্ছে পৃথিবীর আলো-বাতাসে তার দম নেয়া থেমে গেছে, ব্যস্।'

গলা-বুক হঠাৎ শুকিয়ে উঠল এডির। সন্দেহ হলো, লোকটার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে এতদিন যা জানত, তার বাইরেও আরও কিছু আছে যা সম্ভবত কেউ জানে না।

'তুমি আমার কথামত খেলবে, এডি। ঠিক থাকবে,' চেয়ারে হেলান দিয়ে দীর্ঘ পা জোড়া সামনে মেলে দিল লোকটা। 'এডি! সেই জায়গাটা আমার জন্যে তোমাকে আবার কষ্ট করে খুঁজে বের করতে হবে, যেখানে তোমরা সেই মেয়েটার "স্বামীকে" কবর দিয়েছিলে।'

চোখ কোঁচকাল যুবক। 'কেন?'

'পরে শুনো,' চিকন হাসি ফুটল তার মুখে। 'পারবে তো?'

'তা পারা যাবে!'

'বেশ।' মনে মনে হাসল সে। মেয়েটা কোথায় আছে, সে খবর জানতে পেরেছে সে। এখন শুধু ওর ভাঁড়ুয়া ব্যাটার কবরটার ... থুতনি

উঁচু করে বাঙ্কহাউস দেখাল, 'ওদেরকে ছাঁটাই করার খবর কে জানাতে যাবে, আমি, নাকি তুমি?'

'আমি জানাচ্ছি।'

'তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করব আমি।'

কিন্তু দু'মিনিট যেতে না যেতে উঠতে হলো তাকে, বাইরে কথা কাটকাটি শুরু হয়ে গেছে। বেরিয়ে এসে এডিকে নিজেদের চার হ্যান্ড ও টম হেফটারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে। মেজাজ খাট্টা দুই তরফেরই। রুডকে জটলার দিকে এগিয়ে যেতে দেখে ইয়ার্ডের ও মাথায় দাঁড়ানো সিড স্যালোনও পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল।

'কি হয়েছে?' রুড বলল।

'ওরা এখনই বকেয়া বেতন দাবি করছে,' অসহায় ভঙ্গি করল এডি। 'কিন্তু আমার কাছে কোন টাকা নেই।'

'ওদেরকে আগামি মাসের এক তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলো,' অন্যদিকে ফিরে তাচ্ছিল্যের সাথে বলল সে। 'ওইদিন তোমার কাছ থেকে কিছু গরু কিনব আমি। সেই টাকা থেকে ওদের পাওনা শোধ করে দিতে পারবে তুমি।'

'আমাদেরকে বিদায় করতে তোমরা দেখছি এক পায়ে খাড়া,' টম বলল। ওদের দু'জনের দিকে তাকাচ্ছে ঘনঘন। চিন্তিত মনে হচ্ছে তাকে। মুখের দাড়িবিহীন অংশটুকু রাগে লাল হয়ে আছে। 'ভালো কথা। দাও বিদায় করে। আমাদেরও থাকার কোন ইচ্ছে নেই। কিন্তু বেতন দিতে হবে। ঝুলিয়ে রাখা চলবে না।'

চোখ গরম করে তাকাল রুড। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'যা বললাম তাই করবে, নয়তো এক পয়সাও পাবে না। যাও, বাঙ্কহাউসে গিয়ে প্যাক-আপ করে নাও।'

'আর কেউ করতে পারে, আমি করছি না,' দৃঢ় গলায় বলল বৃদ্ধ। 'ওয়েন চ্যানট্রি না ফেরা পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ছি না আমি।'

'মিস্টার রুডের অর্ডার শুনেছ তুমি!' কথা নয়, যেন চাবুক চালাল স্যালোন। চমকে উঠে একযোগে ঘুরে তাকাল সবাই। রাগে কুকুরের

মত দাঁত বেরিয়ে পড়ায় ভয়ঙ্কর লাগছে ছোটখাট মানুষটাকে, তার ডান হাত হোলস্টারের কাছে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ঝুলছে।

তার ওই চেহারা এবং দাঁড়ানোর ভঙ্গি আর চকচকে দৃষ্টির একটাই অর্থ হয়-ব্যাটা গানম্যান। ঠাণ্ডা মাথার খুনী। আর কথা বাড়ানোর সাহস হলো না বৃদ্ধের, দ্রুত কাজে লেগে পড়ল। ব্যস্ত পায়ে বাঙ্কহাউসের দিকে এগোল সবাই।

তাই দেখে ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল রুড। এডিকে হাত ধরে এক পাশে টেনে নিয়ে এল। 'আরেকটা কথা, এডি। সেদিন তুমি বলছিলে খুব ব্যস্ততার মধ্যে তোমাকে মিজৌরি ছাড়তে হয়েছিল, তাই না? কেন? কি এমন ঘটেছিল সেখানে?'

ভয়ে ফ্যাকসে হয়ে উঠল যুবকের চেহারা। কাঁধের ওপর দিয়ে চট্ করে পিছনটা দেখে নিল সে, যেন প্রশ্নটা কেউ শুনে ফেলল কি না নিশ্চিত হতে চাইছে। 'কই, নাহ্! তেমন কিছু না।'

'বলো আমাকে, এডি,' মোলায়েম কণ্ঠে বলল লোকটা।

'ওসব নিয়ে কথা বলতে চাই না।'

'এখানে তোমার ক'জন বন্ধু আছে?'

রুডের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট চাটল যুবক। 'বন্ধু? একজনও না, আমার ধারণা।'

'ধরো, এখন কেউ যদি মিজৌরি থেকে ঝামেলা বাধাতে আসে, বন্ধুর প্রয়োজন হবে তোমার। তাই না?' মিষ্টি হেসে ওকে অভয় দেয়ার চেষ্টা করল রুড। 'সেক্ষেত্রে আমি ছাড়া আর কেউ তোমাকে সাহায্য করবে না, এডি। তোমার ভাইও করবে না। কাজেই আমাকে তোমার বলা উচিত ব্যাপারটা কি! তাহলে হয়তো প্রয়োজনে তোমাকে সাহায্যও করতে পারব আমি। বলো, বলো! বুক হাল্কা করো।'

বেশ কিছুক্ষণ দ্বিধার পর মুখ খুলল এডি। যা বলল তা এরকম: স্কুলের এক মেয়ের সাথে ওর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠার খবর মেয়েটির ভাইদের কানে যায়। কেনি পরিবারের মেয়ে ছিল সে, তিন ভাইয়ের একমাত্র বোন। ভয়ঙ্কর প্রকৃতির ছিল ভাইগুলো। এডির সাথে বোনের

ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের খবর জানতে পেরে ছোট কেনি একদিন ওকে আর কোন মেয়ের দিকে নজর ঘোরাবার পরামর্শ দিয়েছিল, কারণ তার ইচ্ছে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, একই ক্লাসের আরেক ছাত্রের সঙ্গে বোনের বিয়ে দেবে। এডি কানে তোলেনি। ক'দিন পর স্কুল ডান্সের দিন এডিকে বোনের সঙ্গে নাচতে দেখে মেজাজ বিগড়ে যায় কনিষ্ঠ কেনির। তারপর ড্র, গুলি এবং মৃত্যু।

মারা যাওয়ার আগে ছোট কেনি বলেছিল: কোথাও পালিয়ে বাঁচতে পারবে না এডি। তার বড় ভাইয়েরা একদিন এর প্রতিশোধ নেবেই। এডির কপাল ভাল, ওই সময়ে জেলে ছিল তারা। এরপর আর দেরি করেনি ও, পালিয়ে চলে আসে নিউ মেক্সিকোয়।

'কেনিরা জানে না তো তুমি কোথায় আছ?' ভালমানুষের মত জানতে চাইল লোকটা।

আঁতকে উঠল যুবক। 'না, না! পাগল নাকি?'

সে তো বটেই! মনে মনে হাসল সে। এডি ও এলোইসের সাথে দুপুরের খাবার খেল সে-তাজা কিছু নয়, আগের রাতে টম হেফটারের রান্না থেকে বেঁচে যাওয়া খাবার। তা-ও গরম করতে গিয়ে বীন পুড়িয়ে ফেলেছে এলোইস, বীফ শুকিয়ে ফেলেছে, এইসব দিয়ে।

'দেখি, তোমার জন্যে একজন ভাল কুকের ব্যবস্থা করা যায় কি না,' খেতে খেতে সহনুভূতির সুরে এডিকে বলল সে। 'তার কাছ থেকে তোমার মিসেস কিছু শিখতেও পারবে।'

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল এলোইসের, টেবিলের ওপাশ থেকে ক্রুদ্ধ চোখে লোকটার দিকে তাকাল। 'মিস্টার রুড! আর কখনও আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলাতে আসবে না তুমি।'

স্ত্রীর মূর্তি দেখে এডি ফ্যাকাসে হয়ে উঠলেও কথাগুলো যাকে লক্ষ্য করে বলা, তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। বরং বেহায়ার মত হাসল সে। 'তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি, মিসেস ডেভলিন। কিন্তু তোমার জন্মস্থান আর এই অঞ্চলের মধ্যে কিছু কিছু ব্যাপারে তফাত আছে, সেগুলো তুমি যতো দ্রুত সনাক্ত কবতে পারবে,

তত তোমার ...' ঘোড়ার পায়ের শব্দে থেমে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই ওয়েন চ্যানট্রিকে দেখতে পেল সে। দুল্‌কি চালে এগিয়ে আসছে। চেহারা কালো হয়ে উঠল জো রুডের।

তেরো

বুড়ো টম হেফটারসহ নিজেদের চার র‍্যাঞ্চহ্যান্ডকে বাঙ্কহাউস থেকে লাইন দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখে বিস্মিত হলো ওয়েন। যার যার ওয়ারব্যাগ কাঁধে লোকগুলোর। এদিকে অচেনা চারজন বেডরোল নিয়ে ভেতরে ঢোকার অপেক্ষায় আছে। চট্‌ করে স্যাডল থেকে নেমে বাঙ্কহাউসের দরজায় এসে দাঁড়াল ওয়েন। অচেনা মুখগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে টম হেফটারের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল, 'এসব কি চলছে এখানে, টম?'

'আমাদেরকে ছাঁটাই করে দেয়া হয়েছে,' তিক্ত গলায় বলল সে। 'চলে যাচ্ছি আমরা।'

'তা-ই নাকি?' টেনে বলল ও। 'কে ছাঁটাই করল?'

আশপাশেই কোথাও ছিল রুডের ফোরম্যান, ওর গলা শুনে স্বভাবসুলভ তিড়িং বিড়িং করে ছুটে এল। 'তুমি?'

ঘুরে লোকটাকে দেখল ওয়েন। 'কেন? তোমাদের কোন অসুবিধা করলাম নাকি?'

বসের খোঁজে মা হারা বাছুরের দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাল লোকটা। বুঝে ফেলেছে বসের নিশানা আবার ব্যর্থ হয়েছে। কোনমতে বলল, 'না, আমরা ভাবলাম তুমি বুঝি আর কোথাও চলে গিয়েছ।'

'আর কিছু ভাবোনি?'

'কি?'

পাত্তা না দিয়ে বৃদ্ধ কুকের দিকে ফিরল ওয়েন। 'তোমাদের ছাঁটাই অর্ডার বাতিল করা হলো। ভেতরে যাও, জিনিসপত্র সব জায়গামত রেখে এসো।'

'এক মিনিট!' তিড়িং করে উঠল স্যালোন। 'মিস্টার রুড এডিকে সাহায্য করতে চেয়েছে বলেই ...'

'এডিকে?' লিভাইয়ের দুই পকেটে হাত ভরে ঘুরে দাঁড়াল ও। 'তা ভালো। এডিকে ও যত খুশি সাহায্য করুক, আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমি যে এই র‍্যাঞ্চের অর্ধেকটার মালিক, কথাটা তার ভুলে যাওয়া উচিত হবে না।'

পাহাড়ের মত অটল ওয়েন চ্যানট্রিকে কুতকুতে চোখের হিসেবী দৃষ্টিতে মাপল লোকটা। ওর হোলস্টার এবং তার ভেতরের পিস্তলটাও দেখল সময় নিয়ে। কি বুঝল কে জানে, চিকন ঘামের রেখা ফুটতে দেখা গেল তার কপালে। চোখ ফিরিয়ে নিল সে। মনে হলো ওর চোখে চোখে তাকিয়ে থাকার মত মনের বল নেই বলে লোকটা নিজের ওপরেই চটে উঠেছে।

হঠাৎ চর্কির মত ঘুরে দাঁড়াল লোকটা, কিচেনের দিকে এগিয়ে গেল বৃস্টার মার্চের ভঙ্গিতে। ঠিক তখনই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল জো রুড। রোদ পড়ায় পেটের কাছে তার সোনার ওয়াচ চেইনটা ঝিকিয়ে উঠল।

'আরে!' যেন ওকে দেখে খুব খুশি হয়েছে, এমনভাবে হাসল লোকটা। 'ওয়েন, তুমি কখন এলে! আমরা তো তোমার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম।'

'নাম্বার এক, অমন ভুল আর ভুলেও কখনও করবে না,' ঠাণ্ডা হাসিতে ভরে উঠল ওর মুখ। 'এবং নাম্বার দুই, নিজের লোকজন নিয়ে এখনই এখান থেকে বেরিয়ে যাও।'

আর যা-ই হোক, এরকম সরাসরি অর্ধচন্দ্র খাওয়ার আশঙ্কা একেবারেই ছিল না, তাই সুন্দর চেহারাটা অপমানে কালো হয়ে উঠল। 'আমি এডিকে সাহায্য করার জন্যেই ...'

'হ্যাঁ,' বাধা দিল ওয়েন। 'এতক্ষণ তোমার ফোরম্যানও আমাকে সেই কথাটাই বোঝাতে চেষ্টা করছিল।'

এডি কিচেনের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকল। দেখে মনে হলো পাথর হয়ে গেছে সে। এলোইসের চেহারাও ফ্যাকাসে, স্বামীর কাঁধের ওপর দিয়ে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে উঁকি-ঝুঁকি মেরে বাইরে কি চলছে দেখার চেষ্টা করছে। ওদিকে রুড আর স্যালোন তাকিয়ে আছে ওয়েনের পকেটে ভরে রাখা ডান হাতের দিকে।

'তোমার হাতের ওরকম অবস্থা কেন?' রুড প্রশ্ন করল। 'ভেঙে গেছে নাকি?'

'না।'

'দেখি, পকেট থেকে হাত বের করো! দেখতে দাও আমাদেরকে!' যেন লড়াইতে জয়ী হয়েছে, এমনভাবে হাসল লোকটা। সিড স্যালোন আগ্রহের আতিশয্যে তার ছোট্ট বুটের ডগায় ভর দিয়ে প্রায় খাড়া হয়ে গেছে। ওদিকে সমস্যা ঘটতে যাচ্ছে টের পেয়ে এলোইস ঘাবড়ে গেল। এডির কাঁধ শক্ত করে আঁকড়ে ধরে তাকে ভেতরে নিয়ে যেতে টানাটানি শুরু করল।

'থামো তোমরা! এখানে কোনরকম ঝামেলা চাই না আমি!'

'তুমি ঘরে যাও, মিসেস ডেভলিন,' ওয়েন বলল। সতর্ক চোখে লোক দু'টোকে মাপছে। 'কেউ বোকামী করে বসলে গোলাগুলি শুরু হয়ে যেতে পারে।'

ওকে অটল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখে অবশেষে মনের জোর অনেকখানি হারিয়ে ফেলল রুড, এক পা পিছিয়ে দাঁড়াল। আরও পিছাবে কি না ভাবছে, এমন সময় টম হেফটার বার্নের দরজায় শটগান হাতে উদয় হয়ে তাকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করল।

'বস্ তোমাদেরকে বেরিয়ে যেতে বলেছে না?' নির্বিকার গলায় বলল সে। 'তাহলে দেরি কেন? বেরিয়ে যাও!'

'এখানে বস্ তো দু'জন,' রাগে গলা কেঁপে গেল রুডের। 'এডি বাকি অর্ধেকের মালিক। আমরা ...'

'কথাটা তাহলে জানতে তুমি?' ঠাণ্ডা গলায় লোকটাকে বাধা দিল ওয়েন। 'কিন্তু তোমার অর্ডার করার একতরফা কায়দা দেখে এতক্ষণ তো তেমন মনে হচ্ছিল না।'

'প্লিজ!' অনুনয়ের সুরে বলল এলোইস। 'থামো তোমরা! মিস্টার রুড, চলে যাও দয়া করে!'

'ঠিক আছে, মিসেস ডেভলিন,' ইজ্জত রক্ষা করার এমন সুযোগ হাতছাড়া করল না লোকটা, চট্ করে দু'পা পিছিয়ে এসে অনির্দিষ্ট ভঙ্গিতে হাত নাড়ল। 'ঠিক আছে। আমরা যাচ্ছি।'

লোকগুলো বিদায় হতে বার্ন থেকে বেরিয়ে এল টম হেফটার। শটগান রেখে ওয়েনের কাছে এসে দাঁড়াল। 'তোমার এই হাল কেন, ওয়েন? কি হয়েছিল?'

'গ্রিজলির সাথে ওয়ালজ নাচতে গিয়েছিলাম।' বাঙ্কহাউসে এসে একটা বেঞ্চে টান্ টান্ হয়ে শুয়ে পড়ল ও। একটু পর টম এবং অন্য চার পাঞ্চারও এল। ভেতরে পা রেখেই টেবিলের ওপর রাখা ওর ডান হাতের অবস্থা দেখে জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল প্রত্যেকে। স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকল।

'জি-ই-যাস কী-ই রাইস্ট!' হুঁশ হতে ফিস্ ফিস্ করে বলল বৃদ্ধ। 'এই হাত নিয়ে তুমি ওদেরকে বোকা বানিয়েছ? ও মাই গা-ড!' দাঁত বের করে হাসল। 'তোমার হাত ঠিক হতে অন্তত আরও দু'চারদিন সময় লাগবে, ওয়েন। এই ক'দিন কারও সাথে ঝামেলা না বাধাতে যেয়ো না দয়া করে। সেরে-সামলে থাকার চেষ্টা কোরো।'

'করব।' তাদেরকে ছাঁটাই করে রুডের নিজের লোক ঢোকাতে যাওয়া সম্পর্কে পুরোটা শুনল ও বৃদ্ধের মুখ থেকে। তারপর আপনমনে মাথা দোলাল। 'নার্ভ আছে স্বীকার করতেই হবে। ওই একটাই সম্বল লোকটার।'

দুপুরের পর ওর হাতের করুণ অবস্থা দেখে ঢোক গিলল এডি। ঠিক করল লোকটার সাথে তার পুরানো দেনা-পাওনাগুলো এই সুযোগে মিটিয়ে ফেলবে, কিন্তু ভাবনার সাথে কাজের সমন্বয় ঘটাতে পারল না

বেচারা। আলগোছে ড্র করতে গিয়ে ওকে তারই দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে এমনভাবে হাত টেনে নিল, মনে হলো গান নয়, বেখেয়ালে আগুনে পোড়ানো ব্র্যান্ডিং আয়রন ধরে বসেছে।

***

ডান হাত সুস্থ হওয়ার অপেক্ষায় অনেক কষ্টে পাঁচটা দিন শুয়ে-বসে কাটাল ওয়েন, ছয় দিনের দিন দুপুরের দিকে বন্ধুর খবর নিতে এল। এই ক'দিনের মধ্যে শ্যাকটার উন্নতি হয়েছে দেখল। অ্যাপারসন'স্ থেকে নিয়ে আসা পুরানো রাগ দিয়ে ফ্লোর ঢেকে ওটার চেহারা মোটামুটি ভদ্রোচিত করে তুলেছে রুথি। সামনের দরজায় তার খানিকটা পর্দা হিসেবেও ঝোলানো হয়েছে।

ওয়েনের ডাক শুনে রুথি বেরিয়ে এল। ঘুম থেকে উঠে এসেছে। চোখের চারদিকে গাঢ় কালির প্রলেপ। অন্ধকার থেকে কড়া রোদের আলোয় এসে চোখ পিট্ পিট্ করতে লাগল। 'তুমি?' হাসির ভঙ্গি করল। 'কাল অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করতে হয়েছে কিনা!'

'ফ্র্যাঙ্ক কোথায়?'

'এখনও ঘুমাচ্ছে। সকালে ফিরেও ঘুমে দেখেছি ওকে। আজকাল খুব ড্রিঙ্ক করে। সারাক্ষণ।'

'আমি ওকে নিয়ে যেতে এসেছি,' ওয়েন বলল।

শ্রাগ করল মেয়েটা। 'চেষ্টা করে দেখতে পারো। কিন্তু আমি জানি কাজ হবে না।'

'দেখা যাক।'

কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকল রুথি। 'যাও। তবে একটা কথা জেনে যাও। ফ্র্যাঙ্ক আমাকে বলেছে, তুমি এ নিয়ে বেশি জোরাজুরি করলে ও তোমাকে ঘর থেকে বের করে দেবে।'

'আমার ওপর ছেড়ে দাও ব্যাপারটা,' ওর বাহুতে আলতো চাপড় লাগাল ওয়েন। 'আর শোনো, কিছু টাকা-পয়সা জমিয়েছিলাম আমি। ভাবছি তোমাকে দিয়ে দেব। কাল সোমবার, প্রেসকটের স্টেজ ছাড়বে। চলে যাও তুমি। ওখানে গিয়ে নতুনভাবে বাঁচার চেষ্টা করো।

আমার মনে হয় চেষ্টা করলে তুমি তা পারবে। এখানে পড়ে থেকে কেন শুধু শুধু নিজের কষ্ট বাড়াচ্ছ?'

নজর নামিয়ে নখ খুঁটতে লাগল মেয়েটা। 'ও আমার জীবনে প্রথম পুরুষ ... না, একমাত্র পুরুষ যে কখনও বেশ্যা বলে আমাকে ঘৃণা করে না। ওর কাছে আমি নারীর সত্যিকারের মর্যাদা পেয়েছি। মানুষটা কতখানি মানসিক যন্ত্রণার ভেতর আছে তা শুধু আমি জানি। এই অবস্থায় ওকে ফেলে যাই কি করে?' চোখের কোণ মুছল ও।

'জানি,' গলা নরম হলো ওয়েনের। 'কিন্তু তোমাদেরও বোঝা উচিত এই জীবন আসলে কোন জীবন নয়। না তোমার জন্যে, না ওর জন্যে। তাছাড়া এখন তো সম্পূর্ণ তোমার রোজগারের টাকাতেই ওর পেট চলছে।'

কালসিটে পরা ক্লান্ত চোখ তুলে তাকাল রুথি। 'মেনে নিতে পারছ না, তাই না?'

'পারার কথাও নয়। তুমি বলেছিলে নতুন করে জীবন শুরু করবে, কিন্তু তোমার মধ্যে এতদিনেও সেরকম কোন চেষ্টা দেখিনি আমি। ওয়েফিল্ডে কিছু করার চেষ্টা করতে পারতে।'

'ওরা শুনলে পাগল হয়ে গেছি ভাববে অথবা টাউন থেকে তাড়িয়ে দেবে বলে যাইনি। নয়তো দয়া করে কনজালে একটা ঘর পাইয়ে দেবে। দুঃখিত, দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমাকে এখনই অ্যাপারসন'স্ যেতে হবে। তুমি দু'মিনিট অপেক্ষা করো, আমি ড্রেস বদলে ওকে ডেকে দিচ্ছি।'

ফ্র্যাঙ্ককে দেখে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল ওয়েন। এই ক'দিনে বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে তার। সারা গালে দাড়ি গিজগিজ করছে, মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। চোখ টকটকে লাল। কনুইয়ে ভর দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছে সে। এক হাতে হুইস্কির গ্লাস, অন্য হাতটা কম্বলের নিচে। চোখাচোখি হতে ওকে ঘরের একমাত্র চেয়ারটা দেখাল সে। 'বোসো। তোমাদের দু'জনের আলোচনা একটু একটু কানে এসেছে আমার,' ছোট্ট এক চুমুক হুইস্কি খেল।

বসল ওয়েন। 'আমি রুথিকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম, এটা তোমার উপযুক্ত জায়গা নয়। তোমার আসল জায়গা হচ্ছে সার্কেল-এ। তোমার নিজস্ব জায়গা। ওখানে ...'

'ওখানে আমি আর কোনদিন যাচ্ছি না, বন্ধু,' করুণ হাসি ফুটল ওর মুখে। মাথা নাড়ল। 'আমি নিজের বিছানা করে ফেলেছি।'

'অজায়গায়।'

'তা হোক,' বিরক্তিতে চোখমুখ কোঁচকাল। আরও খানিকটা হুইস্কি গিলল। 'তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই আমার। এখন তুমি যাও। নিজের কাজে মন দাও গিয়ে।'

'তুমি আপনজনের তরফ থেকে যে কষ্ট পেয়েছ, যে আঘাত পেয়েছ, তার চেয়ে অনেক বড় কষ্ট, অনেক বড় আঘাতও মানুষের জীবনে আসে। কিন্তু তাই বলে মানুষ নিজেকে এইভাবে ধ্বংস করতে উঠেপড়ে লাগে না, সবকিছু ভুলে গিয়ে নতুন করে বাঁচার চেষ্টা করে। তুমিও তাই করছ না কেন? চলো, ওঠো। আমি তোমাকে তোমার র‍্যাঞ্চে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'আমার র‍্যাঞ্চ?' কঠোর শোনাল তার গলা। 'আমার কোন র‍্যাঞ্চ নেই। ওটা এডিকে দান করে দিয়েছি।'

'এখন ফিরিয়ে নাও।'

'না, ফিরিয়ে নিতে চাই না। আমি চাই এডি তোমার পার্টনার থাকুক।'

কথায় কাজ হবে না বুঝতে পেরে উঠল ওয়েন, তার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু এমন পরিস্থিতির জন্য আগে থেকে প্রস্তুত হয়েই ছিল ফ্র্যাঙ্ক, ওর মতলব টের পেয়ে চট্ করে কম্বলের নিচের হাতটা বের করে আনল। নিজের হেভি .৪৫ ধরা আছে মুঠোয়। হাতটা কাঁপছে থরথর করে, নিজেকে সামলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে ওর। নিঃশ্বাস পড়ছে ঝড়ের বেগে।

'আমাকে বাধ্য কোরো না, ওয়েন,' ফ্যাসফেঁসে, কিছুটা জড়ানো কণ্ঠে বলল সে। 'দয়া করে চলে যাও এখান থেকে।'

দু'পা পিছিয়ে এল ও। ভাবল ফ্র্যাঙ্কের যে অবস্থা, তাতে ওকে নিরস্ত্র করতে বেশি বেগ পেতে হবে না। কিন্তু তারপর কি? অজ্ঞান করে ফেলে রাখবে ওকে, নাকি র‍্যাঞ্চে নিয়ে গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে গরুর মত বেঁধে রাখবে?

'ভেবে দেখো, ফ্র্যাঙ্ক,' শান্ত গলায় বলল, 'তোমার হুইস্কির পয়সা জোগাতে রুথিকে বাড়তি কাজ করতে হচ্ছে। সারা রাত ধরে! কি কাজ তুমি জানো। ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখেছ? তোমার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে ও তোমাকে সঙ্গ দিচ্ছে, বিনিময়ে তুমি কি দিচ্ছ? তাছাড়া ওর মতো মেয়ের টাকায় যে চলে, তাকে সবাই কি বলে ডাকে, তা-ও একবার ভেবে দেখো।'

'গেট আউট!' চাপা হুঙ্কার ছাড়ল ফ্র্যাঙ্ক। 'গেট আউট!'

কিছুক্ষণ বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থাকল ও, তারপর ধীরপায়ে শ্যাক থেকে বেরিয়ে এল। রুথিকে আরেকবার বোঝাবার চেষ্টা করবে ভেবে অ্যাপারসন'স্ এল। কিন্তু ওরও এক কথা, কিছুতেই ফ্র্যাঙ্ককে ছেড়ে যাবে না। তবে ওকে কথা দিল মেয়েটা, ফ্র্যাঙ্ক যাতে ইচ্ছেমত পান করতে না পারে, আজ থেকে সেদিকে কড়া নজর রাখবে।

চোদ্দ

'হাই বিশপের এমন অস্বাভাবিক মৃত্যু ... চিন্তার বিষয়, ভিনস্,' জো রুড থেমে থেমে বলল। শেরিফের অফিসে তার মুখোমুখি বসে আছে লোকটা। হাতে আধপোড়া সিগার।

'হ্যাঁ। এ নিয়ে টাউনে কথা হচ্ছে,' শেরিফ ম্যাকব্রাইড মাথা ঝাঁকাল। মাথা যতটা না নড়ল, তার চেয়ে বেশি নড়ল তার থুতনির চর্বির ভাঁজ। 'প্রথমে টেক্স স্টিলওয়ে মরল, তারপর ...'

'ওয়েন চ্যানট্রির কাজ,' বাধা দিল সে।

'অ্যালি ক্যারিংটনও সেদিন তাই বলে গেল। ওয়েন চ্যানট্রি আত্মরক্ষার জন্যে গুলি করেছে তাকে।'

'ভাল করে খোঁজ-খবর নিলে জানতে পারবে হাই বিশপকেও ওই লোকই হত্যা করেছে। ও ছাড়া এ কাজ আর কারও হতেই পারে না।'

মাথা ঝাঁকাল শেরিফ। 'হ্যাঁ, খোঁজ নিতে হবে। শুধু এই দুই কেসের ব্যাপারে না, চার্লি টলিভারের খুনের ব্যাপারটাও আছে। সবগুলো নিয়ে কথা চলছে টাউনে।' আড়চোখে রুডকে দেখে নিয়ে নড়েচড়ে বসল শেরিফ ম্যাকব্রাইড। বুট পরা দু' পা তুলে দিল রোলটপ ডেস্কের ওপর।

'আরে, ধুর! কিসের মধ্যে কি!' বিরক্তি ফুটল লোকটার চেহারায়। সিগারের ছাই ঝেড়ে বলল, 'ওটা অন্য ব্যাপার, তুমি ভালই জানো। পুরনো ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে কে অত মাথা ঘামায়! আমি বলছি তাজা কেস ... বিশপের মার্ডার কেসের কথা।'

'তা নিয়ে তুমি এত আগ্রহী কেন, জো?' মোটা গর্দান ঘুরিয়ে তাকে দেখল শেরিফ। 'বিশপ তোমার বন্ধু ছিল নাকি?'

'না, তা না।' জবাবটা সে এত দ্রুত এল যে না হেসে পারল না শেরিফ, রুডের অজান্তে অবশ্য। 'আমি বলতে চাইছি, তুমি ইচ্ছে করলে ব্যাটাকে এই কেসে ফাঁসাতে পারো।'

'বিশপ খুন হওয়ার সময় ছিলে তুমি ঘটনাস্থলে?'

'না।'

'তাহলে কিভাবে জানলে কাজটা ওয়েনই করেছে?'

'আমার সন্দেহ ...'

'গুলি মারো তোমার সন্দেহের!' হঠাৎ রুক্ষ হয়ে উঠল শেরিফের গলার স্বর। 'জাজ কুইন্সির কোর্টে সন্দেহের এক পয়সাও দাম নেই, তুমি তা ভালই জানো।' একটু থামল সে, গলা খাদে নামিয়ে বলল, 'তার চিঠি পেয়েছি ক'দিন আগে। চিঠিতে জাজ পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছে আমার অফিস যেভাবে চলছে, তাতে সে সন্তুষ্ট নয়। হঠাৎ করে

খুনোখুনি করে বেড়ে গেছে এখানে।' আরও খাদে নামল গলা। 'তোমার সতর্ক হওয়া উচিত, রুড।'

'সেই জন্যেই তো বলছি, ওয়েন চ্যানট্রিকে ...'

'থামো!' বেঁটে, মোটা আঙুল তুলে তাকে শাসাল সে। 'প্রমাণ না থাকলে এ ক্ষেত্রে এক পা-ও এগোতে রাজি নই আমি। আর তুমিও সতর্ক থেকো। অন্তত জাজ চলে না যাওয়া পর্যন্ত পানি ঘোলা করতে যেয়ো না। যে কোনদিন আসবে জাজ। আগে ফিরে যাক লোকটা, তারপর ভেবে দেখব কি করা যায়।'

টাউন থেকে হেফর্ক ফেরার পথে স্যার্কেল-এর দিকে এগোল রুড। বিশেষ কোন কাজ আছে বলে নয়, ওয়েনক বাজিয়ে দেখার শখ হয়েছে, তাই। বাঙ্কহাউসে পাওয়া গেল তাকে, একা। গান রিগটা মাথার পিছনের এক বাঙ্কের পেগে ঝুলিয়ে রেখে টেবিলের পিছনে বসে আছে, সামনে খোলা রেজিস্টার।

রীতিমত অনুপ্রাণিত বোধ করল জো রুড। তার হঠাৎ হাজির হওয়ার পিছনে কোন বদ মতলব নেই বোঝাতে দু'হাত তুলে ওকে দেখাল। নিরীহ ভঙ্গিতে উল্টোদিকের খালি বেঞ্চটায় বসল। ওয়েন বিরক্ত চেহারায় মাথা ঝাঁকাল।

'কি চাও?'

'আমি একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।'

'কি প্রস্তাব?'

'স্যার্কেল-এর তোমার অংশ কিনতে চাই আমি। দাম উপযুক্তই পাবে, তা নিয়ে ভেবো না।'

দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠল ওয়েনের। 'আমি বেচব না।'

'তুমি ড্রিফটার, যাযাবরের স্বভাব। বেশিদিন এক জায়গায় থাকতে পারো না। এখানেই বা কেন থাকবে? আমি তোমাকে বাজার দর অনুযায়ী টাকা দিচ্ছি, নিয়ে নতুন কোথাও চলে যাও।'

'আর কাউকে প্রস্তুত রাখবে না, যাওয়ার পথে যে গান ঠেকিয়ে টাকা-পয়সা কেড়ে নিয়ে আমাকে ভারমুক্ত করবে?'

ওর ধারণা সত্যের এতই কাছাকাছি ছিল যে বিস্ময় চেপে রাখতে পারল না রুড। কোনরকমে পানসে হাসি হেসে বলল, 'তুমি ভীষণ সন্দেহপ্রবণ মানুষ দেখছি!'

'হ্যা। বিশেষ করে তোমার বেলায়।'

লোকটার মুখের এক পাশ বেঁকে গেল। 'আমি তোমার জন্যে ভালো একটা প্রস্তাব নিয়ে এলাম, আর তুমি ...'

'আগে শোনো কেন আমার শেয়ার বিক্রি করব না,' সবক দেয়ার ভঙ্গিতে বলল ও। 'ফ্র্যাঙ্ক ফিরে আসছে র‍্যাঞ্চে।'

'ফিরে আসছে?' চোখ পিট্ পিট্ করে উঠল তার। 'তা কিভাবে সম্ভব? ছোট ভাইয়ের নামে সম্পত্তি ডীড করে দেয়ার পর আবার তা ফিরিয়ে নেবে ও?'

'একটা ব্যবস্থা করবে আর কি!'

'এডি আর এলোইসকে ঘাড় ধরে বের করে দিয়ে?'

কিছুক্ষণ লোকটার চোখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকল ওয়েন, তারপর শান্ত কণ্ঠে বলল, 'একটা ব্যবস্থা হবে বলেছি! ঘাড় ধরে বের করে দেয়ার কথা বলিনি।'

উঠে পড়ল জো রুড। সামনে ঝুঁকে ওয়েন চ্যানট্রির ডান হাতটার অবস্থা দেখল। 'হাতটা এখন পুরো সুস্থ আছে দেখছি!'

চাউনি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল ওর। 'অসুস্থ ছিল জানলে কি ভাবে? কে দিল সে খবর?'

'সেদিন ভুল হয়ে গেছে,' আড়ষ্ট হাসি হাসল লোকটা। 'চান্সটা নেয়া উচিত ছিল আমার। মীমাংসা হয়ে যেত। যাক, চলি।'

ঘুরে দাঁড়াবার আগে ওর রিগটা আগের জায়গায় আছে কি না দেখে নিশ্চিত হয়ে নিল সে। দরজার দিকে এগিয়ে গেল দু'পা, পরক্ষণে সাঁৎ করে ঘুরে দাঁড়াল, শরীর ভাঁজ হয়ে গেছে। ডান হাত পৌঁছে গেছে রিভলভারের আইভরি বাঁটে। কিন্তু ওই পর্যন্তই—ওয়েন মিটিমিটি হাসছে দেখে হাত থেমে গেল তার।

'বোকামী করলে পস্তাবে, রুড। পিছনে তাকিয়ে দেখো।'

ওর চোখে চোখ রেখে হোলস্টার থেকে হাত সরিয়ে সোজা হলো সে, বেকুব হয়েছে বুঝতে পেরে চেহারা লাল বর্ণ ধারণ করেছে। পিছনে তাকাল সে. নিজেকে জুতোপেটা করতে ইচ্ছে হলো কাউকে দেখতে না পেয়ে—ওয়েন তাকে ডবল গাধা বানিয়েছে। চূড়ান্ত হার স্বীকার করে আবার যখন ওর দিকে ফিরল, রিগটা খালি দেখতে পেল। ভেতরের গান ওয়েনের হাতে ধরা।

'আজও একটা সুযোগ তুমি নষ্ট করলে, রুড,' আফসোস প্রকাশের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ও। 'এতদিন ভাবতাম তুমি বুঝি সাহসী, কিন্তু আজ সে ভুল ভাঙল। আসলে তুমি ভীরু। ঝুঁকি নেয়ার সাহস নেই।'

চেহারা টকটকে লাল হয়ে উঠল লোকটার, অথচ ভাব করল যেন কিছুই হয়নি। 'আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখো,' বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে মার্চ করে বেরিয়ে গেল।

কয়েকদিন পর সকালের দিকে রাস্তায় দেখা হলো অ্যালি-ওয়েনের। দুই হ্যান্ড নিয়ে তার সাথে দেখা করতেই আসছিল মেয়েটা। একটা ওক গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাধারণ আলোচনা করল দু'জনে, তারপর অ্যালি আসল প্রসঙ্গ পাড়ল—ওর ফোরম্যান হওয়ার প্রস্তাব নিয়ে কিছু ভেবেছে ওয়েন?

'দুঃখিত, সময় পাইনি,' মাথা নাড়ল ও। 'আসলে কথাটা আমার মাথায়ই আসেনি। আমি এখন ফ্র্যাঙ্ককে কিভাবে র‍্যাঞ্চে ফিরিয়ে আনা যায়, তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি।'

অ্যালির চেহারায় চাপা বিরক্তি ফুটল। 'ও পূর্ণবয়স্ক মানুষ। নিজের ভালমন্দ নিজেই ঠিক করতে পারে। তাছাড়া তাকে ফিরিয়ে আনছ, কিভাবে? একজনকে দান করা সম্পত্তিতে ...'

'সেটা বিশেষ কোন সমস্যা হবে না। সময়মত ম্যানেজ করে নেয়া যাবে। কিন্তু প্রথম সমস্যা হচ্ছে ওকে র‍্যাঞ্চে ফিরিয়ে আনা।'

'কি জানি!' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে শ্রাগ করল মেয়েটা। 'ওপর থেকে এলোইসকে যত সোজা মনে হয়েছিল, আসলে ও তত সোজা নয়।

তলে তলে ঠাণ্ডা লোহার মত মজবুত। হঠাৎ পাওয়া এই অধিকার সহজে ছাড়বে বলে মনে হয় না।'

'সময় হোক, দেখব। জো রুডের খবর জানো? তোমার ওখানে আসা-যাওয়া করে?'

মাথা নাড়ল অ্যালি। 'না। ইদানীং আমাকে এড়িয়ে চলছে লোকটা। অথচ তুমি আসার আগ পর্যন্ত সারাক্ষণ জোঁকের মত আমার পিছনে লেগে থাকত।' একটু বিরতি দিয়ে হাসল। 'মনে হয় আমাদের দু'জনকে নিয়ে কিছু সন্দেহ করেছে। করুকগে'!

কিছুক্ষণ নিরীক্ষা করল ওয়েনকে। গম্ভীর। 'আমি কিন্তু তোমার অপেক্ষায় আছি। আমার ভেতরে যে আগুন জ্বেলে দিয়ে এসেছ, তা নিভে যেতে দিয়ো না।'

অ্যালির সঙ্গে কথা বলার পর মনটা অনেকখানি হালকা হয়ে গেল ওয়েনের, সারাদিন ফুরফুরে মেজাজে থাকল। কিন্তু তার মধ্যেও একটা চিন্তা ভোগাল–হাতে নগদ টাকা নেই। সন্ধ্যায় ব্যাপারটা নিয়ে এডির সাথে আলোচনা করল ও।

'কিছু গরু বিক্রি করা জরুরি হয়ে পড়েছে। আপাতত দু'শো গরু বেচলেই চলবে। হাতে কিছুদিন চলার মত ক্যাশ হাতে।'

'ঠিক আছে, বিক্রি করো,' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে অনুমতি দিল যুবক। পরক্ষণে চাউনি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। 'কিন্তু আমার ভাগের টাকা যেন পাই আমি।'

পরদিন ভোরে ক্রেতার সাথে দেখা করতে বেরিয়ে পড়ল ওয়েন, তার একটু পরই এডিও বেরিয়ে পড়ল হেফর্কের উদ্দেশে।

পনেরো

'মিস্টার রুড, সেদিন তুমি বলেছিলে ওয়েন দুয়েকদিনের জন্যে বাইরে কোথাও গেলে তোমাকে খবর দিতে,' এডি বলল। 'তাই এলাম।'

ওয়েনকে শিক্ষা দেয়ার আরেকটা সুযোগ এসেছে দেখে হাসি ফুটল তার মুখে, এডির কাঁধে এক হাত রাখল। 'গেছে তাহলে, না? গুড, এবার তাহলে সেই কবরটার কাছে নিয়ে চলো আমাকে।'

বিমূঢ় চেহারা হলো যুবকের। 'কোন্ ... ও-ও, বুঝেছি! রুথির সঙ্গী লোকটার তো?'

'হ্যাঁ।'

দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল এডিকে। বিড়বিড় করে বলল, 'অ্যাদ্দিন পর ওটা খুঁজে বের করতে পারব কি না কে জানে!'

ঠাণ্ডা চোখে তাকাল জো রুড। 'কিন্তু সেদিন তুমি জোর দিয়ে বলেছিলে পারবে।'

লোকটার চাউনি আর গলার সুরে এমন কিছু ছিল যাতে ওর চেহারার শেষ ফোঁটা রক্ত পর্যন্ত সরসর করে গড়িয়ে নেমে গেল। 'হ্যাঁ, আমি ... আমি চেষ্টা করলে পারব মনে হয়।'

'পারতেই হবে,' গম্ভীর কণ্ঠে বলে সিড স্যালোনের দিকে ফিরল সে। একজোড়া শাবল নিয়ে লোকটাকে সঙ্গে আসার নির্দেশ দিয়ে ব্যাখ্যা হিসেবে এডিকে বলল, 'আমার কোমরে ব্যথা, কবর খুঁড়তে পারব না। তাই সাহায্য করার জন্যে ওকে নিলাম।'

শেষ পর্যন্ত পুরানো ট্র্যাক এবং খাড়া ঢালের পায়ের কাছের কবরটা যখন এডি সনাক্ত করল, তখন প্রায় বিকেল হয়ে গেছে। কবরের মাটি

যথেষ্ট আলগা ছিল তখনও, তাই লাশ উদ্ধার করতে বেশি কষ্ট হলো না। ছেঁড়া তেরপল দিয়ে মোড়া ছিল ওটা। কবরের খানিক দূরে ওয়াগনটা তখনও একই জায়গায় পড়ে আছে।

গলিত মৃতদেহ দেখে শিউরে উঠল এডি। বিকৃত কণ্ঠে বলল, 'লোকটা ঘাড় ভেঙে মরেছে।'

'ভুল কথা,' রুমাল দিয়ে নাক চেপে মাথা নাড়ল জো রুড। 'মাথার পিছনে গুলি খেয়ে মরেছে।'

অবাক হয়ে তার দিকে ফিরল এডি। 'তাই নাকি?' বলে শক্ত করে নাক-মুখ চেপে ধরে তেরপলের প্রান্ত উঁচু করল সে, তীক্ষ্ণ চোখে পরখ করতে লাগল জায়গাটা। এদিকে বসের ইঙ্গিতে পিস্তল বের করল সিড, লাশটার মাথার পিছনে গুলি করল। বিকট শব্দ উঠল, খুলির ভাঙা টুকরো ছিট্‌কে উঠল শূন্যে।

ভয়ে আঁতকে উঠল যুবক, তেরপল ছেড়ে লাফ দিয়ে পিছিয়ে এল। জো রুডকে নিঃশব্দে হাসতে দেখে পাকস্থলীতে কেমন একটা ফাঁপা অনুভূতি হলো ওর। কি মতলব ব্যাটার?

'এডি,' নরম গলায় বলল রুড। 'তোমাকে শপথ করে বলতে হবে ওয়েন একে কবর দেয়ার সময় খুলির পিছনের এই গর্তটা দেখেছ তুমি, কিন্তু কাউকে কিছু বলোনি। পরে বিবেকের চাপ সহ্য করতে না পেরে আমার কাছে বলেছ। বুঝতে পেরেছ?'

'কিন্তু ...' লোকটাকে অপলক তাকিয়ে থাকতে দেখে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল এডি ডেভলিন, শব্দ করে ঢোক গিলল। 'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।'

'সিড, তুমি এখানে থাকো। এটার ওপর নজর রাখো,' লাশটা দেখাল। 'আমি এডিকে নিয়ে ওয়েফিল্ডে যাচ্ছি।'

***

শেষ বিকেলের দিকে টাউনে পৌঁছল ওরা। অফিসে না গিয়ে শেরিফের খোঁজে প্রথমে নাইটিঙ্গেলে ঢুঁ মারল রুড, সেখানেই পাওয়া গেল তাকে। হাতে হুইস্কির গ্লাস, অতিরিক্ত পান করায় মুখটা লাল হয়ে

আছে। এক টেবিলে হেফর্ক পূলের বাকি তিন সদস্যের সাথে গল্প করছিল, রুডের সঙ্গে এডিকে দেখে থেমে গেল।

'এডির তোমাকে কিছু বলার আছে, ভিনস্,' কোনরকম ভূমিকা ছাড়া বলল সে। 'এডি, শুরু করে দাও।'

'সবার সামনে?'

'কোন অসুবিধা নেই। এরা আমার বন্ধু।'

বক্তব্য গুছিয়ে নিয়ে মুখ খুলেছিল এডি, কিন্তু লোকগুলো খুব কাছ থেকে হাঁ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে কথা আটকে যেতে লাগল। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যে সামলে নিল সে, 'ঘটনার' রীতিমত নাটকীয় বয়ান দিয়ে শেরিফের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় থাকল।

'তার মানে বেশ্যাটা ওকে খুন করেছে,' ফাইন্যাল টাচ্ দিল জো রুড। 'গুলি করে মেরেছে লোকটাকে। তুমি প্রমাণ চাইছিলে না, শেরিফ? এই নাও, নিয়ে এসেছি প্রমাণ। এখন বাকি দায়িত্ব পালন করা তোমার কাজ। কিছু একটা করো। সার্কিট জাজ ওয়েফিল্ডে এসে দেখুক অন্তত একটা খুনের কিনারা করতে পেরেছ তুমি। ভালো কথা, কবে আসছে সে?'

'কাল,' চিন্তিত মনে মাথা চুলকাল ম্যাকব্রাইড।

একে একে উপস্থিত মুখগুলোর দিকে তাকাল রুড। ঠোঁটের কোণে বিজয়ের চাপা হাসি। 'তোমাদের সবার বউ-বাচ্চা আছে। তারা নিষ্পাপ। তোমরা কি চাও ওই হারামী মাগীর মত তারাও একই বাতাসে দম নিক?'

লোকগুলো এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। 'অবশ্যই না,' ডক্টর প্লেন নামে একজন বলে উঠল। পূলের সদস্য। মানুষটা লম্বা, পোশাক-আশাকে এবং আচরণেও চোস্ত। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। আন্ডারটেকার ওয়াল্ট বেরিম্যানকে তখনই ডেকে এনে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হলো--পরদিন কফিন আর ওয়াগন নিয়ে ঘটনাস্থলে যাবে সে লাশ নিয়ে আসতে। ঘোড়ার পিঠে করে আনা যাবে না, তাতে প্রায় গলিত মৃতদেহের আকার বিকৃত হয়ে যাবে। তদন্তে সমস্যা হবে।

এত তোড়জোড় দেখে এডির গলা-বুক ততক্ষণে শুকিয়ে এসেছে। প্রথম সুযোগেই রুডকে একপাশে টেনে নিয়ে এল ও। চাপা গলায় বলল, 'এসব ওয়েনের কানে গেলে কি ঘটবে ভেবে দেখেছ?'

'যাবে না,' দৃঢ় শোনাল তার কণ্ঠ। 'কারণ ওকে কিছুদিনের জন্যে দূরে সরিয়ে রাখার একটা উপায় খুঁজে বের করেছি আমি।' ইঙ্গিতে ডক্ প্লেনকে কাছে ডেকে নিচুস্বরে কিছু বলল সে। তারপর তাকে বিদায় করে এডির উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল। 'ব্যস্, আর কোন চিন্তা নেই।'

পরদিন দুপুরের পর কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে অ্যাপারসন'স্ পৌঁছল শেরিফ ম্যাকব্রাইড। রুথি তখন আরও কয়েকটা মেয়ের সাথে টেবিল গোছাচ্ছে, ওদিকে আঙুলের টোকায় পিয়ানোয় টুং টাং আওয়াজ তুলছে অন্যমনস্ক অ্যাপারসন।

দরজায় শেরিফকে উদয় হতে দেখে তার চোখ ঝিলিক মেরে উঠল। চওড়া হাসির সাথে চোখ টিপে তাকে প্রথমে মেয়েদেরকে এবং পরে হুইস্কির বোতল দেখাল সে–অর্থাৎ যা খুশি করার নির্দ্বিধায় করতে বলল। জবাবে ইয়া মোটা গর্দান নাড়ল শেরিফ, পোশাকের নিচে দলা দলা চর্বি লাফিয়ে উঠল।

'আমি গলা ভেজাতে আসিনি, অ্যাপারসন,' যথাসম্ভব গম্ভীর গলায় বলল সে। 'অফিশিয়াল কাজে এসেছি। তোমার মেয়েদের মধ্যে রুথি নামে কেউ আছে?'

ভাল চোখের দৃষ্টি খারাপ হয়ে গেল লোকটার, ত্যাড়া নজরে ভিনস্‌কে দেখল। 'কেন জানতে চাইছ?'

'কিছু কথা বলতে চাই ওর সাথে। টাউনে নিয়ে আর কি!'

'এর সাথে পিটি শ্যামরকের কোন সম্পর্ক আছে নাকি?' জানতে চাইল লোকটা।

'পিটি শ্যামরক? ওহ্, ভাড়ুয়াটার নাম, তাই না?' জো রুড বলল বাঁকা কণ্ঠে।

'আস্ত একটা বদমাশ ছিল ব্যাটা,' অ্যাপারসন বলল। 'রুথির মুখে ওর পরিণতির কথা শুনেছি আমি।'

দ্রুত নজর বিনিময় হলো রুড ও শেরিফের। প্রথমজন ইঙ্গিতে মুখ খুলতে নিষেধ করল দ্বিতীয়জনকে। এখানে কঠিন বান্দার অভাব নেই। তাদের কারও সামনে বেফাঁস কিছু বেরিয়ে গেলে বলা যায় না, পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে উঠতেও পারে।

অ্যাপারসন রুথিকে ডেকে ম্যাকব্রাইডের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তার আসার কারণ জানাতে ভয় পেয়ে গেল ও। 'কি করেছি আমি?' চোখের পাতা কেঁপে গেল।

'ঘাবড়াবার কিছু নেই, রুথি' অ্যাপারসন আশ্বস্ত করতে চাইল ওকে। 'শেরিফ ম্যাকব্রাইড কিছু কথা বলতে চায় তোমার সাথে, আর কিছু না।'

ওয়েফিল্ডে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধে হয়ে গেল। এসেই রুথিকে নিয়ে ওয়েফিল্ড ফার্নিচার স্টোরের পিছনের আন্ডারটেকারের অফিসে এল শেরিফ। ভেতরে আরও কয়েকজনকে দেখতে পেল রুথি, কিন্তু ভাল করে তাকাল না কারও দিকে।

শেরিফ ওর হাতে একটা রুমাল ধরিয়ে দিল। 'এটা দিয়ে নাক ঢেকে নাও।'

আন্ডারটেকার লোকটা ছোটখাট, ভঙ্গুর স্বাস্থ্যের। কফিনের ঢাকনা তুলে রেখে পিছিয়ে দাঁড়াল সে। শেরিফ রুথিকে ইঙ্গিতে ভেতরটা দেখাল। বলল, 'দেখো তো, একে দেখেছ কখনও?'

'ও ... ও পিটি,' কোনমতে জবাব দিল মেয়েটা।

'পিটি শ্যামরক?'

শ্রাগ করল ও। 'নিজেকে ওই নামেই পরিচয় দিত। কিন্তু আমার সন্দেহ ভুয়া ... '

'তাতে এখন আর কিছু যায় আসে না। মিস্টার এডি, সামনে এসে দাঁড়াও,' মোটা তর্জনি দিয়ে ইঙ্গিতে ডাকল লোকটা। আগে থেকে উপস্থিত লোকগুলোর মধ্যে থেকে এডিকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। রুথির চোখের দিকে তাকাল না যুবক, আরেকদিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল।

'এই সেই মেয়ে, যে মাথার পিছনে গুলি করে পিটি শ্যামরককে হত্যা করার কথা তোমার কাছে স্বীকার করেছে?'

'হ্যাঁ, সেই মেয়ে।'

স্তম্ভিত হয়ে গেল রুথি, হাঁ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকল। জেলে পুরে দেয়া হলো রুথিকে।

পরদিন সকালেই ওয়েফিল্ড এসে পৌঁছল সার্কিট জাজ। একটা মার্ডার কেসের রায় দিতে হবে শুনে আর সব শুনানি তাড়াতাড়ি শেষ করে প্রস্তুত হলো সে।

ওদিকে ওয়েফিল্ডের প্রথম মেয়ে আসামী বলে রুথির প্রাইভেসি রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা নিল শেরিফ, কিন্তু তাতে ওর দুশ্চিন্তা দূর হলো না। একেবারে নির্ঘুম কাটল রাতটা। ভয়ে সারাক্ষণ শক্ত হয়ে থাকল ও। সকালে শেরিফ নাস্তা পৌঁছে দিতে এলে তার হাত ধরে মিনতি করল, 'ওয়েনকে একটা খবর দেবে, প্লিজ? ও জানে আমি পিটিকে খুন করিনি। পিটি ওয়াগন উল্টে ...'

'আচ্ছা, আচ্ছা, আমি দেখছি। তুমি খেয়ে নাও।'

কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগল, ওয়েনের দেখা নেই।

ষোলো

সকালে ব্যস্ত হয়ে স্যাডলে চড়তে যাচ্ছিল অ্যালি, এমন সময় ওয়েন চ্যানট্রি এসে হাজির। ওর প্রশস্ত, হৃদয়কাড়া হাসি দেখে সমস্ত উদ্বেগ মিলিয়ে গেল যুবতীর। বলল, 'ওহ্, তুমিও খবর শুনেছ তাহলে?'

'কি?'

'আমি তোমাকে খবর দিতেই যাচ্ছিলাম,' অ্যালি বলল।

'সমস্যার গন্ধ পাচ্ছি! কিসের খবর?'

মাথা দোলাল মেয়েটা। 'হ্যাঁ, সমস্যাই। এইমাত্র ডক্ প্লেন ঘুরে গেল। খবর দিতে এসেছিল, পরশুদিন আমার শ' খানেক আর তোমাদের পঞ্চাশটার মত লংহর্ণ গরুকে পাহাড়ী এলাকায় দেখতে পেয়েছে সে। কয়েকজন রাসলার বূলস্ হেডের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেগুলোকে।'

'কি নাম বললে, প্লেন?' সন্দেহ ফুটল ওর কণ্ঠে। 'লোকটা হেফর্ক পূলের সদস্য না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু অন্যদের তুলনায় একটু আলাদা ধরনের। বাবার বন্ধু ছিল। সুযোগ পেলেই আমার খোঁজ-খবর নিতে আসে।'

একটু ভাবল ও। 'তো, গরু খুঁজতে যাচ্ছ? ডক্ যাচ্ছে সাথে?'

মাথা নাড়ল অ্যালি। 'বেচারার পায়ে ব্যথা। আমাকে খবর দিতে এই পর্যন্ত এসেছে অনেক কষ্টে।'

'বুঝলাম,' ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। 'কিন্তু সে বুঝল কি করে কাজটা রাসলারদের? আর কারও নয়?'

'তাদের গরু তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যস্ততা দেখে। একটা রিজের ওপর থেকে লোকগুলোকে দেখেছে ডক্। এই এলাকার নয় তারা।' একটু থামল অ্যালি, অস্থির দেখাচ্ছে। 'এমনিতেই আমার টাকা-পয়সার টানাটানি চলছে, তার মধ্যে এতগুলো গরু চুরি হয়ে গেল, কি করব বুঝতে পারছি না। আমার ফোরম্যান বুড়ো মানুষ। তাড়া করে চোর ধরা তার পক্ষে সম্ভব না। হ্যান্ডও আছে মাত্র দু'জন।'

'কেন? আর সবাই কোথায়?'

উড়ে এসে গলায় পেঁচিয়ে যাওয়া কিছু চুল পিছনে সরিয়ে দিল ও। চিন্তিত। 'ঠিকমত বেতন না পাওয়ায় চলে গেছে।'

বিব্রত চেহারায় গাছপালার মধ্যে দিয়ে তার শূন্য বাঙ্কহাউসের দিকে তাকাল ওয়েন। নিজেদের গরুর কথা ভাবল, ওগুলো খুঁজে বের করতে ওকে নিজেকেই যেতে হবে। সঙ্গে অ্যালির দুই হ্যান্ডকে যদি নিয়ে যায়, তাহলে অ্যালির না গেলেও চলে। ডক্ প্লেনের মতে যেখানে রাসলারদের দেখা গেছে, একটু পর সেখানে পৌঁছে চারদিকে নজর

বোলাল ও। মাটির দিকে তাকালেই বোঝা যায় অন্তত শ' দেড়েক গরু পশ্চিম দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

'অ্যালি, তুমি ফিরে যাও,' ওয়েন বলল একটু পর। 'আমি আমার ক'জন হ্যান্ডসহ তোমার এই দু'জনকে নিয়ে যাচ্ছি।'

মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'তা হয় না। আমার গরুই বেশি আছে ওর মধ্যে, আমি যাই কি করে?'

'কিন্তু তুমি বলেছ আমার সাহায্য চাইতে যাচ্ছিলে তুমি। কাজেই আমার কথামত কাজ চলবে।'

কিন্তু কাজ হলো না। বাগে আনা গেল না ওকে। ওয়েন যত যুক্তি দেখায়, অ্যালির সিদ্ধান্তও তত দৃঢ় হয়। অবশেষে হার স্বীকার করে সবাইকে নিয়ে সার্কেল-এ চলল ওয়েন। এডির সঙ্গে দেখা হতে ওকে ব্যাপারটা জানাল। কিন্তু ও পাত্তাই দিল না। বিড়বিড় করে কি সব বলতে বলতে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

বাইরে দাঁড়িয়ে আপনমনে থুত্নি ডলতে লাগল ওয়েন। গত দু'দিন থেকে উদাস মনে হচ্ছে ছেলেটাকে, কেন? কি হয়েছে ওর? এখন এসব নিয়ে সময় নষ্ট করার উপায় নেই বলে ব্যাপারটা ভুলে যাত্রার জন্য তৈরি হলো ও। টম হেফটারকে র‍্যাঞ্চের দায়িত্বে রেখে নিজেদের চার হ্যান্ডকে নিয়ে তখনই বেরিয়ে পড়ল।

ওয়েনের সন্দেহ গরুগুলো খোয়া গেছে দু'দিন আগে, যখন সে বাইরে ছিল। তার মানে বেশিদূর যেতে পারেনি রাসলাররা। ওগুলোর পায়ের ছাপ অনুসরণ করে ক্রমে খাড়া হয়ে উঠে যাওয়া এক উপত্যকা পাড়ি ধরল ওরা। সামনে সেজে ছাওয়া বিস্তৃত প্রান্তর। তার ওপাশে, অনেক দূরে লাল পাথরের আকাশছোঁয়া পর্বতশ্রেনী—এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্যন্ত।

সূর্য ক্রমে সরাসরি মাথার ওপরে উঠে এল। এত গরম, মনে হলো খুলির মধ্যে মগজ টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছে। দুপুরে খেতে গিয়ে সময় নষ্ট না করে এগিয়ে চলল দলটা। আরও প্রায় দু' ঘণ্টা চলার পর ব্যাপারটা খেয়াল করল ওয়েন—এখন আর আগের মত এক জায়গায় নেই পায়ের ছাপ, ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। তারমানে এই পর্যন্ত এনে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে গরুগুলোকে।

তার মধ্যে পাঁচটা ঘোড়ার ছাপও দেখতে পেল ওয়েন, কোনাকুনি উত্তরে চলে গেছে ট্রেইলের ওপর দিয়ে। গাছপালায় ভর্তি একটা ক্যানিয়নে পৌঁছল ওরা—একটা ক্রীক সেটার বুক চিরে দু'ভাগ করে মেঘ ডাকার মত শব্দে বয়ে চলেছে। ওদের উপস্থিতির শব্দে বিরাট এক ঝাঁক পাখি ডাকতে ডাকতে আকাশে উড়াল দিল।

পিছন ফিরে ওয়েনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চোখ কুঁচকে উঠল অ্যালির। 'কি হয়েছে? থামলে কেন?'

ইঙ্গিতে সামনে কিছু দেখাল সে, সংক্ষেপে জানাল কি ঘটে গেছে। চোখ কুঁচকে আছে, মনে হলো কি এক গোলকধাঁধায় চক্কর খাচ্ছে।

'কিন্তু কেন?' অ্যালিকেও হতভম্ব দেখাল। 'এতদূর নিয়ে এসে এভাবে ছড়িয়ে দেয়ার কি অর্থ হতে পারে?'

'জানি না,' জবাব দিল ও। 'আমিও কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না। মনে হয় ডক্ ব্যাটা তোমাকে বুদ্ধু বানিয়েছে।'

কিছু সময় কথা বের হলো না ওর মুখ দিয়ে। 'লোকটা আমার সাথে কেন এরকম ... আশ্চর্য! লোকটা আমার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন ছিল।'

'অনেক আগের কথা বলছ নিশ্চই? জো রুড ডায়াবলো রেঞ্জে পা রাখার আগের!'

'হ্যাঁ, তাই। কিন্তু এ কাজের অর্থ কি?'

'কি জানি! বুঝতে পারছি না।' বলে একটু বিরতি দিল ও। 'তুমি গরু নিয়ে ফিরে যাও। আমি একটু ঘুরে আসি।'

'ওরা যাক গরু নিয়ে। আমি থাকি তোমার সাথে ...'

'ভুলে যাও,' দৃঢ় কণ্ঠে বাধা দিল ওয়েন। 'তুমি থাকছ না, র‍্যাঞ্চে ফিরে যাচ্ছ। বাকি কাজ আমি একা করতে চাই।' বলে আর দাঁড়াল না, ঘোড়া ঘুরিয়ে রাসলারদের ট্র্যাক অনুসরণ করে এগোল। ব্যাটারা পাঁচজনই ছিল, নিশ্চিত হলো ও। তাদের ট্র্যাক নিচু এক সারি পাহাড়

পেরিয়ে কিছুদূর গিয়ে অনেক জায়গা নিয়ে বড় একটা বাঁক খেয়েছে, তারপর আবার ঘুরে পর্বতশ্রেনীর পায়ের দিকে চলে গেছে। এর কোন ব্যাখ্যা ভেবে পেল না ও।

অনেকক্ষণ পর অ্যালির কথা খেয়াল হতে পিছনে তাকাল। নেই। চলে গেছে। ট্র্যাক খুঁজে খুঁজে খুব সাবধানে এগোতে লাগল ওয়েন, কখনও কটনউড, কখনও বিরাট বিরাট সব বোল্ডারের মধ্যে দিয়ে। ছায়া জায়গাগুলো খুব বেশি অন্ধকার, পার হওয়ার সময় গা ছমছম করল সারাক্ষণ। কয়েক মাইল পর লাল পাথরের ক্লিফ শেষ হয়ে গেল, শুরু হলো ঘন, বড় বড় গাছে ছাওয়া ঢাল।

সামনে আরেকটা ক্রীক পড়তে সেটার তীর ধরে এগোল ওয়েন। কিছুটা যেতে দূরে একটা পাথরের শেলফ দেখতে পেল, তার ওপরে হালকা বাদামী রঙের পিণ্ডের মত কি যেন। জায়গাটা রোদের বিপরীতে বলে ঠিকমত বোঝা যাচ্ছে না জিনিসটা কি!

অনেক কাছে যেতে কাছে বোঝা গেল ওটা আসলে ছোট একটা বিল্ডিং। তার পাশে খুদে একটা কোরাল, দু'টো ঘোড়াও আছে তাতে। আস্তে আস্তে, আরও সতর্ক হয়ে এগোল ওয়েন। ভাবছে বাকি তিন ঘোড়া গেল কোথায়! সামনে ঘন জুনিপারের পর্দার আড়াল পেয়ে সেখান থেকে বিল্ডিংটার ওপর ভাল করে নজর রাখল ও। জবাবটা পেতে সময় লাগল না।

ওর সামনেই দিয়েই গেছে পাঁচ ঘোড়ার ট্র্যাক, তার থেকে তিনটা ঘোড়া আবার হঠাৎ পুবদিকে বাঁক নিয়ে দল থেকে আলাদা হয়ে চলে গেছে। বাকি দু'জন গেছে শেলফের ওপরের শ্যাকটার দিকে। ভাবতে না ভাবতে ওটার ভেতর থেকে এক লোককে বেরিয়ে আসতে দেখল ও। একটা পানির ক্যান খালি করে আবার ভেতরে ঢুকে গেল সে।

বেশি দূরে বলে লোকটাকে চেনা গেল না। ঘোড়া সেখানেই বেঁধে রেখে শ্যাকটার দিকে এগোল ও। শেলফে ওঠার সময় খুব সতর্ক থাকল যাতে আলগা পাথরের টুকরো ইত্যাদির ওপর পা দিয়ে না বসে। ওসব গড়াতে শুরু করলে টের পেয়ে যাবে লোকগুলো। ওপরে উঠে .৪৪ হাতে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে নিল ও। গঠনপ্রকৃতি দেখে বিল্ডিংটা ততক্ষণে চিনতে পেরেছে–কোনও এক র‍্যাঞ্চের লাইন শ্যাক।

কোনটার, তা অবশ্য বুঝতে পারল না। আরও একটু কাছে পৌছতে ওর গায়ের গন্ধ পেয়ে মাথা ঝাড়া দিল ঘোড়া দু'টো, নাক দিয়ে ডেকে উঠল।

শ্যাকের ভেতরে কেউ বলে উঠল, 'পিঙ্কি, বাইরে গিয়ে চারদিকে নজর বুলিয়ে এসো।'

'যাচ্ছি, স্যাম।'

চট্ করে একটা বোল্ডারের আড়ালে বসে পড়ল ওয়েন। পরক্ষণে শ্যাকের দরজা খুলে সাসপেন্ডার পরা এক লোক বেরিয়ে এল। ষাঁড়ের মত স্বাস্থ্য তার। গাল ভর্তি ঘন দাড়ি, বাতাসে উড়ছে। এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল লোকটা। সূর্য হঠাৎ করে কয়েক সেকেন্ডের জন্য মেঘের আড়ালে চলে গেল, পাহাড়ের আরও ওপরের কোথাও একটা কয়োট ডাকতে শুরু করল।

'ওটার ডাক শুনে ভয় পেয়েছে মনে হয়,' শ্যাকের দিকে মুখ করে বলল পিঙ্কি। অলস পায়ে ফিরে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দিল। পা টিপে টিপে এগোল ওয়েন, জায়গামত পৌঁছে লম্বা করে দম নিয়ে ডান পায়ের প্রচণ্ড এক লাথি হাঁকাল দরজাটার মাঝ বরাবর।

দড়াম করে গেল খুলে গেল সেটা, ছুটে গিয়ে ভেতরের দেয়ালে এত জোরে বাড়ি খেল যে শ্যাক কেঁপে উঠল থরথর করে। দু'টো মুখ ঝট্ করে ঘুরে তাকাল এদিকে–রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে। চোখ বিস্ফারিত, কোটর ছেড়ে এখনই ঝরে পড়বে যেন।

স্যাম নামের লোকটা অন্যজনের চেয়ে কিছুটা খাটো, ঠোঁটের দুই প্রান্ত থেকে ইঁদুরের লেজের মত গোঁফ ঝুলছে। চমক কাটতে গানের দিকে হাত বাড়াতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু আঙুলের ডগার এক ইঞ্চি দূ্র দিয়ে ছুটে যাওয়া ওয়েনের একটা বুলেট মত পাল্টাতে বাধ্য করল।

'ওয়েন!' ওকে চিনতে পেরে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল লোকটা। 'পিঙ্কি, সাবধান! কিছু করে বোসো না!'

একটা প্যান হাতে শ্যাকের মাঝখানে কপাল কুঁচকে দাঁড়িয়ে ছিল পিঙ্কি, চাউনি দেখে মনে হলো জিনিসটা ওর মুখে ছুঁড়ে মারবে কি না গুরুত্বের সঙ্গে ভাবছে। কিন্তু সঙ্গীর মুখে নামটা শোনামাত্র কপালের ভাঁজ সমান হয়ে গেল তার, মনটাও ঘুরে গেল। প্যান ফেলে দিয়ে ভাল মানুষের মত মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকল সে।

শ্যাকের ভেতরে জায়গা খুব কম—একটা টেবিল, দু'টো চেয়ার, দু'টো বাঙ্ক এবং একটা স্টোভ, এতেই প্রায় ভরে গেছে। একটা জানালা ভাঙা দেখল ওয়েন, র‍্যাগ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। বাতাসে ফুলে ফুঁলে উঠছে র‍্যাগ।

'তোমরা পাঁচজন ছিলে,' শান্ত কণ্ঠে বলল ওয়েন। 'অন্য তিনজন কোথায়?'

'আর কারও ব্যাপারে কিছু জানি না।'

চেহারা কঠোর হয়ে উঠল ওর। 'যারা তোমাদেরকে রাসলিঙে সাহায্য করেছে, তাদের কথা বলছি আমি।'

পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল লোক দু'টো। বোধহয় কি বলে পার পাওয়া যায় ভাবল, কিন্তু ও সুযোগ দিল না। 'আমি মিথ্যে কথা শুনতে চাই না। পরিষ্কার?'

'রাসলিং?' গোঁফওয়ালা বলল। 'কিসের কথা বলছ! আমরা কোন রাসলিং-টাসলিং ... '

বাঁক হাসি ফুটল ওয়েনের মুখে। 'আমার মোটাতাজা গরুগুলোকে এতদূর হাঁটিয়ে এনে শুকিয়ে ফেলেছ তোমরা, আমাকে এতদূর ছুটে আসতে বাধ্য করেছ, কেন? হয় জবাব দেবে, নয়তো তোমাদের লাশ ফেলে রেখে যাব এখানে।'

ওর গলার স্বও এবং চেহারার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ চিন্তায় ফেলে দিল লোক দু'টোকে। এই গেরো থেকে যে সহজে নিস্তার পাওয়া যাবে না, বুঝতে অসুবিধা হলো না তাদের। কাজেই মুখ খোলাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে হলো স্যামের। মিনমিনে গলায় বাকি তিন সঙ্গী র‍্যাঞ্চ হেডকোয়ার্টার্সে চলে গেছে বলে জানাল সে।

'র‍্যাঞ্চ হেডকোয়ার্টার্স মানে? হেফর্ক?'

'হ্যাঁ।'

রাগে গা জ্বলে গেল ওয়েনের। 'তোমার যাওনি কেন?'

'আমি আর পিঙ্কি ডক্ প্লেনের ...'

'বুদ্ধিটা কার?' বাধা দিয়ে প্রশ্ন করল ও।

খানিক ইতস্তত করে শ্রাগ করল লোকটা, 'জো রুডের।'

'কেন?'

নিচের ঠোঁট চাটল লোকটা। 'আমাদের ওপর রাগ কোরো না। আমার কেবল হুকুম পালন করেছি।' নার্ভাস চেহারায় বার বার ওর গানের দিকে তাকাচ্ছে। 'রুডের ইচ্ছে ছিল তোমাকে কিছুদিনের জন্যে ব্যস্ত রাখার যাতে মেয়েটাকে কোন সাহায্য করতে না পারো তুমি।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল ওয়েন। 'কোন্ মেয়ে ...?'

'অ্যাপারসনস্-এর সেই মেয়েটা, রুথি। পিটিকে খুন করার অভিযোগে আটক করা হয়েছে ওকে।'

ওয়েন টের পেল আতঙ্কের শীতল একটা ধারা মেরুদণ্ড বেয়ে নিচের দিকে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে। 'পিটিকে খুন?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল ও, 'লোকটা ওয়াগন দুর্ঘটনায় ঘাড় ভেঙে মরেছে, খুন হয়েছে কে বলল? আমি নিজে কবর দিয়েছি তাকে।'

'কিন্তু আমরা শুনেছি রুথি খুন করেছে লোকটাকে, মাথার পিছনে গুলি করে। তাই রুড চাইছিল তুমি কিছুদিন গরুর পিছনে ব্যস্ত থাকো যাতে ওদিকে রুথির বিচার ...'

'ওকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে?' বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে গেল যুবকের।

'হ্যাঁ। সার্কিট জাজ আসার কথা আছে। এসে ওর বিচার করবে সে। এর মধ্যে এসেও গেছে হয়তো।'

সর্বনাশ! ভাবল ওয়েন। রাসলিঙের অভিযোগে পিঙ্কি আর স্যামকে শেরিফের কাছে ধরে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এই খবরে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য হলো। ওসব নিয়ে পরে ভাবলেও চলবে। নিরাপরাধ একটা মেয়ের জীবন বিপন্ন, আগে তাকে বাঁচাতে হবে।

'শুয়ে পড়ো তোমরা!' প্রচণ্ড এক দাবড়ি লাগাল যুবক। 'উপুড় হয়ে! এখনই!'

প্রতিবাদ জানিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল তারা, কিন্তু ওর চেহারা দেখে ঘাবড়ে গিয়ে মত পাল্টাল। শুয়ে পড়ল ঝটপট্। ব্যাটাদের গান এবং রাইফেল কেড়ে নিয়ে একটা র হাইড স্ট্রিং দিয়ে সবগুলোকে এক করে বেঁধে নিয়ে শ্যাক থেকে বেরিয়ে এল ওয়েন।

কোরালে বাঁধা ঘোড়া দু'টোকে ভাগিয়ে দিয়ে শেলফের ঢাল বেয়ে নেমে চলল। শেলফের কিনারায় পৌঁছে ঘুরে তাকাল। হাতের বোঝা দুলিয়ে শ্যাকের দরজায় দাঁড়ানো স্যাম ও পিঙ্কিকে বলল, 'এক মাইল দূরে ট্রেইলে ফেলে রেখে যাব এগুলো।'

ঝড়ের গতিতে ছুটে তিন ঘণ্টা পর অ্যাপারসন'স্ পৌঁছল ওয়েন। এক রাউস্টঅ্যাবাউটের ওপর ক্লান্ত ঘোড়ার পরিচর্যার ভার ছেড়ে দিয়ে ধীরপায়ে বার্নের মত বিশাল সেলুনে এসে ঢুকল। অসময় বলে খদ্দেরের আসা-যাওয়া শুরু হয়নি এখনও।

লোকজন একেবারেই নেই ভেতরে। শুধু অ্যাপারসন একা বসে আছে প্ল্যাটফর্মের ওপর, পিয়ানোয় অন্যমনস্কের মত টোকা মারছে। তার দিকে এগিয়ে গেল ও। 'হ্যালো, অ্যাপারসন! কেমন চলছে?

নীরবে ঠোঁট উল্টে শ্রাগ করল সে।

'ফ্র্যাঙ্ক কেমন আছে?'

আবার শ্রাগ করল লোকটা। 'যেমন থাকে!'

'রুথির ব্যাপারে যা শুনলাম, সত্যি নাকি?'

মাথা দোলাল সে। 'সত্যি!' অনেকগুলো কী-তে একসাথে টোকা মারল সে, বিকট আওয়াজে কেঁপে উঠল অ্যাপারসন'স্। 'কিছু করতে পারলাম না মেয়েটার জন্যে। সমস্ত তথ্য-প্রমাণ ওর বিরুদ্ধে ছিল।'

'তথ্য-প্রমাণ? কিসের তথ্য-প্রমাণ?'

ভাল চোখ তুলে ওকে দেখল লোকটা। 'খুনের! তোমার পার্টনার এডি হলপ করে বলেছে, রুথি মাথায় গুলি করে পিটিকে খুন করেছে!'

কিছুক্ষণ হাঁ করে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল ওয়েন, তারপর ঘুরে হন্ হন্ করে ফ্র্যাঙ্কের শ্যাকের দিকে চলল।

সতেরো

নাস্তা খেতে পারল না রুথি, গলা দিয়ে কিছুতেই নামল না। সামান্য কফি খেল কেবল। বেচারী এখনও ঠিকমত বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না ওর মত সাধারণ এক মেয়ের জীবনে এমন বিচিত্র সব ঘটনা ঘটতে পারে। বারের ওপর দিয়ে কম্বল ঝুলিয়ে ওর জানালায় পর্দার ব্যবস্থা করেছিল শেরিফ, কিভাবে যেন সরে গেছে সেটা। ফাঁক হয়ে থাকায় পাশের গলি থেকে সেলের ভেতরে উঁকি-ঝুঁকি মারছে লোকজন। কিন্তু ওর সেদিকে খেয়ালই নেই।

আগের বছর আগুন লেগে কোর্টরুম পুড়ে যাওয়ার পর থেকে ওয়েফিল্ড ফার্নিচার স্টোরকে কোর্টরুম হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে আসছে। এবারও তাই হচ্ছে। সমস্ত মালপত্র স্টোরহাউসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওটার, মাঝখানে জায়গা করার জন্যে কাউন্টারগুলো সরিয়ে নেয়া হয়েছে দেয়ালের শেলফ পর্যন্ত।

জুরি এবং দর্শকদের বসার জন্য চার্চ থেকে চেয়ার আনানো হয়েছে। জাজ সাইলাস কুইন্সির বেঞ্চ হিসেবে ব্যবহার হবে একটা পুরানো ডেস্ক। লাঞ্চ ব্রেকের পর কোর্টের দ্বিতীয় সেশনের কাজ শুরু করার সময় এখনও হয়নি, তাই নাইটিঙ্গেলে হুইস্কি পান করছে জাজ। লম্বা, শুকনোমত মানুষ সে। গালে ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি। দেখতে অনেকটা আব্রাহাম লিঙ্কনের মত। আগের আরও তিনটা কেস জমা ছিল, সেগুলো লাঞ্চের আগেই ঝেড়ে দিয়েছে সে। এখন শুধু মার্ডার কেসটার মীমাংসা করা বাকি। ওটা সেরেই পাশের কাউন্টি যাওয়ার জন্যে

স্টেজে উঠবে সে। একদল লোক ঘিরে রেখেছে তাকে। শেরিফ ম্যাকব্রাইড, জো রুড এবং এডিসহ আরও অনেকে আছে সেখানে।

'আবার বকবক করতে হবে ভাবলেই ভয় হয়।' এক ঢোক হুইস্কি গিলে বলল জাজ।

'এবার বেশি সময় লাগবে না, জাজ,' তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল জো রুড। 'মেয়েটা খুনী, তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। কি বলো, এডি?'

জবাবে মাথা ওপর-নিচে করে "হ্যাঁ" বোঝাল সে, কিন্তু লোকটার চোখের দিকে তাকাতে পারল না।

ওদিকে শেরিফকে কেন যেন বিষণ্ন দেখাচ্ছে। আজ কালো স্যুট পরে এসেছে লোকটা, ভেস্টে আঁটা ব্যাজ চিকচিক করছে। দু'বছর আগে ওয়েফিল্ডের শেরিফ হওয়ার পর থেকে বিনা পয়সায় ভাল ভাল খাবার আর হুইস্কি খেয়ে খেয়ে চর্বির ডিপোয় পরিণত হয়েছে সে। এত মোটা হয়েছে যে কোটের বোতাম লাগাতে পারে না, হাজার টানলেও অন্তত ছয় ইঞ্চি ফাঁক থাকেই মাঝখানে।

কনুই দিয়ে তার পেটে মৃদু গুঁতো লাগাল জাজ। 'ভিনস্, কখনও কোন মেয়ে আসামীকে ফাঁসি দিয়েছ?'

ঢোক গিলে দ্রুত মাথা নাড়ল লোকটা, 'কখনও না, জাজ!'

'প্র্যাকটিস করে রাখলে এখন কাজে লাগত,' জাজের উঁচু গলার মন্তব্য শুনে হেসে উঠল সবাই।

জুরিরা এড ক্যাভেনডিশের দেয়া হুইস্কি খাচ্ছে। তারা বিনা পারিশ্রমিকে নাগরিক দায়িত্ব পালন করতে এসেছে, তাই সে-ও বিনা পয়সায় তাদেরকে পান করিয়ে নিজের নাগরিক দায়িত্ব পালন করছে। একটু পর সেলুন ছেড়ে স্টোরের দিকে চলল জাজ। অন্যরা পিছন পিছন মিছিল করে এগোল।

ভেতরে ঢুকে হ্যাট খুলে রেখে ডেস্কের পিছনে বসল সে, অমনি সমস্ত গুঞ্জন থেমে গেল। দর্শকদের মধ্যে কয়েকজন মহিলাও আছে। সাধারণ দর্শকদের বসার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি বলে তাদের কেউ

কেউ কাউন্টারের ওপর উঠে বসেছে। বাকি সবাই স্টোরের তিন দেয়ালজুড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কোর্টের কাজ শুরু হয়ে গেল। রুথিকে নিয়ে আসা হতে পিনপতন নিস্তব্ধতা নেমে এল ভেতরে। ওর পক্ষের লইয়ার ওকে তার পাশের চেয়ারে বসতে দেখে নিজের চেয়ার নিয়ে খানিকটা সরে বসল। প্রসিকিউটর লোকটার হাড়গিলে মার্কা। বক্তব্য রাখার সময় প্রতি কথায় রুথির দিকে আঙুল তাক করে নাচাতে লাগল সে। তার একঘেয়ে ভাষণ শুনতে শুনতে দু'জন জুরি ঘুমিয়ে পড়ায় পাশ থেকে আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে জাগাতে হলো তাদেরকে।

অবশেষে রুথিকে ঘটনা ব্যাখ্যা করতে বলা হলো। নার্ভাস ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল ও, এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। থেমে থেমে বলে গেল পথ হারিয়ে পিটি শ্যামরকের খেপে ওঠা, ওকে চাবুক মারতে শুরু করা, তারপর হঠাৎ করে রাটে হুইল পড়ে যেতে ওয়াগন উল্টে তার মৃত্যু এবং নিজের বেঁচে যাওয়া ইত্যাদি।

'লোকটা আসলে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, মরেনি,' প্রসিকিউটর বলল। 'আর তুমিও ওইরকম একটা সুযোগ খুঁজছিলে যাতে তার মাথার পিছনে গুলি করে ...'

'না!' চেঁচিয়ে উঠল রুথি। 'প্রশ্নই আসে না। আমি ...'

মুখের সামনে হাত ঝাপ্টা মেরে ওকে থামিয়ে দিল প্রসিকিউটর। এডিকে ডাকল তার বক্তব্য দিতে। সে জানাল, একদিন রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়তে রুথি চুপিচুপি ওর কাছে গিয়েছিল। কেন গিয়েছিল, বিব্রত চেহারা করে তা-ও বুঝিয়ে দিল যুবক। 'তখন ও নিজে থেকে আমার কাছে পিটিকে খুন করার কথা স্বীকার করেছে।'

'মিথ্যে কথা বলছে লোকটা!' রুথির আচমকা চিৎকারে অনেকে চমকে উঠল, প্রতিটা মুখ ঘুরে গেল ওর দিকে। 'আমি কখনও ... কখনও ওর কাছে যাইনি। সব বানানো কথা।'

কোর্টরুমে গুঞ্জন শুরু হয়ে যেতে জাজ ছোট একটা কাঠের হাতুড়ি দিয়ে ডেস্কে কয়েকটা বাড়ি মারল। 'তারপর?'

'পরে আমি মিস্টার রুডকে ঘটনা জানাই,' এডি আবার শুরু করল। 'আমাদের দু'জনেরই কষ্ট লেগেছে। তারপর ... বিবেকের তাড়নায় আমরা ব্যাপারটা প্রকাশ করব ঠিক করি।'

এরপর কবর খুঁড়ে লাশ তোলা, ওটার খুলির পিছনে বুলেটের ছিদ্র দেখতে পাওয়া এবং দেহটা টাউনে নিয়ে আসা ইত্যাদি বর্ণনা করা হলো। এডির বক্তব্যের ধরন দেখে কারও বুঝতে তেমন অসুবিধা হলো না শেখানো বুলি আউড়ে যাচ্ছে ও। তার বক্তব্য শেষ হতে কিছুক্ষণের বিরতি দেয়া হলো, এরপর জাজ কুইন্সি জুরিদের দিকে ফিরে বলল, 'তোমরা যারা ন্যায় বিচার প্রার্থী, তারা মতামত দেয়ার আগে কাছ থেকে মৃতকে দেখে এসো।'

অনেকের আগে দেখা থাকলেও জাজের নির্দেশে নতুন করে আবার দেখতে হলো সবাইকে। নাকে রুমালচাপা দিয়ে কফিন ঘিরে চক্কর দিয়ে এল লোকগুলো, তারপর ডিফেন্স অ্যাটর্নি উঠে দাঁড়াল। জানা কথা এসব কেসে ফাঁসি অবধারিত, তাই বিশ বছরের জেলের বিনিময়ে তার মক্কেলের প্রাণভিক্ষা চাইল লোকটা।

ভয়ে চিৎকার করে উঠল রুথি, 'না! কিসের বিশ বছরের জেল? কেন? আমি খুন করিনি! পিটি শ্যামরক খুন হয়নি! দুর্ঘটনায় মারা গেছে ও। এই মামলা সাজানো ঘটনা!'

দর্শকদের মধ্যে জোর গুঞ্জন উঠল এবার, তাদেরকে থামাতে কয়েকবার হাতুড়ির বাড়ি লাগাতে হলো জাজকে। রুম নীরব হয়ে এল, কিন্তু রুথির ভয় ক্রমে বাড়তে লাগল। জাজ ঘড়ি দেখল—তিনটা পঁয়তাল্লিশ, আর পনেরো মিনিট পর তার স্টেজ পৌঁছার কথা। তাকে সেটায় অবশ্যই চড়তে হবে। জুরিরা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছে কি না জানতে চাইল সে। তাদের ফোরম্যান, এলক র‍্যাফেলসন নামে এক লোক উঠে দাঁড়াল।

হালকা-পাতলা মানুষ সে, ভুরু ইয়া মোটা। লোকটা জানাল, পিটি শ্যামরককে আসামী খুন করেছে বলে তারা একমত হয়েছে। তাকে বসতে ইশারা করে রুথিকে দাঁড়াতে বলা হলো। অনেক কষ্টে দাঁড়াল ও, সবাই দেখল ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে মেয়েটা। আতঙ্কে চেহারা নীল হয়ে গেছে।

থেমে থেমে রায় ঘোষণা করল জাজ কুইন্সি–পিটি শ্যামরক নামের একজনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে 'প্রমাণিত হয়েছে', তাই হত্যাকারীকে অবিলম্বে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে।

কোর্টরুম নিস্তব্ধ হয়ে গেল। রুথি পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত দাঁড়িয়ে আছে, হাঁ করে জাজকে দেখছে। পাশ থেকে শেরিফ বাহু ধরে টান দিতে হুঁশ হলো মেয়েটার। খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে লোকটাকে, যেন ওকে নিয়ে এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে।

মহিলা দর্শকদের মধ্যে থেকে মেরি টেলসন নামে এক বৃদ্ধা উঠে দাঁড়াল, স্টোর মালিক জশের স্ত্রী সে। 'এক মিনিট, জাজ। আমার মনে হচ্ছে জুরিরা খুব তাড়াতাড়ি তাদের মত প্রকাশ করে ফেলেছে,' রুম থেকে দ্রুত বেরিয়ে যেতে থাকা লোকগুলোর দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল সে।

'তাড়াতাড়ি এখানকার কাজ সেরে নাইটিঙ্গেলে গিয়ে হুইস্কির বোতল খোলার জন্যে ব্যস্ত মনে হয়েছে সবাইকে। আমার মনে হয় না মেয়েটার প্রতি কোর্ট ন্যায়বিচার করতে পেরেছে।'

'এই টেরিটোরিতে এত নিখুঁত বিচার আর কেউ পায়নি, ম্যা'ম,' জাজ কুইন্সি অমায়িক কণ্ঠে নিশ্চয়তা দিতে চাইল তাকে।

সাথে সাথে আরেক মহিলা উঠে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে বলল, 'আমি মেরির সাথে একমত, জাজ! মেয়েটা ন্যায়বিচার পায়নি।' কয়েকজন পুরুষ দর্শকও যোগ দিল তাদের সাথে। লিভারি স্টেবলের মালিক বার্ট জেনকিনস বলল, 'এই খুনের একমাত্র প্রমাণ এডি ডেভলিনের মুখের কথা। ওই যে, ওই লোকটার।'

কোর্টরুম থেকে চোরের মত বেরিয়ে যেতে থাকা যুবককে দেখাল লোকটা। চোরাচোখে পিছনে তাকিয়েছিল এডি, জেনকিনসের কথায় সবার দৃষ্টি তার দিকে ঘুরে গেছে দেখে ঝট্ করে সোজা হয়ে গেল।

বেরিয়ে গেল অস্থায়ী কোর্ট থেকে। ততক্ষণে ছোটখাট মেরি টেলসনকে ঘিরে বেশ কিছু লোক জমে গেছে, সবাই প্রতিবাদের সুরে একযোগে কথা বলছে।

'এ অন্যায় কথা, জাজ!' আঙুল নাচিয়ে চিৎকার করছে মেরি। 'বিচারের নামে আজকের এই প্রহসনের ব্যাপারে আমরা সবাই টেরিটোরিয়াল গভর্নরের কাছে চিঠি লিখব।'

'অবশ্যই লিখব!' স্টোর মালিক স্বামী সমর্থন জানাল মেরিকে। 'এডি বলছে মেয়েটা খুন করেছে, আর মেয়েটা বলছে করেনি। ব্যস্, হয়ে গেল খুনের মামলার বিচার? যে তার বড় ভাইয়ের পছন্দের পাত্রীকে নিয়ে পিকনিকের নামে খোলামেলা ইতরামী করে, লুকিয়ে তাকে বিয়ে করে, আমি জাজের জায়গায় হলে তার মত চরিত্রের কারও কথায় এত সহজে প্রভাবিত হতাম না।'

সমূহ বিপদ দেখে দ্রুত নাইটিঙ্গেলে চলে এল জাজ কুইন্সি। পকেট চাপড়ে জো রুডের দেয়া প্যাকেটটা আছে কি না বুঝে নিল। তার চোখ ঘড়ির ওপর, আরেক চোখ রাস্তায়, কখন স্টেজ আসে তা দেখার অপেক্ষায় আছে। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঝামেলা শেষ করে ফেলো!' নিচু গলায় শেরিফকে পরামর্শ দিল সে।

'আমাদের ফাঁসিকাঠ নেই, জাজ,' গুঙিয়ে উঠল চর্বির ডিপো। 'কোর্টরুমের সাথে পুড়ে গেছে। নইলে ...'

'টাউনের বাইরে কোথাও নিয়ে যাও,' ফিস্‌ফিস্ করে বলল সে। 'নইলে ওরা,' ইঙ্গিতে ওয়েফিল্ড হাউসের সামনের ছোটখাট একটা জটলা দেখাল, 'ঝামেলা বাধিয়ে বসতে পারে।' ওখানে মেরি টেলসন, তার স্বামী জশ টেলসন এবং অপর প্রতিবাদী মহিলাসহ কয়েকজনকে জটলা করতে দেখা যাচ্ছে।

'রুবিয়ো মাইনে নিয়ে গেলে কেমন হয়?' জো রুড মৃদু কণ্ঠে পাশ থেকে বলল। 'ওখানে এখনও অনেক টিম্বার ওয়ার্ক রয়ে গেছে। তার একটা ব্যবহার করতে পারি আমরা।'

আইডিয়াটা পছন্দ হলো সবার।

আঠারো

'আবার প্রথম থেকে বলো,' সরাসরি ওয়েনের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে ফ্র্যাঙ্ক। পুব আকাশ সবে ফরসা হতে শুরু করেছে, আবছা আলোয় ভয়ঙ্কর লাগছে তাকে। ঘামে চকচক করছে মুখ।

রুথির খবর বন্ধুকে জানানোর জন্যে রাতে এখানেই ছিল ওয়েন। জানিয়েওছিল, কিন্তু হুইস্কির নেশায় পুরো বেহুঁশ থাকায় ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝেনি সে। এখন তাই আবার জানতে চাইছে। অতিরিক্ত হুইস্কি গেলার ফলে এই ক'দিনে শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে তার বিশাল দেহ। চেহারা নষ্ট হয়ে গেছে। তবে আজ আর হুইস্কি খেতে পায়নি, ওয়েন বোতল সরিয়ে রেখেছে।

বলা শেষ হতে টকটকে লাল চোখে একভাবে তাকিয়ে থাকল ফ্র্যাঙ্ক। 'তার মানে কবর থেকে তুলে লাশের মাথায় গুলি করা হয়েছে। সেই ভুয়া খুনের দায় ওর ঘাড়ে চাপানো হয়েছে।'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল ওয়েন। 'হ্যাঁ। এডি এতবড় এক মিথ্যে সাক্ষী কেন দিল বুঝতে পারছি না।'

'সাক্ষী ওকে দেয়াচ্ছি আমি!' মুঠো পাকিয়ে দাঁতে দাঁত চাপল সে, দুম্ করে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল টেবিলে। কফির কাপ আর পীরিচ আধ হাত লাফিয়ে উঠল, ছল্‌কে পড়ল খানিকটা কফি। 'কিন্তু ... এক ঢোক দাও, ওয়েন। মাত্র এক ঢোক। সবকিছু কেমন এলোমেলো লাগছে।'

ঠাণ্ডা চোখে লোকটাকে দেখল ও। 'ঠিক আছে, ফ্র্যাঙ্ক, এক ঢোক।' পায়ের কাছ থেকে বোতলটা তুলে তার কফিতে কিছুটা হুইস্কি ঢেলে দিল। কাপটা ঠেলে দিল সামনে। 'আর পাবে না।'

দুই চুমুকে সেটুকু শেষ করে উঠে পড়ল লোকটা। 'চলো,' গম্ভীর গলায় বলল। 'আমি রেডি।'

প্রয়োজন থাকলেও ওর জন্যে প্রথম কয়েক মাইল জোরে ছোটা সম্ভব হলো না। কারণ মাথাব্যথা–জোরে ঘোড়া ছোটালেই তার মাথায় এত ব্যথা হতে লাগল যে বাধ্য হয়ে বারবার থামতে হলো ওদেরকে। অবশ্য ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস, রুথিকে বিপদ থেকে উদ্ধারের চিন্তা এবং কফি আর হুইস্কির মিলিত শক্তি প্রতিবারই দ্রুত সুস্থ করে তুলল ওকে। ঝড়ের গতিতে বারো মাইল পথ পেরিয়ে এল দুই বন্ধু।

এক সময় ওয়েফিল্ডের বাড়িঘর চোখে পড়ল। কয়েকটা থেকে ধোঁয়া উড়তে দেখা গেল। টাউনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা শুরু হয়ে গেছে। নাইটিঙ্গেলের সামনে দিয়ে শেরিফের অফিসের দিকে যাওয়ার সময় ভেতরে চোখ বুলিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে অবাক হলো ওয়েন, একজন খদ্দেরও নেই! কেন? এই সময়ে তো সেলুন ফাঁকা থাকার কথা নয়!

শেরিফের অফিস লক্ করা দেখে পিছনের গলিতে চলে এল ওরা, বারের মধ্যে দিয়ে ভেতরে চোখ বোলাল। সেল দেখা যায় এখান থেকে। একটা সেলের ফ্লোরে এক মাতালকে চিত হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেল, বিকট শব্দে নাক ডাকাচ্ছে লোকটা। অন্যগুলো ফাঁকা। আরেকটার জানালায় পর্দার মত কম্বল ঝোলানো দেখে ভেতরে চোখ বোলাল ওয়েন–এলোমেলো বাঙ্ক, টেবিলে শূন্য ডিশ আর চেয়ারের হাতলে একটা নীল ড্রেস পড়ে আছে দেখে চোখ কোঁচকাল। দ্রুত কয়েক পা এগোল সেদিকে।

'রুথির ড্রেস,' ফ্র্যাঙ্ক বলল, ওর কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে তাকিয়ে আছে।

বুকের ভেতরে ফাঁপা একটা অনুভূতি হলো ওয়েনের। বারের মধ্যে মুখ ভরে দিয়ে ডাকল, 'রুথি!' সাড়া নেই। 'রুথি!'

মাতালটার নাক ডাকা থেমে গেল। নড়ে উঠল সে। 'কে ডাকে? চলে যাও এখান থেকে, ঘুমাতে দাও!'

দুই বিল্ডিং পর একটা স্যাডল শপ দেখতে পেল ও, সেটাও বন্ধ। অদ্ভুত ব্যাপার তো! সূর্য উঠেছে এক ঘণ্টার বেশি হয়ে গেছে, এমন সময় স্যাডল শপ বন্ধ থাকার প্রশ্নই আসে না। আজ রোববার নয় তো? না, বুধবার। তাহলে ... এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল ও। টাউনের মানুষ সব গেল কোথায়?

ওয়েফিল্ড স্টোর খোলা দেখতে পেয়ে সেদিকে ছুটল ওরা। দুই ধাপ করে সিঁড়ি টপ্‌কে ওটার লোডিং প্ল্যাটফর্মে উঠে থামল। ভেতরে টেলসন দম্পতিকে মালপত্র টানাটানি করতে দেখা গেল–কোর্টকে আবার স্টোর বানাচ্ছে, চারজন বলিষ্ঠ যুবক সাহায্য করছে।

'শেরিফকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারো?' ওয়েন বলল।

কনুইয়ের ওপর পর্যন্ত আস্তিন গুটিয়ে স্বামীকে সাহায্য করছিল মিসেস টেলসন, ঘুরে তাকাল প্রশ্ন শুনে। ওদেরকে দেখে মুখ খুলতে যাচ্ছিল মহিলা, এমন সময় স্টোররুম থেকে একগাদা মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে এল জশ। স্ত্রীর উদ্দেশে এক চোখ টিপে দ্রুত মাথা নাড়ল।

'আমরা ... আমরা জানি না শেরিফ কোথায়,' অন্যদিকে ফিরে বলল মহিলা।

পরিস্থিতি বুঝতে এক মুহূর্তও লাগল না ওয়েন চ্যানট্রির। 'আসলে তোমরা জানো, কিন্তু আমাদের বলবে না।'

আবার মুখ খুলতে গিয়েছিল মেরি, কিন্তু এবারও সময়মত জশ বাধা দিল। নরম গলায় বলল, 'কোন সমস্যায় জড়াতে চাই না আমরা, মেরি। আমাদেরকে টাউনে ব্যবসা করে খেতে হয়।'

'কিন্তু, জশ ...'

'রায়ের ব্যাপারে মুখ খুলে এরমধ্যেই যথেষ্ট সমস্যা বাধিয়ে বসেছ তুমি। তুমি ...'

চোয়াল ঝুলে পড়ল ওয়েনের। 'রায়! এরমধ্যে রায়ও হয়ে গেছে?'

মাথা দোলাল মহিলা। 'হ্যাঁ।'

বৃদ্ধার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল সে। 'কিন্তু আমি শুনেছি সার্কিট জাজ পাশের কাউন্টিতে আছে! এখানে আসতে আরও ...'

'না। কাজ সারা হয়ে যাওয়ায় সময়ের আগেই এসে পড়েছে সে,' জশ বলল। 'এডি মেয়েটার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে ... আমি দুঃখিত, মিস্টার। এখানে আমাদেরকে বাস করতে হয়, ব্যবসা করতে হয়। উল্টোপাল্টা কিছু ঘটে গেলে আমাদের ...' থেমে শ্রাগ করল সে। ক্ষমা প্রার্থনার হাসি হেসে বলল, 'আশা করি আমাদের সমস্যাটা বুঝতে পারছ।' শ্রাগ করে থেমে গেল।

এখানে আর কোন তথ্য পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে বেরিয়ে এল ওরা। তাড়াতাড়ি করার তাগিদ আসছে ওয়েনের ভেতর থেকে। কিন্তু কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না।

'রায় হয়ে গেছে!' রাস্তায় এসে গুঙিয়ে উঠল ফ্র্যাঙ্ক, বন্ধুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে। আরও কয়েক পা গিয়ে এলোইসকে ওয়েফিল্ড হাউস থেকে বের হতে দেখে চট্ করে থেমে পড়ল ফ্র্যাঙ্ক। এলোইসও দেখতে পেল ওদেরকে। দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বলল, 'হ্যা-হ্যালো!'

জবাবে হুঙ্কার ছাড়ল ফ্র্যাঙ্ক। 'এডি কোথায়? ও নাকি রুথির বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছে?'

'ও ... ও শুধু লোকটার মাথায় গুলির ফুটো আছে তাই বলেছে।'

'কোন ফুটো ছিল না তার মাথায়,' ওয়েন বলল।

'হ্যাঁ, ছিল,' ওদের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এল এলোইস। বাদামী ড্রেস পরে আছে, চুল বেঁধেছে পনিটেইল করে। এই সামান্য সাজেই অপূর্ব সুন্দরী লাগছে ওকে। ওয়েনের মনে হলো, এলোইসের এই অপরূপ মূর্তি দেখে নিশ্চয়ই কষ্টে বুক ভেঙে যাচ্ছে ফ্র্যাঙ্কের। 'ফুটো ছিল লোকটার মাথায়,' আবার বলল ও।

'তুমি কিভাবে জানলে গুলির ফুটো ছিল?' ফ্র্যাঙ্কের চেহারায় তীব্র রাগ আর ঘৃণা ফুটল।

'জুরিরা প্রত্যেকে দেখেছে সে ফুটো,' ওয়েনের ওপর স্থির হলো যুবতীর নজর। 'যাও না, তোমরাও গিয়ে দেখে এসো বিশ্বাস না হলে। লাশটা এখনও আন্ডারটেকারের ওখানে আছে।'

একই মুহূর্তে নাইটিঙ্গেল থেকে বেরিয়ে এল এডি। রাস্তায় নেমে এসে মুখ তুলে তাকাতেই ওদেরকে এলোইসের সাথে কথা বলতে দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। চট্ করে সেলুনে ফিরে গিয়ে নেই হয়ে যেতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার আগেই ওয়েনের চোখে পড়ে গেল। তৎক্ষনাৎ ওকে ধাওয়া করল ওয়েন।

সেলুনে ঢুকে সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত সাইড ডোর দিয়ে পালাবার চেষ্টা করল এডি, সুযোগ হলো না। পিছন থেকে এসে ওর ঘাড় চেপে ধরল ওয়েন, হ্যাঁচকা টানে পিছিয়ে এনে দেয়ালের ওপর নিয়ে ফেলল, ঠেসে ধরল শক্ত করে।

'লাশের মাথার সেই বুলেট, এডি!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল, চোখে পরিষ্কার খুনীর দৃষ্টি। 'হঠাৎ ওটার মাথায় বুলেট ঢুকলো কিভাবে? এতদিন কোথায় ছিল সেটা?'

'বি-বিশ্বাস না হয় তুমি নি-নিজেই দেখে এসো না গিয়ে!' চড়া কণ্ঠে বলার চেষ্টা করল সে, কিন্তু গলায় ওয়েনের বলিষ্ঠ হাতের প্রচণ্ড চাপে জিভ বেরিয়ে পড়ার দশা হয়েছে, ঠিকমত আওয়াজ বের হলো না। তবু ওর মধ্যেই কোনমতে বলল সে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে! ছাড়ো আমাকে, আমি দেখাচ্ছি!'

'চলো,' বলল ও। 'দেখাও!'

ছাড়া পেয়ে কিছুক্ষণ গলা ডলল যুবক, তারপর ওদেরকে ঘিরে জমে ওঠা জটলার ওপর নজর বুলিয়ে ধীর পায়ে এগোল। ওদিকে আন্ডারটেকার ওয়াল্ট বেরিম্যান ব্যস্ত পায়ে ওয়াগনের দিকে এগোচ্ছিল, ওদেরকে দেখে বিরক্ত হয়ে হাত নাড়ল সে। 'এখন না, এখন না! এখন ব্যস্ত আছি। জরুরি কাজে টাউনের বাইরে যাচ্ছি। পরে এসো।'

ওয়াগনে একটা কফিন আছে দেখে জমে গেল ওয়েন। লোকটার চেহারার ভাষা পড়ার চেষ্টা করল। 'তুমি কোথায় যাচ্ছ, মিস্টার, জানতে পারি?'

'একটা বডি আনতে যাওয়ার ...' পারলার থেকে এডির উল্লাস ভেসে আসতে পরের কথাগুলো শুনতে পেল না কেউ। সেখানকার

জটলাটা ততক্ষণে আরও বড় হয়ে গেছে, প্রত্যেকে লাশ দেখায় ব্যস্ত। 'এই যে, ওয়েন! এসো, নিজের চোখে দেখে যাও!'

'আমি না আসা পর্যন্ত তুমি এখান থেকে নড়বে না,' বেরিম্যানকে নির্দেশ দিয়ে নাকে রুমাল চেপে ভেতরে ঢুকে পড়ল ওয়েন। এডি খুশি খুশি চেহারায় ঢাকনা তোলা কফিনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখে রুমালের আড়াল থেকে হাসল। 'এই দেখো!'

লাশটা দেখেই ওয়েনের চেহারা শীতল হয়ে উঠল, দড়াম করে কফিনের ঢাকনা বন্ধ করে এডির মুখোমুখি হলো। ওর তীব্র, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হলো এডি।

'আমি একে নিজ হাতে কবর দিয়েছি, এডি। তখন মাথায় কোন বুলেটের ফুটো ছিল না। এখন এল কি করে?'

জটলার দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে বুঝতে পেরে জোরে জোরে মাথা দোলাল সে। 'ছিল, ছিল,' চড়া কণ্ঠে বলল। 'তুমি ... তোমার চোখে পড়েনি!' একটু থামল। 'নিজেকে খুব স্মার্ট মনে করতে তুমি, ওয়েন। এইবার হেরে গেলে! অন্তত একবার হলেও আমি প্রমাণ করতে পেরেছি...' ভিড় ঠেলে মেরি টেলসনকে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে থেমে গেল ও।

'জশ যা খুশি মনে করুক, আমি কেয়ার করি না,' ওয়েনের উদ্দেশে আঙুল নাচিয়ে বলল মহিলা। 'মেয়েটাকে অন্যায়ভাবে ফাঁসি দেয়া হয়েছে, শুধু একজনের মুখের কথায় বিশ্বাস করে ...'

আচমকা বিকট এক চিৎকার ছেড়েই সামনে লাফ দিল ফ্র্যাঙ্ক, পর মুহূর্তে চোয়ালে তার ভয়ঙ্কর এক ঘুসি খেয়ে স্রেফ উড়ে চলে গেল এডি। আট-দশ হাত দূরে গিয়ে 'ঘ্যাক্!' করে আছড়ে পড়ে স্থানুর মত বসে থাকল। নাক ভেঙে বসে গেছে, নিচের ঠোঁটও দু'ভাগ হয়ে গেছে মাঝখান থেকে। রক্তে নাকমুখ ভেসে যেতে লাগল ওর, গলা বেয়ে গড়িয়ে বুকে নামছে। চোখ পিট্পিট্ করে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে সে, যেন ঠাহর করে উঠতে পারছে না কোথায় আছে। একটু পর হুঁশ হতে আচমকা চিৎকার করে উঠল, কোটের তলায় হাত ভরে গান বের করার

জন্য উন্মত্তের মত টানাহ্যাঁচড়া শুরু করে দিল। এতে আরও রেগে উঠল ফ্র্যাঙ্ক, থাবা মেরে গানটা কেড়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে মারল, পরক্ষণে দু'হাতে মারতে শুরু করল ওকে।

কয়েকটা বেমক্কা মার খেতে জানের ভয় ঢুকে গেল এডির মনে, সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত ছোটছুটি শুরু করে দিল সে, চেঁচাচ্ছে গলা ছেড়ে। একসময় ব্যাপারটা অসহ্য হয়ে উঠতে এলোইসও চেঁচাতে লাগল, 'থামো! ও মরে যাবে!' বারবার বলতে লাগল ও।

কানেই তুলল না ফ্র্যাঙ্ক। একবার মারতে মারতে মাটিতে শুইয়ে দেয় এডিকে, পরক্ষণে আবার কলার ধরে টেনে তুলে নতুন উদ্যমে শুরু করে। ও নেতিয়ে পড়েছে বুঝেও রেহাই দিল না, দু'গালে একের পর এক গা ঘুলানো চড়ের সাথে বারবার বলতে লাগল, 'সবাইকে বলো মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছিলে তুমি! সবাইকে বলো ... !'

অবশেষে ভাঙল এডি, চিৎকার করে কেঁদে উঠল। 'আর মেরো না, ভাই! মরে গেলাম! আর মেরো না! আমি মিথ্যে কথা বলেছি! আমি ... আমি মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছি।'

ধাক্কা দিয়ে ওকে দূরে সরিয়ে দিল ফ্র্যাঙ্ক। এমনভাবে চেহারা বিকৃত করে তাকিয়ে থাকল যেন এডি কোন ঘৃণিত বস্তু।

'তার মানে মেয়েটা নির্দোষ!' কেউ একজন বিস্মিত কণ্ঠে বলল।

'রুথিকে কোথায় নিয়ে গেছে ওরা?' ওয়েন জানতে চাইল লোকটার কাছে।

'আমরা জানি না। কাউকে কিছু জানায়নি শেরিফ।'

আন্ডারটেকারের দিকে তাকাল ও। বিস্ফারিত চোখে এদিকেই তাকিয়ে ছিল লোকটা, ওয়েনকে ঘুরে তাকাতে দেখে জমে গেল। প্রশ্ন করার আগেই চেঁচিয়ে উঠল, 'রুবিয়ো মাইনে! ফাঁসি দিতে রুবিয়ো মাইনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওকে। মৃতদেহ নিয়ে আসতে ওখানে যাওয়ার কথা আছে আমার।'

'কতদূরে জায়গাটা?'

'এখান থেকে ছয়-সাত মাইল উত্তরে,' ভয়ে ভয়ে বলল লোকটা।

'ফাঁসি কখন হওয়ার কথা?'

'ঠিক বারোটায়।'

সূর্যের দিকে তাকাতেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল ওয়েন চ্যানট্রির। সর্বনাশ যা হওয়ার মনে হয় এতক্ষণে হয়ে গেছে, ভাবল ও। নিরাপরাধ মেয়েটাকে এতক্ষণে হয়তো ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে।

উনিশ

সেদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙল রুথির। চোখ মেলামাত্র প্রথম যে চিন্তা ওর মনে উদয় হলো, তা ছিল কি করে ওয়েন এবং ফ্র্যাঙ্কের কানে বিপদের খবরটা পৌঁছে দেয়া যায়। রুথির দৃঢ় বিশ্বাস, ওরা সময়মত খবর পেলে এসবের কিছুই ঘটত না।

আজ ওর নাস্তা দিয়ে গেছে নতুন এক লোক। রুথি চেষ্টা করেছিল তাকে দিয়ে খবরটা ওদের কানে পৌঁছে দেয়ার। কিন্তু লোকটা এ নিয়ে ওকে ব্যস্ত না হওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলেছে, 'ওয়েফিল্ডে ফাঁসির মঞ্চই নেই তো ফাঁসি হবে কি! মঞ্চ নির্মাণের কাজ চলছে, শেষ হতে সময় লাগবে। কাজেই ওর এত ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই।'

এমন একটা খবরে স্বভাবতই কিছুটা স্বস্তি পেয়েছে রুথি। এরপর গত দু'দিন প্রায় অভুক্ত থাকা রুথিকে আর সাধতে হয়নি, খুশি মনেই পেট ভরে নাস্তা খেয়ে নিয়েছে ও। আস্থা বেড়ে গেছে বহুগুণ। কিন্তু সেটা স্থায়ী হতে পারল না, একটু পরই দুই মহিলা ওর সেলে এসে সব মাটি করে দিল।

'এটা পরে নাও,' তাদের একজন কালো একটা ড্রেস ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল।

'কেন?' বিস্মিত হলো রুথি। 'এটা কেন পরব?'

'তোমার এখন কালো ড্রেসই পরা উচিত,' দ্বিতীয়জন বলল। 'কালোর ওপর নীলটা পরতে হবে তোমাকে,' ওর পরনেরটা দেখাল।

'বুঝলাম না ...' শুরু করতে গিয়েও দুই মহিলাকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে দেখে মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপার বুঝে ফেলল ও। গলা জোর করে পরিষ্কার করে বলল, 'কিন্তু আমি তো শুনেছি ... এখনও কয়েকদিন সময় আছে।'

'নেই,' মাথা নাড়ল প্রথমজন। 'আজ ঠিক দুপুরে তোমার ফাঁসি।'

সেলের বন্ধ দরজার কাছে দৌড়ে গেল রুথি, দু'হাতে বার ধরে ঝাঁকাতে লাগল। 'শেরিফ! শেরিফ ম্যাকব্রাইড!'

সাড়া নেই শেরিফের। দুই মহিলা হাত ধরে ভেতরে টেনে নিয়ে গেল ওকে। দ্বিতীয়জন বলল, 'আমরা জানি ব্যাপারটা কষ্টকর। কিন্তু এর জন্যে তুমিই দায়ী। লোকটাকে খুন না করলে আজ এই ঝামেলায় পড়তে হতো না তোমাকে।'

'কিন্তু আমি খুন করিনি!' চিৎকার করে উঠল ও। 'আমি করিনি!'

'যাকগে', এখন তা নিয়ে তর্ক করে লাভ কি? ড্রেসটা পরো।'

কোনমতে ড্রেস বদলাল রুথি। কিন্তু ওই পর্যন্তই, সারা শরীর এত কাঁপছে যে ঠিকমত দাঁড়াতেই পারছে না ও। তাই বোতাম লাগানোর কাজটা মহিলাদের একজনকে করে দিতে হলো।

'রেভারেন্ড নেই,' আফসোস ফুটল দ্বিতীয়জনের কণ্ঠে। 'থাকলে এর জন্যে স্ক্রিপচার থেকে দু'চার লাইন পড়তে পারত।'

একটু পর তারা সেল থেকে বেরিয়ে যেতে ভেতরের একমাত্র চেয়ারটায় ধপ্ করে বসে পড়ল রুথি। নিজের সংক্ষিপ্ত, অসুখী জীবনের কথা ভাবতে গিয়ে ক্রমে চোখের সামনের সবকিছু ঝাপ্সা হয়ে এল। নির্দয় সৎ বাবার নিত্য পিটুনির হাত থেকে বাঁচতে বারো বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় ও, তারপর কিভাবে যে পিটির চোখে পড়ে তার মেয়েমানুষ হয়ে উঠল, আজ আর সবটা মনে নেই। এ নিয়ে রুথির লজ্জার কিছু নেই, কারণ ও যে কাজকে পেশা হিসেবে নিয়েছে, পশ্চিমে পেট চালানোর নানান পন্থার অন্যতম সেটা। খারাপ লাগত না

রুথির, বরং আর দশটা মেয়ের তুলনায় নিজেকে বেশি মর্যাদাবান মনে হত। কিন্তু ওর ওপর থেকে মন উঠে যেতে পিটি যখন নির্যাতন শুরু করল, তখন নিজের ওপর ঘৃণা ধরে গেল।

আগের জীবনে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল ও, কিন্তু দেখল তা আর হওয়ার নয়। অনেক দেরি হয়ে গেছে। পিটিকে অনেকবার হত্যা করার কথা ভেবেছে ও, কথাটা সত্যি। কিন্তু শুধুই ভেবেছে। এবং তা-ও যখন তার ওপর খুব রাগ হয়েছে, শুধুমাত্র তখন। সত্যি সত্যি সেরকম কিছু করার কথা ভাবতেই পারে না ও। অথচ এরা ... ।

শেরিফ, জো রুড এবং তার ফোরম্যানসহ কয়েকজনের ছোটখাট একটা দল রুথিকে নিয়ে টাউন থেকে বেরিয়ে পড়ল। পুবমুখী রাস্তা ধরে এগোল দলটা। নিজের চারপাশের মানুষগুলোকে দেখতে দেখতে চলেছে রুথি। সবাই গম্ভীর। কেউ তাকাচ্ছে না ওর দিকে। ওর সাথেই আছে, কিন্তু মনের দিক থেকে হাজার মাইল দূরে।

টাউন ছাড়িয়ে এসে সেজের সাগরের মধ্যে দিয়ে চলল দলটা। পথ এখান থেকে ক্রমে ওপর দিকে উঠে গেছে। ডানদিকে গ্র্যানিট পাথরের বিশাল এক পাহাড়ের গোড়ায় ছোট-বড় নানা আকৃতির পাথর ছড়িয়ে আছে। ওটার চূড়া একেবারে আকাশে গিয়ে ঠেকেছে।

অনেক উঁচুতে বড় এক ঝাঁক পাখি দেখে মুখ উঁচু করে তাকিয়ে থাকল রুথি—মন্থর গতিতে ডানা ঝাপ্‌টে দক্ষিণে যাচ্ছে সেগুলো। শীত আসছে বলে উষ্ণতার খোঁজে অন্য কোথাও চলেছে। চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল ওর—এবারের শীতকাল দেখার জন্যে ও বেঁচে থাকবে না ভাবতেই বুকটা হাহাকার করে উঠল। সিডার গাছের চওড়া বেল্টের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এল দল, গ্র্যানিটের আঁকাশছোঁয়া দেয়ালটার পাশ দিয়ে কিছুদূর গিয়ে মাথার ওপরের হলুদ স্যান্ডস্টোনের বড় একটা ওভারহ্যাঙের তলা দিয়ে এগোল। ডানে-বাঁয়ে তাকাল রুথি। বয়স্ক, দয়ালু চেহারার এক লোককে দেখে মনে কিছুটা আশার আলো জ্বাগল।

'আমি নির্দোষ,' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় তাকে বলল রুথি। 'আমি খুন করিনি। এরা শুধু শুধু আমাকে ...'

'বিচারে তোমার সাজা হয়েছে,' তামাকের রস লেগে থাকা চওড়া গোঁফের ভেতর দিয়ে বলল সে। 'শুধু শুধু না।'

আরও কয়েকজনের কাছে আবেদন জানাল রুথি। লাভ হলো না, ঘৃণার সাথে মুখ ফিরিয়ে নিল তারা। সবশেষে রুডের ফোরম্যানের সাহায্য চাইল ও। বোধহয় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে করুণা হলো লোকটার, কিছু বলতে যাচ্ছিল, এই সময় জো রুড বাধা দিল। 'এসব না করে সময়টা প্রার্থনার পিছনে ব্যয় করা উচিত তোমার,' সিডের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক বলেছি না, সিড?'

জবাব দেয়া দূরে থাক, তার দিকে তাকালই না লোকটা। ছুঁচোর মত মুখটা আরও ছুঁচলো করে একটা বোল্ডারের দিকে তাকিয়ে থাকল। এইমাত্র ওটার আড়ালে গেছে শেরিফ। সকাল থেকে এই করছে লোকটা, একটু পর পর আড়ালে গিয়ে বমি করছে। তাকে বেরিয়ে আসতে দেখে রুড মৃদু শব্দ করে হাসল। 'আমাদের শেরিফের মনে হয় মেরুদণ্ড নেই।'

কপালের ঘাম মুছে কড়া চোখে লোকটার দিকে তাকাল সে। বিড়বিড় করে বলল, 'এই হারামজাদা ব্যাজ কেন যে পরেছিলাম!' বিশাল বপু শিউরে উঠল তার। 'ওহ্, মাই গাড!'

দু'টো ক্যানিয়ন রিমকে জোড়া দিয়ে রাখা পাথরের চওড়া এক খিলান পেরিয়ে এল দলটা। সামনে গাঢ় সবুজ ওক আর কিছুটা হালকা অ্যাসপেন বন। তার মধ্যে দিয়ে উজ্জ্বল সবুজ উইলো আর কটনউডের সারি চলে গেছে উপত্যকার শেষমাথা পর্যন্ত।

'আমি তোমার কাছে প্রাণরক্ষার আবেদন জানাচ্ছি, শেরিফ,' শেষ চেষ্টা করল রুথি। 'আমার প্রতি ন্যায়বিচার করা হয়নি।'

'জাজ তোমাকে দণ্ড দিয়েছে,' ম্যাকব্রাইড দুর্বল গলায় বলল। 'এ ব্যাপারে আমার কিছু করার উপায় নেই।'

'তুমি ...' ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল ও, তবে নিঃশব্দে। 'তুমি ইচ্ছে করলে এই সাজানো ঘটনা ...' কথা আটকে গেল।

'দেখো, শেষ সময়ে বেশি উতলা হয়ে সব পণ্ড করে দিয়ো না।'

'আমি খারাপ, কিন্তু খুনী নই,' চোখ মুছে বলল ও। 'অথচ তোমরা সব ভালোমানুষেরা আমাকে জঘন্য উপায়ে "খুন" করতে যাচ্ছ!'

অন্যরা অস্বস্তির সাথে দৃষ্টি বিনিময় করছে দেখে বিপদের শঙ্কা জাগল জো রুডের মনে। সিড স্যালোনকেও বিরূপ দেখে হাসির ভঙ্গি করল সে। 'শোক পালন করছ নাকি, সিড?' নিচু কণ্ঠে বলল।

'না,' বহু দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে জবাব দিল ছোটখাট মানুষটা। 'কিন্তু কাজটা সমর্থন করতেও পারছি না।'

লোকটার চাউনির শীতলতা টের পেয়ে তার মনের মধ্যে কি চলছে বুঝে ফেলল রুড। 'দুঃখ পেয়েছ?' আবার ঠাট্টা করে বলল সে। 'এ পর্যন্ত কতজন মানুষকে খুন করেছ?'

'অনেকজনকে। কিন্তু সবাই পুরুষ ছিল, তার মধ্যে মেয়েমানুষ ছিল না একজনও।'

এক ঝলক বাতাস ওক আর অ্যাসপেনের পাতায় দোল দিয়ে গেল। পাশে তাকাল রুড। রুথির ওপর চোখ বুলিয়ে ভাবল, জীবনে নিশ্চয়ই অনেক পুরুষের সাথে শুয়েছে মেয়েটা। অথচ আবেদন একটুও কমেনি। এত হাত ঘুরেও কত লোভনীয়, কত উপাদেয় আছে। ভুল হয়ে গেছে, আফসোস হলো রুডের। শেরিফের সাথে কথা বলে রাতটা ওকে নিয়ে কাটাতে পারত সে।

মেয়েটাকে ঘিরে চলমান লোকগুলোর দিকে তাকাল। সব মিলিয়ে বিশ-পঁচিশজন হবে। তাদের মধ্যে কয়েকজন বাইবেল শাউটারও আছে। আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ, নির্বিরোধী এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। অপরাধী মেয়ে হলেও ক্ষমা নেই এদের কাছে, চোখ বন্ধ করে ফাঁসিতে ঝোলাতে এক মুহূর্তও দেরি হবে না।

কিন্তু যদি কেউ বুঝে ফেলে এরমধ্যে অন্য কোন ব্যাপার আছে, ষড়যন্ত্র আছে, তাহলে ... শিউরে উঠে তাড়াতাড়ি চিন্তার লাইন অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল জো রুড।

ফাঁসি হয়ে গেলে মেয়েটা তো বটেই, আজকের পর থেকে ফ্র্যাঙ্কও নিত্য পাপ করার হাত থেকে বেঁচে যাবে। তাছাড়া ওয়েন চ্যানট্রির

জন্যেও একটা শিক্ষা হয়ে থাকবে ব্যাপারটা, জীবনভর জাবর কাটার মত একটা শোকগাঁথা হয়ে থাকবে।

গন্তব্যের কাছে এসে পড়েছে তারা, আর মাত্র এক মাইল গেলেই রুবিয়ো মাইন। সূর্য বেশ ওপরে উঠে পড়েছে, দুপুর হতে আর দেরি নেই। বাতাসে সর সর করে দুলছে গাছের পাতা। গাঢ় নীল আকাশের বুকে সাদা মেঘের ছোটাছুটি চলছে।

সামনে একটা ঝরনা পড়ল। মাটি ফুঁড়ে উঠছে পানি, উইলো বনের সমান্তরালে এগিয়ে যাওয়া একটা সরু চ্যানেল ধরে মৃদু কুল্ কুল্ শব্দে দ্রুত বয়ে চলেছে। হাতে সময় আছে দেখে ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়ানোর জন্য থামল দলটা। সবে পানিতে মুখ দিয়েছে ওগুলো, এমন সময় সুযোগ বুঝে নিজের ঘোড়া ছুটিয়ে দিল রুথি। গাছপালার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে প্রাণপণে পালাচ্ছে সোরেল নিয়ে, বাতাসে দীর্ঘ চুল উড়ছে ওর।

কিন্তু বেশিদূর যেতে পারল না, দুশো গজ যেতে না যেতে তাড়া করে ধরে ফেলল রুড। পালাবার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল মেয়েটা। 'অ্যাপারসনসে সবাই বলে, তুমি সার্কেল-এ দখল করার জন্যে যা কিছু করতে হয় ...'

'ওরকম জায়গায় কত কথাই তো বলা হয়,' হেসে অন্যদের দিকে তাকাল রুড। 'কে বিশ্বাস করে সেসব?'

'ফ্র্যাঙ্ক আর ওয়েনকে ধ্বংস করতে চাও তুমি! ওদের সাথে না পেরে আমার পিছনে লেগেছ!'

জবাব না দিয়ে কাছের বিরাট এক বোল্ডারের দিকে তাকাল লোকটা। 'শেরিফ, তুমি আসবে, না সারাদিন এখানেই কাটাবে?'

একটু পর আড়াল থেকে বেরিয়ে এল লোকটা। ফ্যাকাসে মুখটা ঘামে ভিজে একাকার। রুমাল দিয়ে মুছছে। 'আমি ... আমি যেতে পারব না!' কাঁপা গলায় বলল সে। 'আমি সত্যি ...'

'পারতেই হবে!' বাধা দিয়ে খেঁকিয়ে উঠল রুড। 'এইসমস্ত দায়িত্ব পালনের জন্যেই বেতন দিয়ে তোমার মত শেরিফ পোষা হয়।'

'আমার ঘাড়ে কখনও ফাঁসি দেয়ার দায়িত্ব চেপে বসবে বুঝতে পারিনি,' দুর্বল গলায় কৈফিয়ত দেয়ার চেষ্টা করল লোকটা। 'কিন্তু এখন আমি সত্যি ...'

'ঠিক আছে,' ঠাণ্ডা গলায় বাধা দিল রুড। 'তুমি না করলে আমার ফোরম্যান করবে কাজটা। কি বলো, সিড, পারবে না?'

লোকটা জবাব দিল না। শ্রাগ করল কেবল।

আবার এগোতে শুরু করল দল। ম্যাকব্রাইডও থাকল, তবে সবার পিছনে। থুতনি বুকের সাথে ঠেকে আছে লোকটার। মাইলখানেক যাওয়ার পর জং ধরা তারের মাথায় 'রুবিয়ো মাইন' লেখা রংচটা এক সাইন খাড়াভাবে ঝুলতে দেখা গেল।

কয়েকজন মিলে স্যাডল থেকে ধরে নামিয়ে দিল রুথিকে। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে ও। সামনের বিশাল এক গর্তের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে। মাইনের মুখ। বড় এক পাহাড়ের গা ঘেঁষে খোঁড়া হয়েছে গর্তটা। আস্ত একটা ওয়াগন গিলে ফেলার মত বড় এবং গভীর। শেরিফ এগিয়ে এল রুথির দিকে। এরমধ্যে কিছুটা হলেও নিজেকে ফিরে পেয়েছে সে।

'ওটার নিচে গিয়ে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নাও,' খানিকটা উঁচুতে বড় একটা পাইন গাছ দেখিয়ে বলল সে। 'নিজের জন্যে প্রার্থনাও করতে পারো। তাতে হয়তো কিছুটা ভাল লাগবে।'

বোধবুদ্ধিহীন জড় পদার্থের মত সেদিকে এগোল মেয়েটা, গাছটার গায়ে হেলান দিয়ে বসল। এখান থেকে পরিত্যক্ত মাইনের একদিকের দেয়াল দেখা যায়। বুনো গোলাপ জন্মেছে সেখানে, বাতাসে মাথা দুলিয়ে ওকে সহানুভূতি জানাচ্ছে। চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে মাইনের পরিত্যক্ত হয়েস্ট, রেইল, প্রভৃতি জংধরা যন্ত্রপাতি।

দুই লোক কোত্থেকে বড় একটা কাঠের ব্লক গড়িয়ে নিয়ে এল। ওটা দেখে মাথা নাড়ল জো রুড। 'অনেক ভারী ব্লক। জায়গা থেকে লাথি মেরে সরানো যাবে না।'

'কাত করে ফেলে দেয়া যাবে,' একজন পরামর্শ দিল।

শেরিফসহ কয়েকজনকে নিয়ে মাইন শ্যাফটের দিকে চলল জো রুড, হয়েস্টটাকে ফাঁসিকাঠ হিসেবে ব্যবহার করা যায় কি না পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কিন্তু হতাশ হতে হলো। জিনিসটা এমনভাবে কাত হয়ে আছে যে কোন কাজেই আসবে না। ঠিক হলো, মাইন টানেলে কাজ সারার ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া আর কোন উপায় নেই। অতএব কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল সবাই।

রুথি আগের জায়গায় চুপ করে বসে আছে। দেখে মনে হয় ওর মাথা কোন কাজ করছে না। লোকজনের সমস্ত কর্মকাণ্ড চোখের সামনে ঘটতে দেখছে ও, অথচ মনে হচ্ছে কিছুই দেখছে না। কয়েকজনকে সেই কাঠের ব্লকটাকে ঠেলে একটা মাইন শোরিঙের নিচে নিয়ে রাখতে দেখল ও। আরেকজন দড়ি নিয়ে একটা ভারী বীম বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠে গেল।

বীমের সাথে দড়িটা ভালমত বেঁধে নিয়ে ফাঁস তৈরি করতে লাগল লোকটা। ওদিকে শেরিফকে চাপা কণ্ঠে ব্যস্ত হয়ে কিছু বোঝাচ্ছিল রুড, লোকটার কাজ শেষ হতে ঘাড় কাত করে সূর্যের অবস্থান দেখে মাথা ঝাঁকাল। ঠিক মাথার ওপর উঠে এসেছে।

'সময় হয়েছে, ভিনস্!' গলা চড়িয়ে বলল লোকটা। 'আমাদের দায়িত্ব শেষ, এবারের কাজ তোমার।'

রুথির মনে হচ্ছে ওর নয়, আর কোনও হতভাগ্যের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছে লোকগুলো। নিজের চারদিকে তাকিয়ে তাকে খুঁজতে যাচ্ছিল মেয়েটা, এমন সময় শেরিফকে এগিয়ে আসতে দেখে ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে গেল। ওর সামনে এসে দুই গোদা পা ফাঁক করে দাঁড়াল লোকটা, দু'হাতে দু'টুকরো দড়ি। ঢাল বেয়ে উঠে আসতে হয়েছে বলে হাঁপাচ্ছে। রুডও এল তার সাথে।

'উঠে দাঁড়াও, রুথি,' ঠোঁট চাটল শেরিফ। 'তোমার ... তোমার হাত বেঁধে নিতে হবে।'

জবাব দিল না ও, উঠলও না। একভাবে বসে থাকল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রেগে উঠল রুড, পিছন থেকে দুই বাহু ধরে ওর ছোট্ট

দেহটা হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে ফেলল। দু'হাত পিছনে টেনে নিয়ে এল। 'নাও, শেরিফ। বাঁধো এবার।'

কব্জিতে কর্কশ দড়ির বাঁধন এঁটে বসছে টের পেয়ে মাথা ঘুরে গেল মেয়েটার, হাঁটু ভেঙে পড়ে যাওয়ার দশা হলো। কিন্তু জো ধরে রাখল মজবুত করে। হাতের পর পা-ও বাঁধ হলো, তারপর দু'জনে দু'দিক থেকে ওকে ঝুলিয়ে নিয়ে ফাঁসিকাঠের দিকে এগোল।

মাইনের ছায়াঢাকা প্রবেশপথে পৌঁছতে ধুলো আর পচা পানির দুর্গন্ধ নাকে এসে ধাক্কা মারল। ব্লকটার ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো রুথিকে, গলায় আগে থেকে তৈরি ফাঁস পরিয়ে দেয়া হলো।

'ঠিক আছে, ভিনস্,' হাততালি দিয়ে ধুলো ঝাড়ল রুড। 'গুঁড়িটা ফেলে দিতে পারো এবার।'

'দাঁড়াও, আগে জানতে হবে ওর কোন শেষ ইচ্ছে আছে কি না,' শেরিফ বলল। আবার ঘেমে গোসল হয়ে গেছে। 'বলো, তোমার ...' আচমকা জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল সে, পরমুহূর্তে দূরে অনেকগুলো ঘোড়ার পায়ের শব্দ উঠল। দ্রুতবেগে এদিকেই আসছে।

কিছু একটা সন্দেহ হতে ত্রস্ত চোখে এদিক-ওদিক তাকাল রুড। চিৎকার করে বলল, 'জাহান্নামে যাক শেরিফ! তোমরা কেউ এসো! সিড, তুমি এসো! ব্লকটা লাথি মেরে ফেলে দাও!'

তার কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, ওক আর অ্যাসপেনের আড়াল থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল এক দীর্ঘদেহী রাইডার। হাতে রাইফেল। ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে।

বিশ

দেখতে দেখতে এসে পড়ল লোকটা—ওয়েন চ্যানট্রি! ঘোড়া ঠিকমত দাঁড়াবার আগেই স্যাডল থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল সে। রুথি বেঁচে আছে দেখে গাল ফুলিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সে। 'ওফ্, বাঁচলাম! সময়মতই এসেছি তাহলে!'

জটলার মধ্যে ঢুকে হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াতে যাচ্ছিল রুড, কিন্তু ওয়েনের রাইফেল দ্রুত তার দিকে ঘুরে গেল দেখে আঁতকে উঠে হাত সরিয়ে নিল। 'সাবধান, রুড!' থমথমে গলায় বলল ও। 'অনেক সহ্য করেছি, আর করব না। তুমি বা তোমার ফোরম্যান এখন জোরে নিঃশ্বাস নিলেও মরবে।'

কয়েক মুহূর্ত পর গলার স্বর ফিরে পেল লোকটা। চেঁচিয়ে বলল, 'কোন্ অধিকারে আইনী কাজে বাগড়া দিতে এসেছ তুমি?' আরও অনেকগুলো ঘোড়ার শব্দ শোনা যেতে একটু থামল। 'শেরিফ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, নইলে ...'

'তোমাদের জন্যে কিছু তথ্য প্রমাণ নিয়ে এসেছি আমরা, বয়েজ,' অন্যদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল ওয়েন। 'রুথি মেয়েটা নির্দোষ! ওকে দয়া করে নামিয়ে নিয়ে এসো তোমরা।'

এমন সময় বাকি রাইডারদের দেখা পাওয়া গেল, ধুলোর মেঘ উড়িয়ে একটু দূরে গাছের ছায়ায় থামল তারা। এদিকের জটলা থেকে কয়েকজন ছুটে গেল রুথির দিকে। গলার ফাঁস খুলে ওকে ব্লকের ওপর থেকে নামিয়ে আনল। রাইডারদের মধ্যে থেকে ফ্র্যাঙ্ক ডেভলিনকে স্যাডল থেকে নামতে দেখা গেল। পাশের স্যাডল থেকে রক্তাক্ত

এডিকে কলার ধরে নামাল সে, সবার সামনে টেনে নিয়ে এল। পিঠে জোর এক থবড়া মেরে ঠেলে দিল জটলার মাঝখানে। 'সবাইকে আসল ঘটনা জানাও।'

ভয়ে ভয়ে জো রুড আর সিড স্যালোনকে দেখল যুবক, তারপর বড় ভাই এবং ওয়েনকে–যেন বোঝার চেষ্টা করছে কোন পক্ষ তার জন্য বড় হুমকি। রুড লোকটা চোখ গরম করে তাকিয়ে থাকলেও এ মুহূর্তে তাকে তেমন ভীতিকর মনে হলো না এডির, বরং ওরই মত ত্রস্ত মনে হলো। কাজেই মনস্থির করতে সময় লাগল না ওর।

'আমি ... আমি শেরিফের সামনে মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছিলাম,' ঢোক গিলল এডি। 'পিটি শ্যামরক আসলে ওয়াগন দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিল। আর ... কবর থেকে লাশ তোলার সময়ে পিটির মাথায় কোন বুলেটের ফুটো ছিল না। ওটা প-পরে ... হয়েছে।'

'কাজটা কার জানাও সবাইকে!' ঘোঁৎ করে উঠল ফ্র্যাঙ্ক। পিছন থেকে আবার গুঁতো লাগাল ওর পিঠে।

'সিড! সিড স্যালোন!'

হা হা করে হেসে উঠল জো রুড। 'সিড স্যালোন?' আবার খানিক হাসল। 'ডাহা মিথ্যে কথা বলছে ও, শেখানো কথা বলছে। আমার ফোরম্যান এমন কাজ করতেই পারে না। বুলেট আগে থেকেই ...' ওয়েনকে তার ব্রেস্টবোন তাক্ করে রাইফেল তুলতে দেখে মুখ বুজে ফেলল হপ্ করে। দ্রুত পিছিয়ে গেল দু'পা।

'না, ছিল না,' শীতল গলায় বলল ওয়েন। 'এডি বলছে ছিল না, আমিও বলছি ছিল না।' রাইফেলের ব্যারেল দুলিয়ে হুমকি দিল। 'এই রেঞ্জ থেকে গুলি করলে কি ঘটবে বোঝো?'

জটলার মধ্যে জোর কথাবার্তার আওয়াজ উঠল, সবাই ঘন ঘন ওদের দিকে তাকাচ্ছে। ওদিকে শেরিফের জ্ঞান ফিরেছে, আশপাশে কি চলছে বোঝার চেষ্টা করতে গিয়ে রুথি ও ফ্র্যাঙ্কের ওপর আটকে গেল তার বিহ্বল দৃষ্টি। ফ্র্যাঙ্কের কাঁধে মুখ গুঁজে কাঁদছে মেয়েটা।

কি ঘটেছে জানতে পেরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে, 'থ্যাঙ্ক গাড!'

***

'আমি রুথিকে বিয়ে করতে যাচ্ছি,' বলে এমনভাবে তাকাল ফ্র্যাঙ্ক, দেখে মনে হলো কেউ ওর সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করতে এলে একহাত দেখে নেবে। 'এবং,' ওয়েনের দিকে ফিরে মৃদু হাসল, 'প্রতিজ্ঞা করছি জীবনে আর কোনদিন ড্রিঙ্ক করব না আমি।'

ঘেরাও হয়ে গেল হবু দম্পতি। ফ্র্যাঙ্কের সাথে হ্যান্ডশেক করার জন্যে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠল সবাই। ওর পিঠ চাপড়ে এবং রুথিকে হ্যাট খুলে নড় করে অভিনন্দন জানাতে লাগল। অদ্ভুত দৃশ্য! একটু আগেও যারা রুথির প্রতি নির্দয় ছিল, ওকে ফাঁসিতে ঝোলাতে ব্যস্ত ছিল, এই মুহূর্তে তারাই ওর সাথে হাসি মুখে, মৃদু স্বরে কথা বলছে। এই ফাঁকে রুড এবং তার ফোরম্যান কখন কেটে পড়েছে কেউ জানে না।

টাউনে ফেরার পথে ফ্র্যাঙ্কের পাশে থাকল ওয়েন, কথা বলতে বলতে চলেছে। রুথি রয়েছে অন্যপাশে। 'বিয়ের পর আমরা এখান থেকে চলে যাব,' ফ্র্যাঙ্ক বলল। 'আর কোথাও গিয়ে ...'

'কোথায় যাবে?' ওয়েন বলল। 'তোমার শেকড় তো এখানে!'

'ওটা আমি কেটে ফেলেছি। এডিকে দান করে দিয়েছি।'

'ও রুথিকে ফাঁসিতে ঝোলাতে যাচ্ছিল জানার পরও ...'

'হ্যাঁ, তারপরও।'

খানিকটা পথ নীরবে চলার পর রুথির দিকে নজর দিল ও। 'বিয়ের পর নতুন সংসারের জন্যে সার্কেল-এ ...'

'না!' দৃঢ় স্বরে বাধা দিল ফ্র্যাঙ্ক।

'তাহলে তোমাদের দিন চলবে কি করে?' অনেক কষ্টে মেজাজ শান্ত রাখল ওয়েন। 'বিয়ের পর রুথি ... রুথিকে ওর জীবনধারা পাল্টাতে হবে। তখন পেট চালানোর জন্যে তোমাকেই কিছু একটা করতে হবে।'

'তা তো বটেই,' মাথা ঝাঁকাল ফ্র্যাঙ্ক। 'একটা ব্যবস্থা করে নেব। তা নিয়ে তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।'

'আমার কাছে কিছু টাকা আছে, তুমি বললে এডিকে দিয়ে দিতে পারি। আমি জানি এলোইস সেইন্ট লুই ফিরে যাওয়ার সুযোগ পেলে ছাড়বে না। ওরা টাকা নিয়ে চলে গেলে তুমি র‍্যাঞ্চে চলে আসতে পারবে। আমার টাকা পরে শোধ করলেই চলবে। কি বলো?'

নীরবে এক মাইলেরও বেশি পেরিয়ে এসে মুখ খুলল ফ্র্যাঙ্ক। 'ঠিক আছে, ওয়েন, ভেবে দেখি।'

এতক্ষণে অন্তত কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে দেখে খুশি হলো ও। বলল, 'বিয়ের উপহার হিসেবে হোটেলে একটা রুম তোমাদের জন্যে ভাড়া করে দিচ্ছি আমি। হানিমুন পালনের জন্যে।'

তা নিয়েও আবার ভাবল সে, রুথির সঙ্গে নিচু গলায় আলোচনা করল। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে, ওয়েন। কিন্তু রুম ভাড়ার টাকাটা ধার হিসেবে নিতে রাজি আছি আমি। পরে তোমাকে ফেরত নিতে হবে।'

রেগে উঠল ও, কিছু বলতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে সামলে নিল।

ওয়েফিল্ড হাউসের বড় ডাইনিং রুমে ফ্র্যাঙ্ক-রুথিকে মুখোমুখি বসা দেখে অ্যালির চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, হিলের ঠুক ঠুক শব্দ তুলে তাদের দিকে এগিয়ে গেল ও।

'তুমি এখনও বেঁচে আছ বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' রুথিকে বলল আন্তরিক গলায়। 'আমি দুপুরের দিকে ঘটনা জানতে পেরেছি।' একটু বিরতি। 'একজন নিরপরাধ মানুষকে কেউ এইভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে, ভাবাই যায় না।'

'ধন্যবাদ, ম্যা'ম,' রুথি বলল।

'ইয়ে ... তোমরা বলতে পারো ওয়েন টাউনে আছে কি না?'

'নেই,' ফ্র্যাঙ্ক বলল। 'র‍্যাঞ্চে ফিরে গেছে।'

ওদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক কোনায় গিয়ে বসল অ্যালি। ওয়েন চলে গেছে শুনে মন খারাপ হয়ে গেছে। ওর গরু 'উদ্ধার' করে আনার জন্য লোকটাকে ধন্যবাদ জানানোর ইচ্ছে ছিল। তাছাড়া ও জানতে

পেরেছে এই নোংরামীর পিছনে জো রুডের হাত ছিল, রুথির ফাঁসির সময় ওয়েন যাতে বাধা হয়ে দাঁড়াতে না পারে, সেই জন্যে ওকে দূরে সরিয়ে রাখতে ব্যাপারটা সাজিয়েছিল সে, এসব নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিল তার সাথে।

সাপারের অর্ডার দিয়ে রুথির দিকে নজর দিল ও। দু'জনের মাথা প্রায় ঠেকে আছে, নিচু কণ্ঠে একনাগাড়ে কথা বলছে ওরা। এত কিসের কথা? অবাক হয়ে ভাবল অ্যালি। দূর থেকে ছোটখাট মেয়েটাকে বেশ আকর্ষণীয় লাগল। বেচারী! আরেকটু হলেই যাচ্ছিল। ওর মত পেশার একজন মরলে প্রতিবাদ উঠবে না জেনেই এতবড় এক নোংরা চাল চালতে সাহস করেছে জো রুড।

কিন্তু সে কেমন মানুষ যে অন্যের সাথে শত্রুতা মেটাতে আর কারও ঘাড়ে এতবড় মিথ্যে অপবাদ চাপাতে পারে? হত্যার চেষ্টা চালাতে পারে? ফ্র্যাঙ্ককে উঠে আসতে দেখল অ্যালি। ওর টেবিলের কাছে এসে বোকার মত হাসল লোকটা। 'মিস ক্যারিংটন, ভাবছিলাম তোমার র‍্যাঞ্চে কোন পদ খালি আছে কি না।'

'কেন? তুমি চাকরি করবে?'

'হ্যাঁ, ম্যা'ম।'

কি করবে বুঝে উঠতে পারল না অ্যালি। ফ্র্যাঙ্ককে কাজ দিলে রুথিও যদি তার কর্মস্থলে এসে থাকতে চায়? মেয়েটার ভাগ্যে আজ যা ঘটতে যাচ্ছিল, সে জন্যে ওর প্রতি সহানুভূতি জানানো যেতে পারে, কিন্তু ... এদের দু'জনের অনৈতিক সম্পর্ক আছে, নিজের র‍্যাঞ্চে এরকম এক জুটিকে রাখবে ও?

'আমি ঘোড়া ব্রেকিং জানি,' বলল ফ্র্যাঙ্ক। 'খুব ভালো জানি।'

সমস্যার সমাধান আপনাআপনি হয়ে গেল দেখে হাঁপ ছাড়ল অ্যালি। ঘোড়া ব্রেকিঙের কাজটা অস্থায়ী এবং এ কাজে ফ্র্যাঙ্ককে ওদের র‍্যাঞ্চের কোয়ার্টার্সে গিয়ে থাকার দরকার হবে না, অন্তত অন্যদের মত সপরিবারে। তাহলে সমস্যায় পড়তে হত ওকে। ওয়েনের বন্ধুকে 'না' বলে দেয়াটা ভাল দেখাত না।

'ঠিক আছে, মিস্টার ডেভলিন,' অ্যালি বলল। 'তুমি করতে চাইলে আমার কোন আপত্তি নেই।'

'ধন্যবাদ, ম্যা'ম। ধন্যবাদ।' চওড়া হাসি নিয়ে রুথির কাছে ফিরে গেল সে, ঝুঁকে কিছু বলে ওর বাহু চাপড়ে দিল। মেয়েটাকে ভালবাসে ও, অবাক হয়ে ভাবল অ্যালি। আসলেই ভালবাসে।

ওয়েফিল্ড থেকে বেরিয়ে এসে তুফান বেগে সার্কেল-এর দিকে ওয়াগন ছোটাল এডি ডেভলিন। মন-মেজাজ ভীষণরকম খাট্টা। পাশে বসা এলোইসের দিকে থেকে থেকে চোখ গরম করে তাকাচ্ছে।

'তুমি আমাকে দায়ী করছ?' র‍্যাঞ্চের পথে পাঁচ মাইল গিয়ে মুখ খুলল সে। ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়া ঠোঁট নিচের দিকে বিচ্ছিরিভাবে ঝুলে আছে, কথা স্পষ্ট বোঝা যায় না।

'হ্যাঁ, করছি।' সীট দু'হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রেখেছে মেয়েটা। উঁচু-নিচু রাস্তা দিয়ে ওয়াগন যে হারে নাচতে নাচতে ছুটছে, তাতে সতর্ক না থাকলে যে কোন মুহূর্তে রাস্তায় ছিট্‌কে পড়তে হবে। 'এরকম মিথ্যে সাক্ষী দিতে বিবেকে একটুও বাধল না তোমার?'

আবার তাকাল এডি। 'এমনভাবে কথা বলছ যেন আমাকে ঘৃণা করো তুমি!'

'ওয়াগন আস্তে করবে, প্লিজ? অনেক জোরে ছোটাচ্ছ তুমি। বসতে অসুবিধে হচ্ছে।'

জবাব দিল না এডি, গতি কমানোর কোন লক্ষণও দেখা গেল না তার মধ্যে। বিপজ্জনক ভঙ্গিতে ছুটছে ওয়াগন। অবশ্য একটু পর গতি কমাল ও। একটা সাদা বাজ পাখি বনের আড়াল থেকে বেরিয়ে সাঁ করে নেমে এসে রাস্তার দু'তিন হাত ওপর দিয়ে ওয়াগনের আগে আগে উড়ে চলল। রোদ ঠেকাতে চোখের সামনে হাত তুলে সেদিকে তাকিয়ে থাকল এলোইস। হিংসে হচ্ছে ওটার স্বাধীনতা দেখে।

'ওয়েন চ্যানট্রিই হচ্ছে আসল শয়তান!' চেঁচিয়ে উঠল এডি। 'ওর জন্যেই সবার সামনে ভাইয়ের হাতে বেইজ্জত হতে হলো।'

'ইজ্জত! তোমার?' ঠোঁট বেঁকে গেল যুবতীর। 'তার বদলে মেয়েটাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিলেই ভাল হত, তাই না?'

'ওরা কখনই রুথিকে ফাঁসি দিত না,' ঝাঁঝিয়ে উঠল এডি। 'শেষ সময়ে ঠিকই ছেড়ে দিত।'

'তোমার মত নির্বোধরাই ...'

'কি বললে?' লাগাম বাঁ হাতে ধরে ডান হাত তুলে মারার ভয় দেখাল সে। 'অ্যায়সা চড় লাগাব না, তোমার ...'

'এডি, যে মুহূর্তে আমার গায়ে তুমি হাত দেবে,' শীতল কণ্ঠে পাল্টা হুমকি দিল যুবতী। 'সেই মুহূর্ত থেকে আমাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে মনে রেখো।'

'যাও, যাও! সেইন্ট লুই চলে যাও। তুমিও বাঁচো, আমিও বাঁচি!'

'এখন সে প্রশ্নই আসে না। নিজের র‍্যাঞ্চ ফেলে কোথায় যাব?'

'তোমার র‍্যাঞ্চ?' ঠোঁট বেঁকে গেল এডির। 'তোমার র‍্যাঞ্চ কবে থেকে হলো?'

'যেদিন থেকে তোমার হয়েছে!'

র‍্যাঞ্চে ফিরে নীরবে কাজ করে চলল এলোইস, ভুলেও এডির দিকে তাকাচ্ছে না। ওর ধারকাছেও আসছে না। তাই দেখে কিছুক্ষণ রাগে ফুঁসল ও, তারপর ধৈর্য হারিয়ে ওর হাত ধরে কাছে টেনে নিল। 'কি ব্যাপার, কথা বলছ না যে?'

'যতক্ষণ মিথ্যে সাক্ষী দেয়ার জন্যে দুঃখ প্রকাশ না করবে, ততক্ষণ বলব না।'

'হোলি জিজাস!' রাগের চোটে দুম্ দুম্ শব্দ করে বাইরে চলে গেল ও। আধঘণ্টা এলোইস বিছানায় উঠতে যাচ্ছে দেখে পর আবার ফিরে এল। ওর মতলব বুঝতে পেরে দৃঢ় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'আজ আমার কাছে শুতে পারবে না তুমি,' বাধা দিল এলোইস। 'হয় পার্লারে গিয়ে শোবে, নয়তো আমি পার্লারে চলে যাব।'

'কেন?' তড়পে উঠল যুবক। 'আমার অধিকার আছে তোমার কাছে শোয়ার। আমি তোমার স্বামী।'

'যতক্ষণ কৃতকর্মের জন্যে দুঃখ প্রকাশ না করছ, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার কোন অধিকার নেই।'

মেজাজ দেখিয়ে চলে গেল এডি, কিন্তু মাঝরাতের পর ঠিকই ফিরে এল। ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে মাফ চাইল, তারপর এলোইসের কাছ থেকে স্বামীর অধিকার আদায় করে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু এলোইস অনুভব করল না কিছুই। এডির মধ্যেকার পুরানো সেই ম্যাজিক আর নেই, কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। রংহীন, গন্ধহীন হয়ে পড়েছে এলোইসের জগত।

ফ্র্যাঙ্ক ডেভলিনের কথা মনে হতে কখন যে দু'চোখ পানিতে ভরে উঠল, মনে করতে পারল না মেয়েটা।

একুশ

প্রেসকট। স্টেজে করে আসা চার-পাঁচজন প্যাসেঞ্জাররা নামল। তাদের মধ্যে দু'জনকে অন্যদের চেয়ে কিছুটা আলাদা ধরনের মনে হলো। কাছাকাছি বয়স তাদের—জেথ্রো কেনি, এবং আর্ট কেনি। প্রথমজন দীর্ঘদেহী, মুখটা ঘোড়ার মত লম্বা। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা কুচকুচে কালো চুল। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। দ্বিতীয়জন একটু খাটো, গোলগাল মুখ। চুলের রং ধপধপে সাদা। বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ। তারা দু'ভাই, অথচ কারও সাথে কারও চেহারার বিন্দুমাত্র মিলই নেই। আছে বরং অমিল।

জেথ্রো কেনি কাঁধের ওপর দিয়ে বুড়ো আঙুল তাক্ করে পিছনের একটা সেলুন দেখাল। 'আগে গলার ধুলো সাফ করে নিই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রাস্তার ভিড়ের দিকে নজর দিল আর্ট কেনি। নানা ধরনের রিগ নিয়ে আসা-যাওয়া করছে মানুষ। সবাই মহাব্যস্ত। এত

পদচারী, ওয়াকে পা রাখারই জায়গা নেই। তারপরও স্থানীয়রা এক নজর তাকিয়েই রাস্তা ছেড়ে দিচ্ছে তাদের জন্যে। এক কাঁধে স্যাডল এবং অন্য কাঁধে ওয়ারব্যাগ নিয়ে হেলেদুলে কাছের সেলুনের দিকে এগিয়ে চলল তারা। যেমন ফিগার, তেমনি মার্কামারা চেহারা। একবার দেখলেই মনের ক্যামেরায় স্থায়ী ছবি উঠে যায়।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে বারকীপারের ওপর চোখ বোলাল জেথ্রো। লোকটা লম্বা আর কুঁজো। মাথার তালুর চুল পাতলা হয়ে আসছে। চেহারা দেখলে বোঝা যায় রোদের চেয়ে ছায়ায় বেশি সময় কাটে তার। 'এখানে কোথায় সস্তায় ঘোড়া পাওয়া যেতে পারে?'

জিভের ডগায় একটা বাঁকা জবাব এসে পড়েছিল, কিন্তু প্রশ্নকারী এবং তার সঙ্গীর চেহারা-চাউনি শেষ সময়ে সামলে নিতে সাহায্য করল কীপারকে। নার্ভাস কণ্ঠে জবাব দিল, 'এ-ওয়ান স্টেবলে খোঁজ নাও। ওদের কাছে থাকতে পারে।'

একটা সরেল এবং একটা বে পছন্দ করল জেথ্রো ও আর্ট। তাদের ধারণার চেয়ে দামও কম পড়ল ঘোড়া দু'টোর। অবশ্য এমনি এমনি নয়, ক্রেতাদের চেহারা মোবারক দেখে তার চেয়ে বেশি দাম বলতে সাহস হয়নি স্টেবলম্যানের। একটু পর ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে পুবদিকে ছুটল লোক দু'টো।

কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকল স্টেবলম্যান, তারপর সশব্দে দম ছেড়ে টাকা পকেটে রাখল। 'আর যেন কোনদিন এমুখো না হয়!'

'কোথায় যাচ্ছে ওরা?' বয়স্ক, ঢ্যাঙামত হসলার প্রশ্ন করল পিচ ফর্কের ওপর ভর দিয়ে।

'ওয়েফিল্ড,' বলে চেহারা বিকৃত করল লোকটা। 'ওখানকার কার কপালে যে দুঃখ আছে, ঈশ্বর জানে।'

জেথ্রো কেনির ঘোড়ার মত লম্বা মুখের খসখসে চামড়া মাকড়সার জালের মত সরু সরু ভাঁজে ভরা। চউনি ঠাণ্ডা, একদম পাথরের মত। হাত-পা লম্বা লম্বা। আর্টের চেহারা তার মত রস-কষহীন, রুক্ষ নয়। বাঁ গালে দীর্ঘ একটা কাটা দাগ আছে তার। অগভীর, কিন্তু চওড়া।

এ মুহূর্তে চড়াই অতিক্রম করছে তারা। অর্ধেক পথ পেরিয়ে একটা গিরিসঙ্কট এড়িয়ে চলতে থাকল। জেথ্রোর এক চোখের নজর সামনে, আরেক চোখের নজর ওপরে, কড়া রোদে ক্রমাগত ঝলসাতে থাকা রিমের প্রান্তে। কারণ স্টেবলম্যান ওদিকে বিশেষ সতর্ক নজর রাখতে বলে দিয়েছে তাদেরকে।

আরও খানিকটা উঠে এসে এক শেলফের ওপর থামল তারা, অ্যাসপেনের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়ার মত জায়গা আছে দেখে সেদিকে এগোল। জেথ্রো স্যাডল থেকে নেমে ঘুরে দেখতে লাগল জায়গাটা, গলা দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ বেরোচ্ছে। শক্ত পাথরের বুকে প্রায় ঘণ্টা পেটানোর মত আওয়াজ করছে তার বুট। ঘর্মাক্ত মুখের চারদিকে নানান পোকামাকড় উড়ে বেড়াচ্ছে।

চিঠির সঙ্গে পাঠানো ম্যাপ অনুসরণ করে দু'দিন একটানা চলল তারা, তারপর একটা গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল। গেটের খিলানে ব্র্যান্ডিং আয়রন দিয়ে পুড়িয়ে লেখা আছেঃ হেফর্ক।

সবার আগে সিড স্যালোন দেখতে পেল তাদেরকে। অমনি তিড়িং বিড়িং করে লাফাতে লাফাতে ছুটে এল সে চারজন সঙ্গীসহ। প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। আগন্তুকদের দ্রুত ঘিরে ধরল তারা। 'তোমরা কারা?' প্রশ্ন করল সে।

ছোটখাট ছুঁচোমুখো লোকটাকে ভাল করে দেখল দুই আগন্তুক। জেথ্রো নিজেদের পরিচয় জানিয়ে বলল, 'মিজৌরি থেকে আসছি আমরা, এক লোকের খোঁজে।'

'কে সে?' উত্তরটা কি হবে বুঝে ফেলল সে, তবু বলল, 'নাম কি?'

'মিস্টার জো রুড।'

পাতলা ঠোঁট সরে গিয়ে দাঁত দেখা দিল ফোরম্যানের। 'আচ্ছা, আচ্ছা! এসো আমার সাথে।'

ঘোড়া দুটোকে কোরালে পাঠাবার ব্যবস্থা করে জেথ্রো ও আর্টকে নিয়ে বড় বড় পাইন গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা র‍্যাঞ্চহাউসে এল সিড। চেঁচিয়ে ডাকল, 'বস্, দেখো কারা এসেছে তোমার কাছে!'

পোর্চের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল রুড। চোখ কুঁচকে দুই আগন্তুককে দেখছে। জেথ্রোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা নিশ্চই কেনি?'

'হ্যাঁ,' হাসির ভঙ্গি করল ঘোড়ামুখো। 'আমি জেথ্রো, এ আর্ট।'

'এত দেরি হলো যে?' তার কাঁধ চাপড়ে লাগাল রুড। 'আমি তো তোমাদের আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম।'

'দুঃখিত, আমরা দেশের বাইরে ছিলাম,' বলেই হেসে উঠল। 'না, আসলে জেলে ছিলাম।'

'জেলে?' রুড সমঝদারের মত মাথা ঝাঁকাল। 'আমিও কয়েকবার জেলে খেটেছি।'

আর্ট বলল, 'বাইরে থাকলে এতদিনে এডি নাম মুছে দিতাম না পৃথিবী থেকে? এখন কোথায় আছে হারামজাদা?'

'ধৈর্য ধরো।'

কেনিদেরকে ভেতরে নিয়ে এসে বসতে বলল সে। জেথ্রো বসল, অন্যজন প্যানেলড্ করা চার দেয়াল, নিচু বীম সিলিং, সেকেলে লম্বা, ভারী স্প্যানিশ সোফা, বিশাল টেবিল-চেয়ার ইত্যাদিতে সাজানো বড়সড় রুমটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল।

সাইডবোর্ড থেকে বোতল ও গ্লাস বের করে মেহমানদারী করতে বসল রুড। 'এডিকে নিয়ে আমার যে প্ল্যান ছিল,' গ্লাসে হুইস্কি ঢালার ফাঁকে বলল সে। 'সেই প্ল্যানে আরও দু'টো নাম যোগ হবে। ওয়েন চ্যানট্রি আর ফ্র্যাঙ্ক ডেভলিন। আমার চিঠির পরামর্শ অনুসরণ করে এসেছ বলে এ পর্যন্ত কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি তোমাদেরকে। ভবিষ্যতেও পড়তে হবে না আশা করি।'

'তুমি টাকার ব্যাপারে কিছু বলেছিলে,' হুইস্কিতে লম্বা চুমুক দিয়ে বলল জেথ্রো কেনি। বিরাট এক লেদার চেয়ারে কুঁজো হয়ে বসে আছে সে, নজর রুডের মুখের ওপর। 'তাই না?'

'হ্যাঁ। এক হাজার ডলার ...' রুডের দৃষ্টি বড়জনের ওপর থেকে সরে ছোটজনের ওপর স্থির হলো। 'প্রত্যেকে এক হাজার ডলার করে পাবে কাজটা ভালোয় ভালোয় শেষ করতে পারলে।' অঙ্কটা তার জন্য

বেশি হয়ে গেল, ভাবল সে। রীতিমত জুলুম হয়ে যায়, কিন্তু তিনটা কাঁটা একবারে খতম করার বিনিময়ে আসলে কিছুই না।

দু'দিন পর শেরিফের অফিসে তার সাথে দেখা করল জো রুড। 'ভিনস্, জরুরি কিছু কথা আছে তোমার সাথে। বাইরে গিয়ে বলব,' বলে ঘুরতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু মোটা লোকটার মধ্যে ওঠার লক্ষণ নেই দেখে থেমে পড়ল। 'কি হলো, এসো!'

উঠল না সে। আগের মত টেবিলে দু'পা তুলে দিয়ে বসে থাকল। 'এখানেই বলো।'

'ব্যাপারটা একান্তই ব্যক্তিগত। আমি চাই না কথার মাঝে কেউ হঠাৎ এসে শুনে ফেলুক।'

চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবল শেরিফ, তারপর ধস্তাধস্তি করে নিজেকে চেয়ার থেকে তুলে ফেলল। রুড চটলে বরং তার নিজেরই লোকসান। গত ইলেকশনে লোকটার সাহায্য না পেলে তার পক্ষে শেরিফ হওয়া সম্ভব হত না। অবশ্য এমনি এমনি সাহায্য করেনি সে, তার প্রতিদ্বন্দ্বীর এমন কিছু পরিবর্তনের অঙ্গীকার ছিল যা রুডের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠত বলে করেছে। এখন লোকটা যদি তার কিছুটা প্রতিদান চায়, তাহলে দোষ দেয় কিভাবে সে?

টাউনের বাইরে এসে জো রুড তার 'একান্ত ব্যক্তিগত' ইচ্ছের কথা জানাল ভিনস্ ম্যাকব্রাইডকে। সে যখন বলবে, ট্যাক্স কালেকশন বা অন্য কোন অজুহাত খাড়া করে তখনই তাকে সপ্তাখানেকের জন্যে টাউনের বাইরে চলে যেতে হবে।

'এতদিনের জন্যে!' বিস্মিত হলো শেরিফ। 'তাহলে তো ডেপুটি নিয়োগ করতে হবে।'

'তার কি দরকার? আমি থাকছি না! আমার ছেলেরা থাকছে না! কোন সমস্যা ঘটলে আমরাই সামলাব।'

ইচ্ছে না করলেও লোকটার মুখের ওপর 'না' বলার ক্ষমতা নেই তার, কাজেই খানিক আমতা আমতা করে শেষ পর্যন্ত নিমরাজি হতে হলো ম্যাকব্রাইডকে। 'আচ্ছা, সময় হলে আমাকে জানিয়ো কখন।'

***

কয়েকদিন পরের কথা। টাউনে যাবে বলে সকালে ঘোড়ায় স্যাডল পরাচ্ছে ওয়েন, এমন সময় এডিকে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে ঘুরে তাকাল। আনন্দে ঝলমল করছে যুবকের চেহারা। 'ওয়েন!' চেঁচিয়ে বলল সে। 'খবর শুনেছ, এলোইস মা হতে যাচ্ছে? আমার বাচ্চার মা!'

'কংগ্রাচুলেশনস্!' নির্বিকার কণ্ঠে বলল ও।

'দু' মাস আগে থেকেই ব্যাপারটা জানত ও, অথচ আমাকে কিছুই বলেনি,' উচ্ছ্বাসে কিছুটা ভাটা পড়ল তার। 'এইমাত্র বলল।'

পরে এলোইসের সাথে দেখা হতে তাকেও অভিনন্দন জানাল ওয়েন। জবাবে কেবল শ্রাগ করল মেয়েটা। তার চোখেমুখে এক ধরনের শ্রান্তি দেখতে পেল ওয়েন। মানসিক?

কথা পাড়ার এটাই মোক্ষম সুযোগ ভেবে মুখ খুলল ও। 'মিসেস ডেভলিন, চেষ্টা করলে মনে হয় আমি আর ফ্র্যাঙ্ক মিলে হাজারখানেক ডলার জোগাড় করতে পারব। তোমরা যদি এডির শেয়ার বিক্রি করে সেইন্ট লুই বা আর কোথাও চলে যেতে চাও, তাহলে ...'

'আমার শেয়ারের কি হবে, মিস্টার ওয়েন?' তিক্ত গলায় বলল মেয়েটা। 'নাকি আমি গোনার মধ্যে পড়ি না?'

'নিশ্চই পড়ো, পড়বে না কেন!' স্বান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল ওয়েন। 'কিন্তু এ দেশের রীতি আলাদা। বিষয়-সম্পত্তি বেচাকেনার ব্যাপারে স্ত্রীদের সাধারণত কোন ভূমিকা থাকে না।'

'কিন্তু আমি সে ব্যবস্থা ভাঙতে চাই,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল এলোইস। 'স্ত্রীর সত্যিকারের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে চাই।'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছড়ল ওয়েন। 'তুমি এর মধ্যেই বেশ চালাক-চতুর হয়ে উঠেছ দেখছি।'

'সময়ে অনেক কিছু বদলে যায়, মিস্টার ওয়েন,' কপালের দু'পাশ টিপে ধরল ও। 'আমার বেলায়ও তাই ঘটেছে। আর শেয়ার বিক্রির ব্যাপারে এডি রাজি হবে,' শ্রাগ করল ও, 'আমার তা মনে হয় না।'

যাতে না হয়, স্যাডলে উঠে ভাবল ওয়েন, তুমি নিশ্চয়ই সে ব্যবস্থা করবে, মিসেস ডেভলিন। টাউনে লোকজন তেমন দেখতে পেল না ও। ফাঁকা। হিচিং র‍্যাকে ঘোড়া বলতে গেলে নেই, বোর্ডওয়াকেও লোকজন নেই তেমন। এখানে সত্যিকারের ভিড় হয় শনিবার। সেদিন কাউহ্যান্ড আর মাইনারদের পে-ডে।

ডায়াবলো রেঞ্জের সবখান থেকে মানুষ আসে, আনন্দ-ফুর্তি করে, তারপর সাপ্লাই কিনে নিয়ে ফিরে যায়। ওই একদিন ছাড়া সপ্তাহের বাকি দিনগুলো এভাবেই কাটে। মরা মরা।

ম্যাট'স-এ এসে হুইস্কির অর্ডার দিল ও। এদিক-ওদিক তাকাল অলস ভঙ্গিতে। বেশি বড় নয় এটা, নাইটিঙ্গেলের অর্ধেকও হবে কি না সন্দেহ। তাও ফাঁকা, খদ্দের নেই। সারা ফ্লোরে গভীর কাটাকুটির দাগ—স্পার, ভাঙা বোতলের কাজ। মালিক ম্যাট পেল বিশালদেহী মানুষ। প্রায় ছয় ফুট লম্বা, চুলের রং লাল।

গ্লাসে সবে প্রথম চুমুক দিয়েছে ওয়েন, এমন সময় ঘোড়ার মত লম্বা মুখওয়ালা এক লোক ভেতরে ঢুকল। ওর দিকে এগিয়ে এল। ভারী কণ্ঠে বলল, 'শুনলাম তুমি ওয়েন চ্যানট্রি!'

মাথা দুলিয়ে সায় জানিয়ে সতর্ক চোখে লোকটাকে দেখল ও। পশ্চিমে সরাসরি কারও নাম জিজ্ঞেস করা রীতিবিরুদ্ধ, কিন্তু ওয়েন তা অগ্রাহ্য করল। 'তুমি কে?'

'জেথ্রো কেনি,' বলে এমনভাবে তাকাল, মনে হলো যেন ওর মধ্যে কিছু একটা প্রতিক্রিয়া দেখতে পাবে আশা করে আছে। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না।

'আমার কাছে তোমার কি কাজ, কেনি?'

'আমার এখানে আসার কারণটা তোমাকে জানানো।'

'সেটা কি?'

'এক লোকের সাথে বোঝাপড়া করা।'

'কে সে?'

'তোমার পার্টনার, এডি ডেভলিন।'

এবার বিস্মিত না হয়ে পারল না ওয়েন। 'এডি? এডি তোমার কি ক্ষতি করেছে?'

'উত্তরটা কি হতে পারে ভেবে আপাতত ঘাম ঝরাতে থাকো। পরে দেখা হবে,' বলেই জুতোর বাইরের দিকের ক্ষয়ে যাওয়া হিলের ওপর ভর দিয়ে ঘুরল লোকটা, বেরিয়ে গেল ঠক ঠক শব্দ তুলে। রাস্তায় অপেক্ষমাণ সাদা চুলের গালে কাটা দাগওয়ালা এক লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কমার্স স্ট্রীটের অন্য মাথার দিকে চলে গেল। একবারও পিছন ফিরে তাকাল না।

পানীয়ের দাম দিয়ে উঠল ওয়েন। চিন্তিত। ম্যাট পেলের দিকে ফিরল। 'কে লোকটা?'

'চিনি না,' বলল সে। 'বান্দা কঠিন মনে হলো।'

'আমারও তাই মনে হয়েছে,' বলে গানবেল্ট খানিকটা ওপরে টেনে তুলে বেরিয়ে এল ও।

বেশ গরম পড়েছে আজ। আকাশে একফোঁটা মেঘও নেই, চোখ ধাঁধানো কড়া রোদে প্রকৃতি ঝলসাচ্ছে। বাতাস এত পরিষ্কার যে বহুদূরের পাহাড়গুলোকেও খুব কাছের মনে হচ্ছে, যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। একটা গাধা ডেকে উঠতে এক ঝাঁক পাখি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উড়ে পালাল।

কিন্তু ওয়েনের কোনদিকে খেয়াল নেই, একদৃষ্টে জেথ্রো এবং তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে আছে। লোক দু'টোকে নাইটিঙ্গেলে ঢুকতে দেখে সে-ও জোর পায়ে এগোল, ওটার ব্যাটউইং ডোরের দোল থামার আগেই ঢুকে পড়ল ভেতরে।

দেখল প্রচুর লোক রয়েছে ভেতরে। জো রুড এবং তার ফোরম্যানকেও দেখা গেল তাদের মধ্যে। বারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জেথ্রো ও তার গালকাটা সঙ্গীকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল তারা, রুড তার সামনের হুইস্কির বোতলটা ঠেলে দিল জেথ্রো নিচু গলায় কিছু বলল তাকে। মাথা ঝাঁকিয়ে ওয়েনের দিকে দু'পা এগিয়ে এল সে। 'শুনলাম জেথ্রোর সাথে পরিচয় হয়েছে তোমার:

'আমি ম্যাটসে আছি' ও জানল কি করে?' পাল্টা প্রশ্ন করল ও। 'তুমি বলেছ নিশ্চই?'

'ঠিক,' স্বীকার করল লোকটা।

চেহারা কঠিন হয়ে উঠল ওর। 'কেন? কি চায় ও?'

'ওরা দু'জন আপন ভাই,' কে কোন্‌জন নির্দেশ করে দেখাল রুড। 'মিজৌরি থেকে এসেছে এডির সাথে বোঝাপড়া করতে।'

'ওরা কিভাবে জানল এডিকে কোথায় পাওয়া যাবে?' জেথ্রোকে চট্ করে এক পলক দেখে নিয়ে সন্দেহের সুরে প্রশ্ন করল ওয়েন।

শ্রাগ করল রুড। 'জানি না। আমাকে বলেনি। তবে আসল ব্যাপার হচ্ছে, এডি ওদের ছোট ভাইকে খুন করে মিজৌরি থেকে পালিয়ে এসেছিল। পিঠে গুলি করে।'

হতে পারে, ভাবল ওয়েন। এডির যা চরিত্র, তাতে ওর পক্ষে এ কাজ খুবই সম্ভব। মুখে বলল, 'কিন্তু এডি অন্য কথা বলেছে!'

'তাই তো বলবে!' হাসল রুড। 'কাউকে পিছন থেকে গুলি করে মারার কথা কেউ স্বীকার করে কখনও?'

'কিন্তু এসব কথা তুমি কেন বলছ? ও বলছে না কেন?' জেথ্রোকে দেখাল ওয়েন।

'আমি আসলে দেখতে চাই খবরটা শুনে এডি কি করে! জেথ্রোর মুখোমুখি হয় নাকি দু'পায়ের ফাঁকে লেজ গুটিয়ে পালায়।'

'ভাই হত্যার প্রতিশোধ নিতে একজন এলেই চলত, দু'জন আসার কি দরকার?'

'একে তুমি এক ধরনের ইনশিওরেন্স বলতে পারো,' সিগার ধরাল লোকটা। ম্যাচের কাঠির আগুনের মধ্যে দিয়ে কঠিন দেখাল তার চাউনি। 'বড় ভাইয়ের এতদূর ছুটে আসা যাতে বৃথা না যায়, তা নিশ্চিত করতে ছোট ভাইও এসেছে, এই আর কি!'

অন্য খদ্দেররা ওদের দিকে তাকিয়ে আছে, হয়তো ভাবছে ওরা দুই চেনা শত্রু কি নিয়ে এত আলোচনা করছে। আর্ট কেনি একভাবে ওয়েনকে দেখছে। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল ভেস্টের পকেটে গুঁজে কাত

হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, জানালা দিয়ে আসা এক ফালি রোদ তার গালের কাটা দাগটার ওপর পড়েছে। কোন মেয়ের তৈরি ক্ষত হবে ওটা, সিদ্ধান্তে পৌঁছল ওয়েন। কারণ গভীরতার অভাব আছে দাগটায়।

লম্বা তর্জনী দিয়ে ওয়েনের বুকে টোকা দিতে শুরু করল রুড, নিশ্চয়ই কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ওর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে হবে, কিন্তু ও বেরসিকের মত আঙুলটা মুচড়ে ধরল। পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল দু'জনে। রুডের নজর কেঁপে গেল, কপালে চিকন ঘাম দেখা দিল হঠাৎ করে।

'এরপর থেকে কিছু বলার থাকলে মুখে বলবে,' একঘেঁয়ে গলায় বলল ওয়েন। 'আর কখনও এরকম করলে আঙুল ভেঙে দেব আমি।' ঝট্‌কা মেরে তার হাত সরিয়ে দিল ও।

জ্বলন্ত চোখে ওয়েনের দিকে তাকিয়ে থাকল রুড, আঙুল ডলছে। 'শনিবার পে-ডে!' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল। 'জেথ্রো চায় ওইদিন শোডাউন হবে, কারণ টাউনে অনেক দর্শক থাকবে সেদিন। কথাটা তোমার পার্টনারকে জানিয়ে দিয়ো।'

'জেথ্রো চায়, না তুমি চাও?' বলল ওয়েন। 'ভাবছি শেরিফের কি প্রতিক্রিয়া হবে এই খবর শুনে।'

'যাও, শুনে এসো গিয়ে। কিন্তু শনিবার এডিকে টাউনে নিয়ে আসার কথা ভুলো না।'

'দেখা যাবে।'

'যদি এডি না আসে, জেথ্রো ওকে খুঁজতে যাবে। সেটাও জানিয়ে দিয়ো।'

শেরিফের অফিস তালা মারা দেখল ওয়েন। খোঁজ নিয়ে জানতে পারল ট্যাক্স সংগ্রহ করতে গেছে সে, ফিরতে সপ্তাহখানেক লাগবে। চিন্তিত মনে অ্যাপারসন'স্ যাত্রা করল ও। সংক্ষেপে যাওয়ার জন্যে এক ঢালু ক্লিফ বেয়ে এগোল। শতাব্দীর পর শতাব্দী অজস্র ঝড়-ঝঞ্ঝা সয়ে মসৃণ, ঝকঝকে হয়ে গেছে ক্লিফের গা। তাতে হাজারো পকেটের সৃষ্টি হয়েছে। এখানকার বাতাসের গন্ধ অন্যরকম লাগল ওর। বহু

দূরাগত। কি যেন আছে তাতে। ডায়াবলো রেঞ্জ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সঙ্কেত?

অ্যাপারসন'স্ পৌঁছতে পৌঁছতে সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়তে শুরু করল। শ্যাকের দরজা খোলাই ছিল—ফ্র্যাঙ্ক উদাস চোখে বসা আছে সেখানে। গালে দু'দিনের না কাটা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ও আজ পান করেনি বুঝতে পেরে স্বস্তি পেল ওয়েন, রুডের মুখ থেকে শুনে আসা ঘটনাটা ধীরেসুস্থে খুলে জানাল।

'অভিযোগ সত্যি হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না,' ওয়েনের বলা শেষ হতে আরেকদিকে ফিরে মন্তব্য করল সে। 'আমার মনে হয়, এডি মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে মানুষের পিঠে গুলি করতেই ওস্তাদ।'

'গল্পটা কেনির বানানোও হতে পারে।'

'যা হয় হোক না,' ফ্র্যাঙ্ক বলল দৃঢ় গলায়। 'এডি এখন বড় হয়েছে, ওর সমস্যা এখন ওকেই সামলাতে হবে।'

'তাতে আমার কোন আপত্তি নেই,' ও বলল। 'কিন্তু জেথ্রো লোকটাকে ঠাণ্ডা মাথার খুনী মনে হয়েছে আমার।'

'ঠিক আছে, ওয়েন,' বুক চেরা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ফ্র্যাঙ্ক। 'খবরটা কষ্ট করে জানিয়ে যাওয়ার জন্যে অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। আমি ঘটনার সময় থাকব। কেউ যাতে এডির পিঠে চড়াও হতে না পারে, সেদিকে খেয়াল থাকবে আমার।'

শেষের দিকে ক্লান্ত শোনাল তার গলা, কি এক ভাবনায় তলিয়ে গেছে যেন। হয়তো ভাইয়ের ভাবনায়, যার জন্যে তার জীবন আজ সম্পূর্ণ ভিন্নখাতে বইছে। যে ওদের জীবনে পা রাখার পর থেকে সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে, কিছুই স্বাভাবিকভাবে ঘটেনি।

'শোডাউন কি বার বললে, শনিবার, না?' আনমনে কপাল চুলকাল ফ্র্যাঙ্ক। 'চুক্!' করে শব্দ করল। 'মনে রাখতে হবে। আজকাল দিন-টিন মনে থাকে না তো!'

'আরেকটা খবর হলো, এলোইস মা হতে যাচ্ছে,' বলেই মনে মনে জিভ কাটল ওয়েন। বোকার মত কাজটা করে বসায় কষে চড়াতে

ইচ্ছে হলো নিজেকে। অবশ্য ফ্র্যাঙ্কের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না দেখে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে ভুলল না ও।

বিষণ্ন হাসি ফুটল মুখে তার মুখে। 'এডির সন্তান, না? ওটা আমার সন্তান হওয়ার কথা ছিল।'

খুক্ করে কাশল ও। 'আমি আসলে বলতে চাইছি আর কয়েক মাস পর বাচ্চাটা জন্ম নেবে। জন্মে যদি ও বাবাকে দেখতে না পায়, আমাদের জন্যে সেটা বড় লজ্জার ব্যাপার হবে, কি বলো?'

'সে তো বটেই!' আবেগ সামলে দ্রুত বলল সে।

'আমি একটা কথা ভাবছি,' বুদ্ধিটা হঠাৎ করেই ওর মাথায় এল।

'কি?'

'এডি আর এলোইসকে দূরে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়? প্রেসকট বা অন্য কোথাও?'

'যদি ব্যাটারা ওদের পিছু নেয়?'

ওয়েন মাথা নাড়ল। 'ওদেরকে সরিয়ে দিয়ে বা কোথাও লুকিয়ে রেখে ওইদিন আমরা টাউনে যাব। গিয়ে তাদের বলব এডিরা নেই, কোথাও চলে গেছে না জানিয়ে। তারপর যদি কায়দা করে ওদেরকে ড্র করাতে পারি, তাহলে একবারে ঝামেলা শেষ করে ফেলা যাবে।'

কিছুক্ষণ ভাবল সে। 'কিন্তু শেরিফ যদি বাধা দেয়?'

'শেরিফ টাউনে নেই, ট্যাক্স কালেক্ট করতে গেছে,' বলে একটু থামল ও। 'মনে হয় এর মধ্যে রুডের কোন চাল আছে। যদি তাই হয়, তাহলে ধরে নাও রোববারের আগে ওয়েফিল্ড ফিরছে না লোকটা। অর্থাৎ তুমি চাও বা না চাও, ফাইট করতেই হবে।'

'এবং শুধু কেনিদের সাথে নয়, রুড ও তার ফোরম্যানের সাথেও,' ফ্র্যাঙ্ক অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলল।

'তাহলে আর দেরি নয়,' ওয়েন বলল। 'চলো, এডিকে গিয়ে বলো এখান থেকে পালাতে।'

'কিন্তু ... যদি না যায়?'

'আমার মনে হয় যাবে। কারণ ও ভীতু। তুমিও জানো সে কথা।'

তখনই কাগজ-পেন্সিল এনে রুথিকে সংক্ষিপ্ত এক নোট লিখতে বসল ফ্র্যাঙ্ক। ওটায় রাতেই ফিরে আসার কথা লিখল সে। তারপর যেন ওয়েনের অনুচ্চারিত প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে, এমনভাবে বলল, 'রাতে আমাকে ফিরতেই হবে, ওয়েন। নইলে এখানে একা রাত কাটাতে পারবে না ও। হায়েনার দল সারাক্ষণ ঘুরঘুর করে এখানে।'

মাথা দোলাল ও।

তেইশ

সীট শক্ত করে আঁকড়ে ধরে বসে আছে এলোইস, নইলে ওয়াগন যে হারে লাফাচ্ছে তাতে যে কোন মুহূর্তে রাস্তায় ছিট্‌কে পড়ার ভয় আছে। বাইরে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করলে মনটা ভাল হবে মনে করে এডিকে নিয়ে ড্রাইভে এসেছিল ও, কিন্তু আর ভাল লাগছে না। মাথা ঘুরছে খুব। এখন তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে যেতে পারলে বাঁচে।

টাউনের দিক থেকে কয়েকজন রাইডার আসছে দেখে ওয়াগনের গতি কমিয়ে দিল এডি। একটু পর তাদের একজন দল থেকে আলাদা হয়ে এদিকেই ঘোড়া ছোটাল দেখে টীম দাঁড় করিয়ে ফেলল। কিছুটা কাছে আসতে লোকটাকে চেনা গেল, জো রুড।

কাছে এসে ঘোড়া থামাল সে, মিষ্টি এক টুকরো হাসির সাথে এলোইসকে নড্ করে এডির দিকে ফিরল। তারপর যেন কথার কথা বলছে, এমনভাবে মিজৌরির কোনও এক কেনিকে ওর পিছন থেকে গুলি করে মারা প্রসঙ্গে কথা বলতে লাগল। নিজের জ্বালায় অস্থির ছিল এলোইস, তাই প্রথমদিকে ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু একটু পর দিতেই হলো যখন কানে এল সেই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী

স্বয়ং ওর স্বামীপ্রবর এবং মৃতের দুই ভাই তার প্রতিশোধ নিতে এখানে এসে হাজির হয়েছে।

হাঁ করে এডির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল ও। চেহারা ভয়ে ফ্যাকাসে, এক ফোঁটা রক্তও নেই। দূরে তাকাল—জো রুডের সঙ্গীদের চেহারা চেনার কোন উপায় নেই, অনেক দূরে রয়েছে তারা, এবং এই মুহূর্তে ওর চোখের সামনে পাখির মত উড়ে বেড়াচ্ছে। জো রুডের এতবড় অভিযোগের জবাবে এডি কিছুই বলল না দেখে বুক ভেঙে গেল ওর, গা ঘুলিয়ে উঠল।

ওদিকে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে স্রেফ বোবার মত হাঁ করে বসে থাকল এডি। ঘোড়াগুলোর ঘাস ছেঁড়ার পট্ পট্ শব্দের সাথে ওর নিঃশ্বাস নেয়ার শব্দ উঠছে।

'এ হতে পারে না, মিস্টার রুড,' নিস্তেজ কণ্ঠে কোনমতে বলল এলোইস। 'এডি এমন কাজ কিছুতেই করতে পারে না।'

'আমি দুঃখিত, ম্যা'ম। কিন্তু আমার বিশ্বাস অভিযোগটা মিথ্যে নয়।' লোকটার দৃষ্টি ওর ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখে চোখ নামিয়ে নিল এলোইস। মনে হলো সবার সামনে ধীরে ধীরে ওর কাপড়-চোপড় খুলছে লোকটা। নাকমুখ লাল হয়ে উঠল যুবতীর।

'মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখার জন্যে তোমাকে ঘটনাটা জানিয়ে গেলাম,' মৃদু গলায় এডিকে বলল রুড। 'ওরা শনিবার আশা করবে তোমাকে। ঝামেলা মিটে গেলে তুমি-আমি একসাথে গলা পর্যন্ত ড্রিঙ্ক করব, কেমন?' ওর বাহুতে সজোরে এক চাপড় লাগিয়ে এলোইসকে নড্ করল সে। দুল্‌কি চালে অপেক্ষমাণ দলের দিকে এগিয়ে গেল।

'তার মানে এখান থেকে পালাতে হবে এখন, এই তো?' হঠাৎ করে চেঁচিয়ে উঠল এলোইস।

উত্তর দিল না এডি। নীরবে লাগাম তুলে নিয়ে টীম এবং ওয়াগন ঘুরিয়ে র‍্যাঞ্চের দিকে চলল। চেহারায় রং ফিরতে শুরু করেছে একটু একটু করে। 'পালাব না। আমি পালাব না।'

'তাহলে ওরা তোমাকে খুঁজে ...'

'ওদেরকে খুন করব আমি।'

'আরেকজনকে যেভাবে করেছ, পিঠে গুলি করে?'

'না!' চিৎকার করে উঠল ও। 'মিথ্যে কথা!'

'তাহলে প্রতিবাদ করলে না কেন?' তাকে অভিযোগ অস্বীকার করতে দেখে কিছুটা স্বস্তি পেল এলোইস। 'ওই লোকটার সামনে কেন একবারও বললে না কথাটা সত্যি না?'

'লোকটা ... লোকটার কানে সে খবর কি করে এল ভেবে ভীষণ অবাক হয়ে পড়েছিলাম।'

একটু চুপ করে থাকল এলোইস। 'ঠিক আছে। ওয়েনের সাথে কথা বলতে হবে এ নিয়ে।'

'না!' ধমক মেরে উঠল এডি। 'ওই লোকের সাথে এ ব্যাপারে একটা কথাও বলতে যাবে না তুমি। আমি চাই না লোকটা আমার ব্যক্তিগত কোন বিষয়ে নাক গলাক।'

কিন্তু বাড়ি ফিরে ওয়েন আর ফ্র্যাঙ্ককে অপেক্ষা করতে দেখে সমস্ত তেজ উবে গেল এডির। বুঝে ফেলল জানাজানি ওর কবুল করার জন্যে বসে নেই, হয়ে গেছে। এলোইসও কিছু না বলে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকল ও। বড় ভাইয়ের জেরার মুখে পড়ল এডি, কিন্তু সহজে ধরা দিতে চাইল না। বারবার অভিযোগ অস্বীকার করতে লাগল।

এক সময় ধৈর্য হারিয়ে চিৎকার করে উঠল ফ্র্যাঙ্ক, দমাদম মারতে শুরু করল ওকে। 'স্বীকার কর্, বদমাশ! বল্, ছেলেটাকে পিছন থেকে গুলি করেছিস তুই। মানুষের পিঠে ছুরি মারা তোর স্বভাব। স্বীকার কর্।' হাতের উল্টোপিঠের আঘাতে এডির ঠোঁটের শুকিয়ে আসা ঘা-টা ফেটে চৌচির হয়ে গেল আবার, রক্তে নাকমুখ ভেসে যেতে লাগল। ব্যথায় চিৎকার করতে লাগল সে।

এলোইস স্বামীকে রক্ষার জন্যে এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল ওকে। মারের চোটে এডিকে শুইয়ে ফেলার জোগাড় করল। এক সময় অসহ্য হয়ে উঠতে অভিযোগ স্বীকার করতে বাধ্য হলো। 'হ্যাঁ, সত্যি! সত্যি আমি ... আমি তাকে পিছন থেকে গুলি

করেছি!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল এডি। 'নইলে ... নইলে ও আমাকে মেরে ফেলত!'

স্তব্ধ হয়ে গেল এলোইস। মনে হলো কেউ ধারাল ছুরি দিয়ে ফালি ফালি করে কাটছে ওর কল্‌জে। এডির দিকে এক পলক তাকিয়ে আড়ষ্ট পায়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। নিঃশব্দে দরজা লাগিয়ে দিয়ে এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙুলের মধ্যে ভরে জোড়হাত কোলের ওপর রেখে বেডের কিনারায় বসল। চোখে আঁধার দেখছে। ইচ্ছে করছে মুখের মধ্যে রাইফেলের ব্যারেল ভরে ট্রিগার টেনে দেয় যাতে একবারে সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা শেষ হয়ে যায়। তার স্বামী কাপুরুষ, মিথ্যেবাদী আর খুনী, এই লজ্জা-গ্লানি সহ্য করতে পারছে না।

চোখের কোন দিয়ে বাইরে ফ্র্যাঙ্ক আর ওয়েনকে কথা বলতে দেখে কৌতূহলী হয়ে আরেকটু ঘুরে বসল এলোইস। এতদিনে এই প্রথম অলক্ষে থেকে লোকটাকে ভাল করে দেখল ও। ওয়েন চ্যানট্রি বয়ে নিয়ে যাওয়া লাশ দেখে আতঙ্কিত অবস্থায় লোকটাকে প্রথম দেখেছে, তখন মনে ভয় ছাড়া আর কোন অনুভূতি ছিল না। তারপর আরও ক'বার দেখা হয়েছে ওদের, তারপরই এডিকে ... গভীর, কাঁপা কাঁপা নিঃশ্বাস ছাড়ল এলোইস।

কম্বলের কোনা দিয়ে চোখের পানি মুছে এদিক-ওদিক তাকাল। নতুন লাগানো জানালা-দরজা, মেরামত করা ফ্লোর এবং রং করা চার দেয়ালের ওপর চোখ বুলিয়ে আপনমনে মাথা নাড়ল। দিন-রাত খেটে এসব ওর জন্যে করেছিল মানুষটা। শুধু ওরই জন্যে। আর ও, ক্ষণিকের আবেগ আর উচ্ছ্বাসে আবর্তে পড়ে কি না ...।

চোখের পানিতে সবকিছু ঝাপ্‌সা হয়ে এল, আস্তে করে শুয়ে পড়ল এলোইস।

চব্বিশ

শনিবারের শোডাউনের খবর শুনে চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল অ্যালি। 'এডি দেখা যাচ্ছে সত্যিই পিছন থেকে ছুরি বসাতে ওস্তাদ মানুষ!'

জবাবে ওর বুড়ো ফোরম্যান ডেভি প্রিন্স মাথা নাড়ল, অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে লাগল আনমনে। 'বড় ভাইয়ের পিঠে ছুরি মেরে বেঁচে গেছে ও, মিস ক্যারিংটন। কিন্তু এইবার ওর কোন চান্স নেই। শনিবার শুনবে ওয়েফিল্ড থেকে হাওয়া হয়ে গেছে ছোঁড়া।'

'আমি অন্তত অবাক হব না তাতে।'

'ওয়েন যদি ...' অ্যালিকে দ্রুত ঘুরে তাকাতে দেখে থেমে গেল লোকটা। শ্রাগ করল, 'যাক্‌গে ওসব।'

'কেন! বলে ফেলো!'

'ওই লোকটা যদি তোমার র‍্যাঞ্চের দায়িত্ব নিত, তাহলে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম আমি।'

'আমিও তাই ভাবি।' চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও। সাঁঝের আকাশে প্রথম দেখা দেয়া আবছা তারাটাকে মনের ইচ্ছের কথা জানিয়ে বিড়বিড় করে মনে মনে বলল, তুমি এত নির্দয় কেন, ওয়েন! তুমি বোঝো না তোমাকে কাছে পাওয়ার জন্যে ...

'শনিবার টাউনে যাচ্ছ তো তুমি?'

'ইচ্ছে নেই,' শ্রাগ করল অ্যালি।

আধ ঘণ্টা পর সাপার রেডি করছে অ্যালি, এমন সময় একটা ঘোড়ার ছুটে আসার শব্দ কানে যেতে দৌড়ে জানালায় এসে দাঁড়াল

ও। বুক ধড়ফড় করছে। এ-ও কি সম্ভব? ভাবতে না ভাবতেই রাইডারকে দেখতে পেল—ওয়েন চ্যানট্রি!

দরজা খুলেই তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও। 'ওয়েন, ওয়েন! আমি একটু আগেও তোমার কথা ভাবছিলাম, জানো?'

দু' কাঁধ ধরে ওকে দূরে সরিয়ে ভাল করে দেখল সে। মৃদু হেসে বলল, 'আমিও। হঠাৎ তোমাকে দেখতে ইচ্ছে হলো।'

এক ঘণ্টা পর, এলামেলো বিছানায় শুয়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে আছে ক্লান্ত অ্যালি। 'এতদিন পর হঠাৎ আমার কথা কেন মনে পড়ল কেন তোমার?'

'জীবন আজকাল খুব সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে,' দীর্ঘশ্বাসের সাথে বলল ওয়েন। 'তাই মনে হলো তোমাকে আরেকবার দেখে যাই।'

'তুমি আগামি শনিবারের কথা ভাবছ, তাই না?'

কিছু সময় চুপ করে থাকল ওয়েন। বাইরে একদিকে পেঁচা ডাকছে, আরেকদিকে ডাকছে কয়োট। 'তুমি জানো ব্যাপারটা!'

উঠে বসল অ্যালি। দেয়ালের ফাঁক দিয়ে ভেতরে এসে পড়া ফালি ফালি রূপালী চাঁদের আলোয় উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা কাঠামোটার দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকল কিছু সময়। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আমার কি মনে হয়, জানো?'

'কি?'

'সেদিন তুমি এডির পক্ষ নেবে।'

'ফ্র্যাঙ্কও তাই করবে,' বলল ও।

'সে করতে পারে কারণ এডি তার ভাই।' অ্যালি বলল। 'কিন্তু তোমার তো নয়।'

'ফ্র্যাঙ্ক আমার পার্টনার।'

'তার মানে এই নয় ওর জন্যে তুমি নিজের জীবন বাজি রাখবে।'

ওকে কাছে টেনে নিল ওয়েন। 'আমি আসলে থাকতে চাইছি কেউ পিছন থেকে ফ্র্যাঙ্ককে আক্রমণ করে বসলে ঠেকাব বলে।'

'তাতে যদি তোমার কোন ক্ষতি হয়?'

'লোকটা আমার পার্টনার, অ্যালি। বিপদে ওকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য।'

'কিন্তু এডি কাপুরুষের মত পিছন থেকে একজনকে ...

'এখন তাতে কিছু যায়-আসে না,' একঘেয়ে কণ্ঠে জবাব দিল ও। 'যা হওয়ার তা হয়ে গেছে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল মেয়েটা। তারপর চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'এই জন্যেই তখন বলছিলে জীবন আজকাল খুব সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে?'

'হয়তো!'

অ্যালির নিচের ঠোঁট কাঁপছে দেখে ওকে আরও কাছে টেনে নিল ওয়েন, এলোইসের মা হতে যাওয়ার খবরটা জানিয়ে বলল, 'এই অবস্থায় যাতে উল্টোপাল্টা কিছু ঘটে না যায়, আমরা কেবল সেই চেষ্টা করব। বাবা হলে এডির মধ্যে একটা পরিবর্তন আসবে আশা করা যায়। তখন ওর প্রতি কারও কোন দায়িত্ব থাকবে না। তাছাড়া এডির কাছে কেনিদের সম্পর্কে যা শুনেছি, তাতে বোঝা যায় এরাও জঘন্য প্রকৃতির। অপরাধের সীমা নেই এদের। কতবার যে জেল খেটেছে, তারও গোনাগাঁথা নেই।'

'এডি বলেছে?' অ্যালি মুখ বাঁকাল। 'হুঁহ্, ওর কথা এক ফোঁটাও বিশ্বাস করি না আমি।'

'কিন্তু আমি লোক দু'টোকে দেখেছি। পরিষ্কার খুনীর চেহারা। এ নিয়ে জো রুডও কিছু পরিকল্পনা করেছে মনে হচ্ছে।'

'যেমন?'

'শেরিফ ম্যাকব্রাইডকে এই লোক কায়দা করে সরিয়ে দিয়েছে টাউন থেকে। নিশ্চিত থাকো রোববারের আগে তাকে টাউনে দেখা যাবে না। তাছাড়া কেনিদেরকেও ওই ব্যাটাই এডির খবর দিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে। এই অবস্থায় ছেলেটার ব্যাপারে একেবারে নির্বিকার থাকা সম্ভব, তুমিই বলো!'

'আমার ভয় করছে, ওয়েন,' গলা কেঁপে গেল অ্যালির। 'পেটের মধ্যে কেমন কেমন করছে যেন।'

শুক্রবার পার্কি ডোলান নামে এক লোক দেখা করতে এল ওয়েনের সাথে। হেফর্ক পূলের সদস্য। খাট, মোটা মানুষ। কোনরকম ভূমিকায় না গিয়ে সরাসরি কাজের কথা পাড়ল সে। 'জো রুডকে নিয়ে আমাদের কেউ কেউ উদ্বিগ্ন।'

'উদ্বিগ্ন! কেন?'

'এমনিতেই প্রচুর ক্ষমতা লোকটার। আমরা চাই না আরও ক্ষমতাধর হয়ে উঠুক, ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাক। তাতে আমাদের সবার ক্ষতি।'

'কি বলতে চাও?'

'শনিবার কি ঘটতে চলেছে আমরা অনুমান করতে পারি, মনে হয় তুমিও পারো। তাই জানতে এলাম আমরা সেদিন কোনভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারি কি না।'

'র‍্যাঞ্চ থেকে বের হয়ো না সেদিন,' একটু চিন্তা করে বলল ওয়েন। 'তাহলেই চলবে।'

'তা সম্ভব না,' মাথা নাড়ল পার্কি ডোলান। 'রুড আগেই জানিয়ে দিয়েছে শনিবার আমাদের সবাইকে অবশ্যই টাউনে থাকতে হবে। যার যার গানসহ।'

লোকটার বাহুতে চাপড় দিয়ে হাসল ও। 'তাই নাকি? চলো দেখি, কফি খেতে খেতে মিস্টার রুডের জন্যে কোন চমক ভেবে বের করা যায় কি না চেষ্টা করে দেখি!'

পঁচিশ

শনিবার। দিন হতে না হতেই সেপ্টেম্বরের কড়া রোদে ভাজা হতে শুরু করল ওয়েফিল্ড, দশটার মধ্যে মানুষে আর ঘোড়ায় গিজগিজ করতে লাগল। চারদিকে উৎসবের আমেজ। যারা আগে এসেছে, টাউনের সমস্ত ছায়া জায়গা দখল করে নিয়েছে তারা। এখানে-সেখানে মানুষের সরব জটলা। সবাই উত্তেজিত কণ্ঠে আলোচনা করছে।

'ওই যে এডি আসছে!' কেউ একজন বলে উঠল। 'সাথে বড় ভাই আর ওয়েন চ্যানট্রিও আছে!'

সবগুলো মাথা একযোগে ঘুরে গেল সেদিকে। দেখা গেল উত্তাপের কাঁপা কাঁপা, অদৃশ্য ধোঁয়ার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে সার্কেল-এর র‍্যাঞ্চ ওয়াগন, দুলকি তালে এগিয়ে আসছে। এডি লাগাম হাতে সীটে বসা, পাশে এলোইস। ওর চুলের সাথে একটা ছোট্ট বনেট আঁটা আছে। দু'জনকেই সমান ফ্যাকাসে লাগছে। আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে, ঝাঁকি খাচ্ছে ওয়াগনের তালে তালে।

ওয়াগনের দু'পাশে রয়েছে ফ্র্যাঙ্ক ও ওয়েন। পরেরজন খানিক পর পর ঘাড় ফিরিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, কোথাও অ্যামবুশ পাতা আছে কি না খুঁজছে। হোটেলের সামনের ওয়াকে দাঁড়িয়ে পথের দিকে তাকিয়ে ছিল অ্যালি, দূর থেকে ওয়েনকে দেখতে পেয়ে সশব্দে চেপে রাখা দম ছাড়ল। এমনভাবে তাকিয়ে থাকল যেন আজই শেষ দেখছে। তাকেও ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। হোটেল ছেড়ে কিছুটা এগিয়ে ওয়েফিল্ড স্টোরের সামনে ঘুরে উল্টোমুখো হয়ে থামল ওয়াগন। টীম বাঁধা হলো। ওয়েন ও ফ্র্যাঙ্ক হিচিং র‍্যাকে যার যার ঘোড়া বাঁধল। হঠাৎ চুপ

মেরে গেছে ওয়েফিল্ড, কথা নেই কারও মুখে। সবাই বোবা হয়ে গেছে যেন। সবগুলো চোখ চারজনের দলটার ওপর। রাস্তার ওপারে কেউ কেশে উঠতে অস্বাভাবিক জোরাল শোনাল শব্দটা।

কেউ সাহায্যের হাত বাড়ানোর আগেই ওয়াগন থেকে নেমে পড়ল এলোইস, কয়েক পা গিয়ে লোডিং প্ল্যাটফর্ম হয়ে ওয়েফিল্ড স্টোরের ভেতরে ঢুকে প্রায় তখনই আবার সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। স্টোরের আড়ালের জন্যে এখান থেকে ওয়াগন দেখা যায় না, অর্থাৎ সঙ্গীরাও তাকে দেখতে পাচ্ছে না। মেইন রোড, কমার্স স্ট্রীট পেরিয়ে শেষ মুহূর্তে একবার পিছনে তাকাল এলোইস, তারপর চট্ করে নাইটিঙ্গেলে ঢুকে পড়ল।

এমন অভাবনীয় কাণ্ড দেখে ভেতরের সবাই হতভম্ব হয়ে গেল, কারণ নাইটিঙ্গেলে কোন মেয়ে ঢোকার মত ঘটনা আজই প্রথম ঘটল। কথাবার্তার আওয়াজ কমতে কমতে পিনপতন নীরবতা নেমে এল ভেতরে। প্রতিটা চোখ সেঁটে আছে পনি টেইল করে বাঁধা ঘন, সোনালী চুল আর হালকা সবুজ চোখের অপূর্ব সুন্দরী এলোইসের ওপর। আজ সাদা কাফের হলুদ ড্রেস পরেছে ও।

'মিস্টার জোথ্রো কেনি আছে এখানে?' বারের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় গলায় প্রশ্ন করল ও।

'আছি, ম্যা'ম,' বারের ঠাসা ভিড় থেকে বেরিয়ে এল ঘোড়ামুখো লোকটা। জো রুড এবং তার ছুঁচোমুখো ফোরম্যানও আছে ভিড়ের মধ্যে। সকালে বার্বার শপ থেকে চেহারা মেরামত করিয়ে এসেছে জেথ্রো, গালে খানিকটা ট্যালক্ লেগে আছে এখনও। এলোইসের মুখোমুখি দাঁড়াল সে কোমরে হাত রেখে। ঠোঁটে বাঁকা হাসি। 'কি করতে পারি তোমার জন্যে?'

'তোমার সাথে কিছু কথা বলতে চাই, আড়ালে।'

'দুঃখিত, ম্যা'ম। কিছু বলার থাকলে এখানেই বলতে হবে।'

'কিন্তু আমি ... আমি ...' হাত খুব কাঁপছে টের পেয়ে মুঠো করে থামানোর চেষ্টা করল এলোইস, কাজ হলো না। এদিকে ও সিদ্ধান্ত

নিতে পারছে না দেখে জেথ্রো বারের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, ভাবখানা যেন ওর ওপর থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে।

'ঠিক আছে,' নিরুপায় হয়ে তাকে ডেকে থামাল ও। 'বলছি। আমি তোমাকে বলতে এসেছি ... না, তোমার কাছে আবেদন জানাতে এসেছি, আমার স্বামীর অপরাধ ক্ষমা করে দাও।'

'কিন্তু আমরাও যে অনেকদূর থেকে এসেছি আদরের ছোট ভাইয়ের হত্যাকাণ্ডের মীমাংসা করতে!' মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'তার কি হবে, ম্যা'ম?'

'আমি ... আমি মা হতে যাচ্ছি,' লজ্জায় লাল হয়ে উঠল এলোইস। 'আমার সন্তানকে জন্মের আগেই এতিম করে দিয়ো না।'

সবার নজর জেথ্রোর দিকে ঘুরে গেল। 'তুমি অনেক বেশি চেয়ে ফেলেছ, ম্যা'ম,' কর্কশ কণ্ঠে দ্রুত জবাব দিল লোকটা। 'এতো দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই।'

জানালা দিয়ে ওর চোখের ওপর কড়া রোদ এসে পড়েছে, তার আলোয় সেখানে পানি জমতে দেখা গেল। 'প্লি-ই-জ ...!'

জেথ্রো কেনি নির্বিকার। 'আমার ভাইকে পিঠে গুলি করে মেরেছে তোমার স্বামী,' বলল সে। 'কিন্তু আমি সেরকম কিছু করব না, এইটুকু কথা দিতে পারি। ওকে সামনাসামনি মোকাবেলা করব, এর বেশি কিছু করার নেই আমার। দুঃখিত, ম্যা'ম।'

জো রুড এগিয়ে এল। হ্যাট খুলে মিষ্টি হাসির সাথে নড় করল ওকে। ট্যান রাইডিং ড্রেসে আজ তাকেও বেশ সুন্দর লাগছে। পেটের কাছে সোনার চেইনটার ওপর রোদের আলো পড়ায় চিকচিক করছে সেটা। 'ম্যা'ম, তোমাকে এডি পাঠিয়েছে?'

'না। ও কিছু জানে না এ ব্যাপারে।'

'তাহলে ...' এডি হঠাৎ করে ভেতরে এসে দাঁড়াতে ঘুরে তাকাল ও। আজ লিভাই আর ফেডেড ওয়ার্ক শার্ট পরেছে এডি। কোমরের বেল্টে .৪৫ ঝুলছে, দৃষ্টি বুনো। স্ত্রীকে ফ্যাকাসে চেহারায় অচেনা এক লোক এবং জো রুডের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওখানেই থেমে

পড়ল। 'এলোইস, ড্যাম ইট! আগ বাড়িয়ে কোনও ঝামেলা বাধাবে না কথা দিয়ে এসে এখন ...'

একটা অস্ফুট ফিস্‌ফিসানি কানে যেতে ভাষা হারিয়ে ফেলল এডি, পরিবেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ, সতর্ক হয়ে উঠল। তাকিয়ে দেখল, রুমের মাঝখানে দাঁড়ানো লম্বা মুখওয়ালা অচেনা লোকটার কানে কানে কি যেন বলছে রুড, আর সে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। ওই চেহারা আর চাউনি দেখে কল্‌জে ছাঁৎ করে উঠল এডির, শিরদাঁড়া বেয়ে আতঙ্কের ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল।

আবার পিনপতন নীরবতা নেমে এল—বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে উঠল সেলুনের পরিবেশ। যেন কেরোসিনের লেকের পাশে জড়ো হয়েছে সবাই, কখন লেক দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে তা দেখার প্রতীক্ষায়।

'তুমিই এডি!' অচেনা লোকটার লম্বা মুখ হাসির ভঙ্গিতে বেঁকে গেল। 'এডি ডেভলিন! ওয়েল, আমি জেথ্রো কেনি। দশ মিনিট পর তোমাকে সামনের রাস্তায় দেখতে চাই আমি।'

কেনির কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, হুড়মুড় করে ভেতরে এসে ঢুকল ওয়েন আর ফ্র্যাঙ্ক। 'কি হচ্ছে এখানে?' চিৎকার করে উঠল পরেরজন, বড়সড় মাথাটা এদিক-ওদিক ঘুরছে।

সেকেন্ডের মধ্যে পরিস্থিতি বোঝা হয়ে গেল ওয়েনের। ধীরপায়ে এলোইসের কাছে এসে তার বাঁ হাতটা ধরল ও, ডান হাত হোলস্টারের কাছে প্রস্তুত। দরজার দিকে পিছিয়ে যেতে লাগল এক পা এক পা করে। টের পেল মুঠোর মধ্যে এলোইসের হাতটা থরথর করে কাঁপছে। 'বোকার মত একটা কাজ করেছ তুমি, মিসেস ডেভলিন,' নিরাপদে বাইরে পা রাখতে পেরে স্বস্তির দম ছেড়ে বলল ও। 'একদম বোকার মত কাজ করেছ।'

'আমি ... আমি চেয়েছিলাম ওকে ...

'এই জন্যেই তোমাকে আনতে চাইনি আমরা।'

একটু পর এডিও বেরিয়ে এল সেলুন থেকে। মাতালের মত আড়ষ্ট পায়ে হাঁটছে। কাছে এসে ওদের তিনজনকে পালা করে দেখল সে।

কয়েকবার গলা খাকারি দিয়ে বলল, 'চিন্তা করার কিছু নেই। আমি জেথ্রোর কেনির মুখোমুখি হতে ভয় পাই না।'

রাস্তার দু'পাশে অপেক্ষমাণ জনতা ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। সেলুনের প্রতিটা জানালাতেও অনেক মুখের ভিড়। 'তুমি পারবে না,' ফ্র্যাঙ্ক মাথা নাড়ল।

'পারব!' এডি চিৎকার করে উঠল। 'বলছি তো পারব!' কিন্তু সে চিৎকারে দৃঢ়তা বা আস্থা নেই, বরং বিলাপ আছে। অন্তত ওয়েনের কানে সেরকমই শোনাল। কিছুক্ষণ ওকে বোঝাবার চেষ্টা করল ফ্র্যাঙ্ক, তবে বেশি জোর করল না। 'ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছায় বাধা দেব না আমি। তাই যদি চাও, তাহলে ...' এলাইসকে ঝট্ করে ওর দিকে তাকাতে দেখে থেমে গেল।

'আমি জানি আমার প্রতি তোমার কোন অনুভূতি নেই, দরদ নেই,' গলা কেঁপে গেল মেয়েটার। 'কিন্তু আমার কথা থাক, এডির সন্তানের কথা ভেবে হলেও ওকে ঠেকাও। এ কাজ করতে দিয়ো না। ও ... ও আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে।'

মাথা নাড়ল ফ্র্যাঙ্ক। দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'না। কর্তব্য পালনের সময় আমি ওকে বাধা দিতে পারি না। আজকে যদি ও সফল হয় ... না, মানে, এডি সফল হলে আমি ওর কথা সবার কাছে গর্ব করে বলতে পারব।' এডির দিকে ফিরল সে। 'যে মুহূর্তে তোমার মনে হবে লোকটা গুলি করতে যাচ্ছে, সোজা শুয়ে পড়বে।'

'শুয়ে পড়ব?'

'হ্যাঁ, রাস্তায় শুয়ে পড়বে। ওর লক্ষ্য নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে।'

'বুঝেছি,' হাতের পিঠ দিয়ে মুখের ঘাম মুছল যুবক, দম নিচ্ছে ঘন ঘন। নজর মুহূর্তের জন্যে স্থির নেই, এদিক-ওদিক ঘুরছে।

'মাটিতে পড়েই ড্র করবে তুমি, বুঝতে পেরেছ?'

'অ্যাঁ? হ্যাঁ, হ্যাঁ!' চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল ওর।

'কিন্তু এক হাতে গান ধরবে না, দু' হাতে ধরবে। ব্যারেল স্থির রাখতে সুবিধে হবে। ওই অবস্থায় একটা গুলিতেই কাজ হয়ে যাবে।'

'দু' হাতে ধরব?' অন্যমনস্ক মনে হলো ওকে।

'ডন হাতে গান ধরবে, বাঁ হাতে ডান হাতের কব্জি ধরে ওটাকে স্থির রাখবে। চিহুয়াহুয়া সিটিতে এরকম এক ফাইট দেখেছি আমি, এক পিস্তলেরো ...'

'আর থাক!' ওকে থামিয়ে দিল ওয়েন। 'এখন এত কথা বলা ঠিক হচ্ছে না। ও মনে রাখতে পারবে না।'

এমন সময় একটা ঘোড়ার ছুটে আসার শব্দে ঘুরে তাকাল ওরা। জনাকীর্ণ রাস্তা ধরে দুলকি চালে দৌড়ে আসছে একটা সাদা সোরেল, আরোহী রুথি অরল্যান্ড। আজ সেই নীল ড্রেসটা পরেছে ও। ঠোঁটে, গালে রুজও মেখেছে।

ঘোড়া রেখে স্কার্ট দু'হাতে সামান্য উঁচু করে ফ্র্যাঙ্কের দিকে ছুটে এল মেয়েটা। হাসছে দাঁত বের করে। কিন্তু তাতে খুশি হওয়া দূরের কথা, বরং বিরক্ত হলো ও। 'তোমাকে না এর মধ্যে আসতে নিষেধ করে দিয়েছি আমি?' বলেই দু'হাতে এলোইস এবং রুথির বাহু চেপে ধরে হোটেলের দিকে ঠেলে দিল ওদের। 'এখনই হোটেলে চলে যাও, ওখানে নিরাপদ থাকবে। যাও।'

কয়েক পা গিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে তাকাল এলোইস, অদ্ভুত দৃষ্টিতে ফ্র্যাঙ্কের দিকে তাকাল। সে চাউনির অর্থ কি হতে পারে ভেবে পেল না ওয়েন। ভুল করার জন্যে আফসোস?

'দশ মিনিট হয়ে গেছে,' সেলুনে সামনের ভিড়ের মধ্যে থেকে এক লোক নার্ভাস কণ্ঠে বলে উঠল। লোকজন যা-ও বা একটু-আধটু নড়াচড়া করছিল, কথাটা কানে যাওয়ামাত্র জায়গায় জমে গেল। টেনশন এত চরম আকার ধারণ করেছে যে দু'টো নেড়ি কুকুর আচমকা ঝগড়া বাধিয়ে দিতে লাফিয়ে উঠল সবাই। সেলুনের দরজার কাছ থেকে সরে যেতে শুরু করল। এলোইস হোটেলের সামনে গিয়ে ঘুরে স্বামীর উদ্দেশে হাত নাড়ল, কিন্তু এডি খেয়াল করল না। ওদিকে রুথি হোটেল পর্যন্ত গেল না, ফ্র্যাঙ্কের চোখের আড়াল হওয়ামাত্র ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে পায়ে পায়ে আগের জায়গায় ফিরে এল। ওর কাছ

থেকে বেশি দূরে যেতে রাজি নয়। জো রুডকে সেলুন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল এই সময়, কমার্স স্ট্রীটের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত যতগুলো জটলা আছে, সবগুলোর ওপর নজর বোলাল। চোখমুখ বিচ্ছিরিরকম কুঁচকে আছে।

'কিছু খুঁজছ?' সেলুনের প্রবেশপথের কাছে দাঁড়ানো ওয়েন বলল।

ওর মুখে বাঁকা হাসি দেখে ভুরু কোঁচকাল লোকটা। 'আমার পূলের সদস্যদের টাউনে আসার কথা ছিল, তাদেরকে খুঁজছি!'

হাসি ফুটল ওর মুখে। 'ওরা? এসেছে তো!'

'এসেছে? কোথায়?'

'ম্যাটসে।'

চাউনি সরু হয়ে উঠল লোকটার। 'মানে?'

'মানে ওরা এসেছে, এবং আমার লোকেরা ম্যাটসে বসিয়ে ওদের সেবা-যত্ন করছে, এই আর কি!'

ঝট্ করে কমার্স স্ট্রীটের ও-মাথার দিকে তাকাল রুড। চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে যখন নিশ্চিত হলো ব্যাপারটা ঠাট্টা নয়, সেলুনটার হিচিং রেইলে সত্যিই পরিচিত কয়েকটা ঘোড়া বাঁধা আছে, মুখ ঘুরিয়ে আগুনঝরা চোখে ওয়েনের দিকে তাকাল। ওকে মিটিমিটি হাসতে দেখে রাগে গা জ্বলে গেল তার, কিন্তু বলার মত কিছু খুঁজে না পেয়ে চর্কির মত ঘুরে দাঁড়াল। কনুই দিয়ে গুঁতিয়ে পথ করে ফিরে চলল নাইটিঙ্গেলে।

ওদিকে ম্যাট'স থেকে উঁকি দিয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে বুড়ো টম হেফটার। অনেক দূরে নাইটিঙ্গেল, সামনে কে কে দাঁড়িয়ে আছে বোঝা যায় না। কিন্তু আকার-গঠন দেখে লোকগুলোকে চিনে নিতে বিশেষ কষ্টও হচ্ছে না তার। ওখানে ভিড় দেখে কি চলছে বোঝার চেষ্টা করল সে। শোডাউনের সময় হয়ে গেছে মনে হলো। এডিকে তার একটুও পছন্দ নয়, তবু এলোইস ও তার অনাগত শিশুটির খাতিরে ওর জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল বৃদ্ধ। ওদিকে প্রকাণ্ডদেহী ম্যাট পেল তার মুগুরসদৃশ দু'বাহু বুকের ওপর আড়াআড়ি ভাঁজ করে নির্বিকার দাঁড়িয়ে

আছে বারের পিছনে। অন্যদিকে হেফর্ক পূলের চার সদস্য এবং তাদের বারোজন হ্যান্ডকে রাইফেলের মাথায় দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করেছে সার্কেল-এর হ্যান্ডরা। তাদের সবার গান একত্র করে এক টুকরো স্যাডল রোপ দিয়ে বেঁধে পায়ের কাছে ফেলে রেখেছে টম হেফটার। দৃশ্যটা বেশ মজার।

কিন্তু ডক্ প্লেনের মোটেও মজা লাগছে না, চেহারা বিকৃত করে ম্যাট পেলকে দাঁত খিঁচাল সে। 'ওয়েন চ্যানট্রির পক্ষ নেয়া তোমার উচিত হয়নি, ম্যাট! কাজটা ঠিক করোনি তুমি।'

'তাহলে কি করলে ঠিক হত?'

'কি আবার! এই মুহূর্তে লাথি মেরে ব্যাটাদেরকে এখান থেকে বের করে দিলে।'

'ওই জিনিস বুকের দিকে ধরা থাকতে?' টম হেফটারের শটগান ইঙ্গিত করল সে। 'দুঃখিত, স্যার। আমি পারব না।'

টম হেফটারের উদ্দেশে চোখ টিপল সে, জবাবে নিঃশব্দে হাসল বৃদ্ধ। পার্কি ডোলানও যোগ দিল তার সঙ্গে, কিন্তু দেয়ালের দিকে মুখ করে থাকায় কেউ তার হাসি দেখতে পেল না।

ছাব্বিশ

ছোট ভাই আর সিড স্যালোনকে সাথে নিয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে এল জেথ্রো। শার্টের আস্তিন কনুইয়ের ওপর পর্যন্ত গোটানো। ডান ঊরুতে নিচু করে গান বাঁধা, ঠোঁট বেঁকে আছে হাসির ভঙ্গিতে। এমনভাবে এডির দিকে তাকিয়ে আছে, দেখে মনে হয় সে নিশ্চিত যে কোন সময় প্রাণভিক্ষা চেয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দেবে ও। কিন্তু এডির মধ্যে

সেরকম কোন লক্ষণই নেই। জেথ্রোর দিকে সরাসরি তাকাচ্ছে না, শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দু' কাঁধ সামান্য পিছনে।

ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে ওর অতীতের সমস্ত অপরাধ ভুলে গেল ওয়েন। বিপদ ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে জেনেও পালিয়ে যায়নি বলে বরং গর্ব হলো। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যে জেথ্রো এডির দিকে তাকিয়ে নড্ করল। 'আমি রাস্তার ওই বাঁক পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতে শুরু করব, তখন গুলি কোরো তুমি। যখন ইচ্ছে।'

'আ-আ ... আচ্ছা!' দ্রুত মাথা ঝাঁকাল ও।

'পিঠে গুলি করে বোসো না যেন। আমি তোমার দিকে ঘোরা পর্যন্ত অপেক্ষা কোরো।' ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল লোকটা, ভারিক্কি চালে নির্দিষ্ট বাঁকের দিকে এগিয়ে চলল। কাছেই এক সাইড স্ট্রীটে শেরিফের অফিস, দরজায় তালা মারা। এক টুকরো কাগজে তার অনুপস্থিতির কারণ হিসেবে 'গন অন বিজনেস' কথাটা পেন্সিল দিয়ে লিখে জানালায় সেঁটে রাখা হয়েছে।

'যা বলেছি মনে রেখো,' ফ্র্যাঙ্ক মনে করিয়ে দিল ওকে।

এডি মাথা ঝাঁকাল। 'থা ... থাকবে।'

'জেথ্রো আজ হুইস্কি গিলেছে। আমি গন্ধ পেয়েছি। হুইস্কি মানুষকে স্লো করে দেয়, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি।'

আবার মাথা ঝাঁকাল যুবক। 'আচ্ছা।' এক পা এক পা করে রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল, চেহারা ছাইয়ের মত সাদা।

'তুমি পারবে, এডি!' গলা চড়িয়ে সাহস জোগাল বড় ভাই। 'মন শক্ত রাখো, তাহলেই পারবে।'

এরমধ্যে আশপাশের লোকজন খোলা জায়গা থেকে সরে গেছে গুলি খাওয়ার ভয়ে। দু'পাশের বিল্ডিংগুলোর মাঝখানের স্লটে অথবা গলিতে ঢুকে ঘটনার ওপর চোখ রাখার চেষ্টা করছে। যারা জায়গার অভাবে ভেতরে ঢুকতে পারেনি, তারা বিল্ডিঙের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে ঘুরল জেথ্রো, পায়ে পায়ে এডির দিকে এগোতে শুরু করল। ঠোঁটে মৃদু হাসি লেগে

আছে। এমনভাবে পা ফেলছে যেন মৃত্যুর মুখোমুখি হতে নয়, . করতে যাচ্ছে।

কিন্তু কয়েক পা আসতে না আসতে হাসি শুকিয়ে এল তার। কদম হড়কে যাওয়ার অবস্থা হলো ছেলেটার প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গি দেখে। তাছাড়া ভুলে সূর্যের বিপরীতে অবস্থান নেয়ায় সরাসরি চোখের ওপর এসে পড়েছে রোদ, ঠিকমত তাকাতেও পারছে না সে।

বাধ্য হয়ে হ্যাট কিছুটা টেনে নামাল। ব্যাপারটা আগে খেয়াল করেনি বলে মনে মনে নিজেকে উদ্ধার করছে। ভাবছে, এডিকে এত বেশি হেলাফেলা করা ঠিক হয়নি। 'বেশি আত্মবিশ্বাস শেষ পর্যন্ত না ডোবায়। 'এইবার, এডি!' বলল সে। 'যে কোন সময়ে ...'

গা ঝাড়া দিয়ে নড়েচড়ে দাঁড়াল যুবক, চোখ কুঁচকে একভাবে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ডান হাত প্রস্তুত। কয়েক মুহূর্ত পর রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল জেথ্রো, ওয়েফিল্ডের বাতাস থমকে গেল যেন। স্নায়ু ছিঁড়ে যাওয়ার অবস্থা হলো প্রতিটা দর্শকের। ওদের দু'জনের ওপর নজর ঘুরছে–এই বুঝি শুরু হয়ে গেল!

কিন্তু শেষ মুহূর্তে সবাইকে হতাশ করে টলে উঠল অবিচল এডি, হড়হড় করে বমি করে দিল রাস্তার মাঝখানে। একটু পর সামলে নিয়ে হাতের পিঠে মুখ মুছল সে, তারপর কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘুরে দৌড় দিল। 'আমি ... আমি পারব না!' চিৎকার করে উঠল সে। 'আমি পারব না! আমি ...!'

চোখের পলকে ড্র করেই পরপর দু'বার ট্রিগার টানল জেথ্রো। প্রথম বুলেটের আঘাতে ভীষণ এক ঝাঁকি খেল এডির মাথা, সামনে ঝুঁকে পড়ল। ঘাড়ের পিছনে ছোট্ট, গোল একটা রক্তের দাগ দেখা দিল। দ্বিতীয় বুলেটটা লাগল পিঠে, একটু বাঁ দিক ঘেঁষে। এলোমেলো পায়ে কয়েক কদম এগিয়ে গেল ও, তারপর হুড়মুড় করে পড়ে গেল। লাফিয়ে উঠল ধুলোর মেঘ। ভিড়ের মধ্যে থেকে অস্ফুট একটা চিৎকার শোনা গেল, পরক্ষণে রুথি বেরিয়ে এল আড়াল থেকে। দু'হাতে স্কার্ট উঁচু করে এডির দিকে ছুটল। বাতাসে চুল উড়ছে পতাকার মত, কিছু

চুল ঘামে ভেজা ঘাড়ে-গলায় পেঁচিয়ে আছে। 'আমি দেখছি ওকে, ফ্র্যাঙ্ক! আমি ...'

ওটাই ছিল রুথির শেষ কথা। তৃতীয় গুলিটা জেথ্রো ইচ্ছে করে ছুঁড়েছে না এডির মৃত্যু নিশ্চিত করতে, কেউ জানে না। ছুটন্ত রুথির মাথার পিছনে চাপা ঠক্! শব্দে লাগল সেটা, কয়েক হাত উড়ে গিয়ে এডির ওপর আছড়ে পড়ে স্থির হয়ে গেল ওর ছোটখাট দেহ। নীল স্কার্ট বাতাস লেগে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

স্তব্ধ হয়ে গেল জনতা। সবাই হতভম্ব।

হুঁশ ফিরতে দুর্বোধ্য গোঙানি ছেড়ে জেথ্রোর দিকে ঘুরল ফ্র্যাঙ্ক, চরম বিস্ময় আর রাগে চেহারা বিকৃত। হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াতে যাচ্ছিল সে, ঠিক তখনই গজ বিশেক দূরে, নাইটিঙ্গেলের ডবল ডোরের কাছে দাঁড়ানো আর্ট কেনি গুলি করল। জায়গায় লুটিয়ে পড়ল ফ্র্যাঙ্ক। আর্টের ওপর চোখ রাখার জন্য তার কাছেই ছিল ওয়েন, লোকটা এমন এক কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে ভাবতেই পারেনি। রাগে দিশা হারিয়ে ফেলল ও, হাত লম্বা করে দিয়ে আর্টের বুকের বাঁ পাশে .৪৪-এর ব্যারেল ঠেকিয়ে গুলি করল।

সাথে সাথে ডানা গজাল যেন লোকটার, দু'হাত দু'দিকে মেলে দিয়ে পাখির মত উড়ে পিছিয়ে গেল সে। সবার বিস্ময়াভিভূত চোখের সামনে সেলুনের ডবল ডোরের ওপর আছড়ে পড়ে ভেতরে গায়েব হয়ে গেল। আড়াল থেকে তার মরণ চিৎকার এবং চেয়ার-টেবিল, বোতল-গ্লাস ভাঙাচোরার বিকট শব্দ উঠল।

একই মুহূর্তে ওর অবস্থান লক্ষ্য করে বৃষ্টির মত গুলি ছুঁড়তে শুরু করল জো রুড ও সিড স্যালোন। মানুষজন ভয়ে নিরাপদ আড়ালের খোঁজে পাগলের মত চারদিকে ছোটাছুটি শুরু করে দিল, আশপাশ দিয়ে বিপজ্জনকভাবে ছুটে বেড়াচ্ছে তপ্ত সীসা। তার মধ্যেই কেউ কেউ চেঁচিয়ে উঠল, 'ওয়েন, ওদের মেরে ফেলো! বিনা দোষে মেয়েটাকে মারল! মারো! মেরে ফেলো ওদের!' চিৎকারটা আরও অনেকের কণ্ঠে ধ্বণিত হলো। মাত্র ক'দিন আগে যারা রুথিকে ফাঁসিতে

ঝোলাতে গিয়েছিল, আজ তারাই ওর অকারণ মৃত্যুতে কষ্ট পাচ্ছে, তার হত্যাকারীদের মৃত্যু চাইছে।।

ওদিকে ভাইয়ের পরিণতি দেখে জেথ্রোরও মাথা খারাপ হয়ে গেল, ওয়েনকে গুলি করল সে। কিন্তু হুড়োহুড়ি করতে গিয়ে লক্ষ্যস্থির করতে না পারায় মিস্ হয়ে গেল সেটা, নাইটিঙ্গেলে প্রবেশ পথের ওপরের এক ধাতব সাইনে গিয়ে লাগল। গুলি করেই আড়ালের খোঁজে ছুট্ লাগিয়েছিল সে, কিন্তু মিস্ হয়েছে বুঝতে পেরে থেমে আবার করল, তারপর আবার দৌড়। এভাবে থেমে থেমে গুলি করে আড়ালে প্রায় পৌঁছে গিয়েছিল সে, কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারল না।

মাটিতে শুয়ে পড়ে গুলি করছিল ওয়েন, একটা ... দু'টো ... তিনটা ... পঞ্চমটা নিশানা খুঁজে পেল। জেথ্রোর কণ্ঠনালী ছিন্নভিন্ন করে দিল ওর .৪৪-এর বুলেট। অবিশ্বাসে বিস্ফারিত হয়ে উঠল লোকটা, ফিন্‌কি দিয়ে ছোটা নিজের রক্তের ধারার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত, তারপর এক হাঁটু ভেঙে কাত হয়ে পড়ে গেল।

আর দেরি করতে ভরসা পেল না রুড, ফোরম্যানকে নিয়ে হোটেলের দিকে ঝেড়ে দৌড় লাগাল। লাফ দিয়ে উঁচু বারান্দায় উঠে পিছনে এক পশলা গুলি ছুঁড়ল সে, তারপর মূল প্রবেশপথের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে আবার। কিন্তু ওয়েন থামল না, আড়াল খুঁজে খুঁজে গা ঢাকা দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। ওর আশপাশ দিয়ে অনবরত গুলি ছুটে যাচ্ছে, রাস্তায় বিঁধে চাক চাক মাটি তুলে নিচ্ছে—পরোয়া নেই।

এবার চূড়ান্ত পিঠটান দিল রুড, ভেতরের হলে তার দুদ্দাড় দৌড়ে পালাবার শব্দ শুনতে পেয়ে এক পাশ থেকে রেলিং টপকে বারান্দায় উঠে এল ওয়েন, গুলি আসে কি না দেখার জন্যে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে তাড়া করল ব্যাটাদেরকে। ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকতেই ছোট একটা কাঠামোকে চট্ করে কিচেনের দরজার আড়ালে চলে যেতে দেখল ও। সিড স্যালোন! পিস্তল তুলল যুবক, কিন্তু ট্রিগার টানার সময় পেল না। তার আগেই কি যেন আঘাত করল ওকে, এক হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে পড়তে বাধ্য হলো ওয়েন। ওই অবস্থাতেই পরপর তিনটা

গুলি করল খুদে দেহটা লক্ষ্য করে। তিনটাই নীরবে হজম করল ফোরম্যান, উড়ে গিয়ে বড় স্টোভের পাশে আছড়ে পড়ল। নাগালের মধ্যে তার গানটা পড়ে আছে দেখে এক লাথিতে সেটাকে দূরে সরিয়ে দিল ওয়েন।

চোখ বুঁজে সশব্দে হাঁপাচ্ছিল সিড, ওর সাড়া পেয়ে তাকাল। ঠোঁট কাঁপছে, কিছু বলতে চাইছে। অনেক চেষ্টার পর কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করতে পারল সে। 'আমি ... আমি মেয়েটার ... ব্যাপারে ... দুঃখিত!' পরক্ষণে চোখ উল্টে গেল তার।

'রুড স্টোরে ঢুকেছে!' ও কিচেন থেকে বেরিয়ে হলে পা রাখতেই এক লোক চেঁচিয়ে বলল, হাত দিয়ে জরুরি ভঙ্গিতে দোতলা স্টোর বিল্ডিংটা দেখাতে লাগল।

সেদিকে এগোতে গিয়েও থেমে পড়ল ওয়েন, ঝাপ্সা হয়ে আসতে শুরু করেছে না বিল্ডিংটা? কাত হয়ে যাচ্ছে না? মাথা ঝাড়া দিয়ে ধোঁয়াটে ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে আবার পা বাড়াল ও, হোঁচট খেতে খেতে ল্যান্ডিং প্ল্যাটফর্মের সিঁড়ির ধাপগুলো পেরিয়ে উঠে এল। পিছনে তাকিয়ে রাস্তার ওপারে একদল লোক জটলা করতে দেখল—কয়েকজন মহিলাও আছে তার মধ্যে। চোখ বড় বড় করে ওকে দেখছে।

'ওর গুলি লেগেছে দেখেছ!' বহু দূর থেকে কে যেন বলল।

কার গুলি লেগেছে? ভাবল ও, পরক্ষণে চোখের সামনে সবকিছু আবার কাত হয়ে যাচ্ছে দেখে বুঝল ব্যাপারটা। একই মুহূর্তে বুকের বাঁ পাশে ভেজা ভেজা অনুভূতিও হলো। বাঁ পা বেয়ে গড়িয়ে নামছে রক্ত, ওর বুটের মধ্যে জমা হচ্ছে, পা ফেললে প্যাচ প্যাচ করে। গভীর নিঃশ্বাস নেয়ার চেষ্টা করতেই বুকের মধ্যে খচ্ করে কিছু বিঁধল।

দূরে কড়া রোদে ঝলসাতে থাকা পাহাড়গুলো দুলছে মনে হলো। ঘুরে দাঁড়াল ওয়েন এবং জানালা দিয়ে ভেতরের একটা কাউন্টারের আড়ালে রুডকে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকতে দেখল। এক হাতে গান, অন্য হাতে মেরি টেলসনের হাত ধরে তাকে বসিয়ে রেখেছে সে। ভয়ে মহিলার চোখ বিস্ফারিত, মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে

ফেলবে। লোকটা এ মুহূর্তে এমন এক সাইড ডোরের দিকে মুখ করে বসে আছে; ওয়েন যদি দম নেয়ার জন্যে না দাঁড়াত, ভেতরের অবস্থা দেখে না ফেলত, তাহলে ওই পথেই ঢুকত ও এবং এতক্ষণে লাশ হয়ে পড়ে থাকত।

পিস্তল দিয়ে ঠুকে জানালাটার কাঁচ ভেঙে ফেলল ও, সতর্কতার সঙ্গে রুডের পা সই করে একটা গুলি ছুঁড়ল। কিন্তু মহিলার কথা ভেবে ভয়ে ভয়ে ছিল বলে লাগাতে পরল না। ওদিকে কাঁচ ভাঙার শব্দে ঘুরে তাকিয়েছিল রুড, পরক্ষণে গুলির আওয়াজে তিড়িং করে উঠে দাঁড়িয়ে মহিলার হাত ধরে টানাহ্যাঁচড়া শুরু করে দিল।

কিন্তু এবার সুবিধা করতে পারল না। ওয়েন চ্যানট্রি এখনও বেঁচে আছে, এই সত্যে পুনরুজ্জীবিত হয়ে নিজেকে ছাড়াতে দাঁত এবং নখ দিয়ে লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মহিলা। চোখের পলকে রুডের মুখের এক পাশ আঁচড়ে রক্তাক্ত করে তুলল।

ব্যথায় চিৎকার করে উঠল সে, আহত জায়গা চেপে ধরতে গিয়ে বাধ্য হয়ে মেরির হাত ছেড়ে দিতেই পড়িমরি করে দৌড় দিল মহিলা। 'নিচু হও, ম্যা'ম, নিচু হও!' ওয়েনের মনে হলো কথাটা ও চিৎকার করেই বলেছে, অথচ নিজের কান পর্যন্তও পৌঁছল না সেটা। একলাফে চোখের আড়ালে চলে গেল মেরি, অন্যদিকে রুড একটা সরু, পেঁচানো সিঁড়ি বেয়ে ধুপ্ ধাপ্ করে ওপরতলার দিকে ছুটল।

লোকটাকে অনুসরণ করে দু' পা গিয়ে থেমে পড়ল ওয়েন, গান থেকে ব্যবহৃত শেলগুলো ইজেক্ট করে ফ্লোরে ফেলতে লাগল। কতজনের প্রাণ নিয়েছে ওগুলো? আর্ট কেনি, জেথ্রো কেনি এবং সিড স্যালোনসহ তিনজনের। কিন্তু আরও একটা ... নিজের হাত অদ্ভুতরকম ঠাণ্ডা লাগছে ওর, কাঁপছে থরথর করে। অনেক কষ্টে গানে নতুন শেল ভরল ও। এক ধাপ এক ধাপ করে উঠে যেতে শুরু করল।

এলোইসের শোকার্ত চেহারা ভাসছে চোখের সামনে। ওর এবং অনাগত শিশুটির কথা ভেবে হলেও একটা সুযোগ দেয়া উচিত ছিল এডিকে। দেয়নি জেথ্রো। কার প্ররোচনায়, সে কথা এখন আর কারও

বুঝতে বাকি নেই। বুড়ো চার্লি টলিভারকে খুন করেছে। ওই শয়তান বেঁচে থাকতে শান্তি আসবে না ডায়াবলো রেঞ্জে, ওকে ...

দোতলায় উঠে থামল। সামনে দু'টো রুম দেখা যাচ্ছে, দু'টোরই দরজা খোলা। এক রুমে একটা রোলটপ ডেস্ক ও লেদার চেয়ার দেখে বোঝা গেল ওটা অফিস, অন্যটা বেডরুম। একটা বেড আছে সেটায়। এলোমেলো। কোন রুমে আছে লোকটা?

দোতলার হলের সরু এক জানালা দিয়ে নিচের রাস্তা দেখতে পেল ওয়েন। এডির গায়ের ওপর থেকে রুথিকে সরিয়ে পাশে শুইয়ে দেয়া হয়েছে। ফ্র্যাঙ্ক ডেভলিনকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। তার মানে কি তাকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে? বেঁচে আছে? একটু দূরে জেথ্রো কেনি কাত হয়ে পড়ে আছে–এক ফোঁটা রক্ত নেই শরীরে, সাদা। আর্ট কেনির দেহ কোথায় কে জানে!

রাস্তার ওপারে অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে ছাড়াছাড়া হয়ে। সবার নজর এদিকে, ওয়েফিল্ড স্টোরের ওপর আটকে আছে। কেউ কেউ হাঁ করে তাকিয়ে আছে। কি দেখছে ওরা?

'রুড!' মৃদু গলায় ডাকল ও। সাড়া নেই। সামনে কিছুটা জায়গা রোদের আলোয় ভাসছে দেখে পায়ে পায়ে সেদিকে এগোল। ছাদে যাওয়ার খোলা ট্র্যাপডোর দিয়ে আসা রোদের আলো! একটা মই পাতা আছে সেটার নিচে। ছাদে কেউ পা টিপে হাঁটছে!

নিঃশব্দে মই বেয়ে উঠতে শুরু করল ও। কয়েক ধাপ উঠে রুডকে ছাদের একদম কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। ভঙ্গি দেখে মনে হলো লাফ দিয়ে পাশের বিল্ডিঙের ছাদে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। একেবারে শেষ মুহূর্তে কি ভেবে ঘুরে তাকাল লোকটা, এবং ওকে দেখামাত্র গুলি করতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল।

ওয়েনের তিন হাত সামনের এক প্ল্যাঙ্কে বিঁধে চল্টা ওড়াল বুলেটটা, একই মুহূর্তে পতনের ঝোঁক ঠেকাতে আপনাআপনি পিস্তল ছেড়ে দিল রুড। দু'হাত পাখির মত ডানা ঝাপ্টে নিজেকে রক্ষার মরিয়া চেষ্টা করল কিছুক্ষণ, তাতেও শেষ রক্ষা হলো না। বাইরের

দিকে ঝুঁকে পড়ল তার দেহ। বাঁ পাঁজরের ব্যথা অগ্রাহ্য করে লাফ দিল ওয়েন, ডান হাতে থাবা দিয়ে লোকটার পায়ের কব্জি আঁকড়ে ধরল।

তাতেও কাজ হলো না. গোড়া কাটা গাছের মত বাইরের দিকে পড়ে যেতে লাগল লোকটা। পড়ে গেল। গলা ফাটিয়ে ষাঁড়ের মত চিৎকার করছে, দু'হাত দিয়ে শূন্যে খাব্লা মারছে উইন্ডমিলের মত। ওয়েন বুঝতে পারছে ঠেকাতে পারবে না, তবু মুঠো আল্গা করল না, দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ধরে থাকল।

ওর টানে মাঝপথে রুডের পতন থামল বটে, কিন্তু ভারী দেহটা ঘুরে এসে প্রচণ্ড বেগে আছড়ে পড়ল বিল্ডিঙের দেয়ালে, পরমুহূর্তে প্রচণ্ড ঝাঁকিতে পা-টা ওর মুঠো থেকে ছুটে গেল। টানা চিৎকারের সাথে বাতাসে সাঁতার কাটতে কাটতে তীরবেগে নেমে গেল লোকটা, ধুম্! করে আছড়ে পড়ে নীরব হয়ে গেল। উঁকি দিয়ে এক পলক তাকিয়েই যা বোঝার বুঝে নিল ওয়েন–ঘাড় ভেঙে গেছে ব্যাটার।

কড়া রোদ সহ্য করতে না পেরে চোখ বুজল ওয়েন। কিন্তু দরকার ছিল না, এমনিতেই গাঢ় আঁধারে তলিয়ে গেল সবকিছু।

এক ঘণ্টা পর অ্যামব্রোস হ্যামিলটনের অফিসে জ্ঞান ফিরতে জানালার ওপাশে অনেকগুলো উদ্বিগ্ন চেহারা দেখতে পেল ও। সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন মনে হলো অ্যালিকে, কেঁদে চোখমুখ ফুলিয়ে ফেলেছে। ডক্ হ্যামিলটন বেডের পাশে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ওর বুকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধছে।

ওয়েনকে চোখ মেলে তাকাতে দেখে হাসি-কান্নায় মেশানো অদ্ভুত এক অভিব্যক্তি ফুটল অ্যালির চেহারায়। ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, 'তুমি খুব ... খুব অল্পের জন্যে বেঁচে গেছ! আরেকটু হলে ...' কথা শেষ না করতে পারল না ও, আবার কাঁদতে শুরু করল।

ডক্টরের দিকে ফিরল ওয়েন চ্যানট্রি। 'একটা বুলেট পাঁজরের কয়েকটা হাড়ে ঘষা খেয়ে গেছে,' ওর প্রশ্নের অপেক্ষায় না থেকে সাথে সাথে ব্যাখ্যা করতে লাগল লোকটা। মাথা নাড়ল। 'তুমি খুব লাকি।

গুলিটা আর এক ইঞ্চি ওপরে লাগলে তোমার লাংস ফুটো হয়ে যেত। সে তো আছেই, তাছাড়া প্রচুর রক্তও হারিয়েছ তুমি।'

'আর সবার কি অবস্থা?'

'আর সবাই বলতে ফ্র্যাঙ্ক ডেভলিন বেঁচে আছে। পাশের রুমে আছে সে। এডি আর রুথি ...' মাথা নাড়ল।

পরদিন দুপুরের একটু আগে ওর সাথে দেখা করতে এল এলোইস। বেডের পাশে একটা পিঠখাড়া চেয়ারে বসল সে। চোখ লাল, চারদিকে কালসিটে পরেছে। দেখে মনে হয় কত রাত যেন ঘুমায়নি।

'এডি নিজেকে শুধরে নেয়ার চেষ্টা করছিল,' মাথা নিচু করে বলল মেয়েটা। 'আসলে আমিই দায়ী ওর মৃত্যুর জন্যে।'

ওর হাতে মৃদু চাপ দিল ওয়েন। 'শুধু শুধু নিজেকে ছোট করছ। তুমি কেন দায়ী হতে যাবে সে জন্যে?'

'আমার এখানে থেকে যাওয়ার জেদের ফলেই এসব ঘটল। যদি আর কোথাও চলে যেতাম, এডিকে ওরা খুঁজে পেত না।'

'হয়তো সময় লাগত, কিন্তু পিছু নিলে একদিন ঠিকই খুঁজে বের করে ফেলত।'

চোখ বন্ধ করল এলোইস। পাতা ভিজে উঠেছে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিড়বিড় করে বলল, 'পেটে বাচ্চা নিয়ে এই বয়সেই বিধবা! এরপর কি? কোথায় যাব?'

ওইদিন বিকেলে এলোইসের ভবিষ্যৎ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হলো দু'বন্ধুর মধ্যে। ফ্র্যাঙ্কের এক হাত স্লিঙে বাঁধা, চেহারা কিছুটা ফ্যাকাসে। 'আমি জানি তুমি মেয়েটার ওপর ক্ষ্যাপা,' ওয়েন বলল। 'এবং তার কারণও আছে। কিন্তু ভেবে দেখো, ওর বয়স অল্প। নতুন জায়গায় এসে মানসিকভাবে গুছিয়ে ওঠার আগেই ...'

'এসব কোন অজুহাত হলো না,' ফ্র্যাঙ্ক মাথা নাড়ল।

'ভেবে দেখো, যেখানে এলোইসের জন্ম, বেড়ে ওঠা, সেখানে এখানকার মত কথায় কথায় খুন-খারাবী ঘটে না। এসবে ওরা অভ্যস্ত

না। এখানে পা রাখতেই আমার কাঁধে স্টিলওয়েয়র রক্তাক্ত লাশ দেখে ওর ভেতরে এক ধরনের আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। তখন তুমি যদি ওর সঙ্গ দিতে ...' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল ওয়েন। গাঢ় নীল আকাশে ধপধপে সাদা, পেঁজা পেঁজা মেঘের ধীরগতিতে উত্তরে উড়ে যাওয়া দেখল কিছুক্ষণ।

'তখন যদি বাড়ি মেরামত করতে গিয়ে দিনের পর দিন ওকে টাউনে একা ফেলে না রাখতে, ও যদি তোমার ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হতে পারত, তাহলে আজ পরিস্থিতি নিশ্চই অন্যরকম থাকত। এলোইসের সাথে এডির ঘনিষ্ঠতা নিয়েও তখন সতর্ক করা হয়েছিল, তুমি তা-ও কানে তোলোনি,' খানিক বিরতি।

'সত্যকে মেনে নিয়ে তার মুখোমুখি হও, ফ্র্যাঙ্ক। এলোইসকে বিয়ে করো। ওর সন্তান যাতে এতিম হয়ে না জন্মায়, সে ব্যবস্থা তোমারই করা উচিত।'

রেগে উঠল ফ্র্যাঙ্ক। 'পাগল হয়েছ নাকি তুমি! এসব কি বলছ ...?'

'পাগল হইনি,' বন্ধুর কাঁধে হাত রাখল। 'তুমিই নিজেই বলো দেখি, সেইন্ট লুই থেকে কার টানে এতদূর ছুটে এসেছিল মেয়েটা?'

চুপ করে বসে থাকল সে। রাগ রাগ চেহারা।

'তোমার টানে। তুমিই বলেছ, তিনজন পানিপ্রার্থীর মধ্যে তোমাকে ওর পছন্দ হয়েছিল। ঠিক না?'

জবাব নেই।

'কার কারণে এডির কবলে পড়েছিল এলোইস? তোমার। কার কারণে দিনের পর দিন টাউনে পড়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিল? তোমার। আর এডির ওপর তোমার অতিরিক্ত আস্থার জন্যেই শেষ পর্যন্ত এতবড় একটা কাণ্ড ঘটে গেছে। এখানে ওর একটা আশ্রয় দরকার ছিল ফ্র্যাঙ্ক, একটা ভরসাস্থলের দরকার ছিল। তোমার সেসব দেয়ার কথা ছিল, কিন্তু তুমি বাড়ি মেরামতের নামে ...'

'আমি বুঝতে পারছি,' মৃদু কণ্ঠে বাধা দিল সে। অনেকক্ষণ ধরে কিছু ভাবল। 'কিন্তু এখন ... মানে, কি ও রাজি হবে?'

হাসি ফুটল ওর মুখে। 'এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে কি করে, একদিন তোমার ডাকেই মেয়েটা দেশের আরেক মাথা থেকে এই বাজপড়া রেঞ্জে ছুটে এসেছিল?'

'তখনকার কথা আলাদা ছিল।'

আরেকটু চওড়া হলো ওয়েনের হাসি। 'আগে প্রস্তাবটা দিয়েই দেখো না একবার।' বিরতি। 'আমার মনে হয় না তুমি বললে এলোইস আপত্তি করবে।'

'দেব?'

'দেবে না মানে? নিশ্চই দেবে!' জোর দিয়ে বলল ও। 'ঘর-সংসার শুরু করতে হবে না?' আবার একটু বিরতি। 'আগামী স্প্রিঙে গরু বিক্রির টাকা থেকে আমার শেয়ারের টাকা ফেরত দিয়ে সার্কেল-এর একক মালিক হয়ে যেতে পারবে তুমি। তারপর এলোইস আর তুমি মিলে র‍্যাঞ্চ ...'

'আর তুমি? তুমি কি করবে?'

'আমি?' বলে কিছু ভাবল ও। 'আমি আপাতত কিছুদিনের জন্যে অ্যালিকে সাহায্য করব ভাবছি, অন্তত স্প্রিং পর্যন্ত। তারপর সুবিধেমত আর কোথাও চলে যাব।'

আধ খোলা দরজায় নকের শব্দ উঠতে ঘুরে তাকাল ফ্র্যাঙ্ক। অ্যালিকে দেখতে পেল, বাইরে অপেক্ষা করছে। মুচকি হেসে বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল ও। অ্যালি ভেতরে এসে দাঁড়াল। হাত পিছনে নিয়ে দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে ধীর পায়ে বেডের দিকে এগিয়ে এল যুবতী। চোখের রঙের সাথে মিলিয়ে পরা হালকা সবুজ ড্রেসে আজ ভারি মোহনীয় লাগছে ওকে। 'আমি তোমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছি, ওয়েন' চাউনি ঝিলিক মেরে উঠল যুবতীর। 'হ্যামিলটন বলেছে, তুমি এখন চলাফেরা করতে পারো।

'কিন্তু বাড়ি মানে? আমার বাড়ি ...'

'আমার র‍্যাঞ্চ, মিস্টার। আজ থেকে তুমিও ওটার মালিক।' মিষ্টি হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলল। 'এবং তোমার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, আগামী স্প্রিঙের পরে কেন, আমি বেঁচে থাকতে আমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না তুমি। কখনও না, কোনদিনও না।'

'আচ্ছা!' অ্যালির হাত ধরে কাছে টানল ও। 'দরজায় কান পেতে আমাদের কথা শোনা হচ্ছিল এতক্ষণ?'

হেসে উঠল অ্যালি, ঝুঁকে হালকা চুমু খেল ওর ঠোঁটে।

শেষ

দাঁড়াও পাঠকবর,জন্ম যদি তব এই বঙ্গে

এসেছে নতুন বছর,২০১১ সালের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছি আমরা। অনেক আশা নিয়ে অত্যন্ত সীমিত সামর্থ্যেও মধ্যে এই লাইব্রেরিটি গড়ে তোলার প্রয়াস,আজ বর্ষশেষের পরিক্রমায় বলতেই হবে যে লক্ষ্য অনেকাংশেই সফল। দেশে বিদেশে আজ শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। তাদেও সক্রিয়তাই আমাকে নিত্যনতুন বাধাবিঘ্ন পার হয়েও সাইটটিতে নতুন নতুন বই আপডেট করায় নিয়োজিত রেখেছে।

যারা এ্যাড ব্রাউজ করে আমাকে আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য করছেন,তাদের প্রতি আবারো কৃতজ্ঞতা রইল। আবারও বলছি,যারা বাংলাদেশে থাকেন,তাদের এই কাজে অংশ নেওয়ার দরকার নেই। যারা প্রবাসী,তাদের কাছে অনুরোধ রইল আর একটু বেশী সময় ধরে ব্রাউজ করতে। সম্ভব হলে ভিন্ন আইপি থেকে ব্রাউজ করতে পারেন।

আপনাদের পছন্দের বইটি পেতে চাইলে চ্যাট বক্সে বা আমাকে সরাসরি মেইল করতে পারেন ayan.00.84@gmail.com এ। আমার শহরে বইয়ের প্রাপ্তি সাপেক্ষে আপনাদের চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করব। আপনাদের বন্ধুদের মধ্যে যারা এ সাইটের কথা জানেন না,তাদেরকে রেফার করতে পারেন। এছাড়া শীঘ্রই ফেসবুকে একটি পেজ খোলার চিন্তা করছি,যেখানে আপনারা সংযুক্ত থাকতে পারবেন।

মূলত এখনও পর্যন্ত ওয়েবে অপ্রাপ্য বইগুলিই এখানে দেওয়ার চিন্তা আছে,তাই কোন বই আপনি সাজেষ্ট করার আগে বিভিন্ন ফোরাম ঘুরে দেখে নিন সেখানে বইটি আছে কিনা।

বর্তমানে মূলত ভারতীয় লেখকদের লেখাই প্রকাশ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে,পরবর্তীতে বাংলাদেশী লেখকদের লেখাও আনা হবে।

এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে লেখক,প্রকাশকদের কোনওভাবে ক্ষতি হোক তা আমরা চাই না,তাই কোন বই আপনার ভাল লাগলে তার হার্ডকপিটা বাজার থেকে কেনার চেষ্টা করুন,প্রিয়জনকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বই উপহার দিন। আর বেশী বেশী করে বাংলা বই পড়ুন। আপনাদের জীবন বইয়ের আলওকে আলোকিত হয়ে উঠুক,এই কামনায় নতুন বছরের শুভেচ্ছা আরও একবার জানিয়ে শেষ করলাম।

মোবাইলঃ 8801734555541
8801920393900